CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 22 June 2022 ■ আগরতলা ২২ জুন, ২০২২ ইং ■ ৭ আষাঢ় ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সুদীপের আক্রান্তের ঘটনায় সরগরম রাজনীতি কংগ্রেস-বিজেপিতে তরজার লড়াই তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুন।। ৬ আগরতলা কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী সুদীপ রায় বর্মনের উপর হামলার ঘটনা নিয়ে কংগ্রেস ও বিজেপিতে তরজার লড়াই তুঙ্গে। কংগ্রেসের অভিযোগ সুদীপ রায় বর্মনকে হত্যার লক্ষ্যে হামলা করা হয়েছে। যাতে উপনির্বাচন প্রতিহত করা যায়। শুধু তাই নয় সুদীপ বর্মনের উপর হামলার দায় মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর উপর বর্তানো হচ্ছে। অন্যদিকে, ওইদিন রাতে সুদীপ রায় বর্মন বহিরাগত কিছু যুবককে নিয়ে কি করতে গিয়েছিলেন প্রশ্ন তুলেন সুশান্ত চৌধুরী। শ্রী চৌধুরী চ্যালেঞ্জ করে বলেন যে ওই রাতে সুদীপ বর্মনা বিজেপির প্রচার সজ্জা নষ্ট করেন এবং পরাজয় নিশ্চিত জেনেই হামলার নাটক মঞ্চস্থ করেছেন সুদীপ বর্মন।

সর্বভারতীয় কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ডঃ অজয় কুমার আজ দাবি করেছেন যে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী মিথ্যাবাদী, কারণ তিনি মনগড়া তথ্য দিয়ে আসল ঘটনাকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছেন।

ডঃ অজয় আরও বলেন, মুখ্য নির্বাচন আধিকারীক সব প্রমাণ পেয়েছেন এবং ঘটনার বিরুদ্ধে স্বতপ্রণোদিত মামলা নিয়েছেন।

কংগ্রেস প্রার্থী সুদীপ রায় বর্মনকে হাসপাতাল থেকে ছাড়ার পর আজ প্রদেশ কংগ্রেস একটি রোড শো করেছে। সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময়, ডঃ কুমার বলেন, ডাক্তারদের বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও সুদীপ বর্মন জোর করে রাজ্যের মানুষের জন্য ডিসচার্জ নিয়েছেন। আমরা অনেক চেষ্টা করেছি এবং তাঁকে এই ধরনের সিদ্ধান্ত না নিতে অনুরোধ করেছি। সুদীপ জানান, তিনি জনগণের জন্য সরাসরি এখানে এসেছেন। যদি তিনি এই নির্বাচনী প্রচারণা উপেক্ষা করেন তাহলে বিজেপি ৬-আগরতলা এবং ৮-টাউন বড়দোয়ালীর মানুষকে দাবিয়ে রাখবে। এটা কংগ্রেসের লড়াই নয় এই লড়াই রাজ্যের মানুষের।

তিনি আরও বলেন, এটা প্রমাণ করেছে যে মন্ত্রী সুশান্ত ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বলেছেন। ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগে সুদীপ বর্মন পূর্ব আগরতলা থানায় জানিয়েছিলেন যে তিনি একা যাচ্ছেন। সুশান্ত চৌধুরী একজন গুন্ডা। আমরা সিইওকে সুশান্তের বিরুদ্ধে মামলা করতে বলেছি। তবে সিইও বলেছেন, তারা সব ভিডিও প্রমাণ পেয়েছে। সিইও বলেছেন যে তারা ভিডিওটি দেখেছেন এবং একটি স্বতপ্রণোজিত মামলা করেছেন। এটা প্রমাণিত হয়েছে যে বিজেপি মিথ্যাবাদী। যদি তারা সুদীপকে এভাবে আক্রমণ করতে পারে তাহলে তারা সাধারণ জনগণকে আক্রমণ করার জন্য দুবার চিন্তা করবে না।

পরে সুদীপ রায় বর্মন বলেন, আমি পূর্ব আগরতলা থানায় ফোন করেছিলাম, এরপর তারা অভয়নগর এলাকায় পুলিশের একটি দল পাঠিয়েছে। তারপর আবার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কংগ্রেস ভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন সুদীপ রায় বর্মন।

বিজেপি পার্টি অফিসে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন সুশান্ত চৌধুরী।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

এনডিএ'র দ্রৌপদী মূর্মু বিরোধী জোটের প্রার্থী যশবন্ত সিনহা

যশবন্ত সিনহা (বিরোধী জোট)

দ্রৌপদী মূর্মু (এনডিএ জোট)

।। অভিজিৎ রায়চৌধুরী।। নয়াদিল্লী, ২১ জুন।। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে এনডিএ জোটের প্রার্থী হচ্ছেন তফসিলি জনজাতি সম্প্রদায়ের নেত্রী তথা ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন রাজ্যপাল দ্রৌপদী মুর্মু। ওড়িশার প্রাক্তন বিজেপি নেত্রী দ্রৌপদী সে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী। নরেন্দ্র মোদী সরকারের আমলে ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপাল পদেও ছিলেন তিনি। মঙ্গলবার বিজেপির পরিষদীয় দলের বৈঠকের পরে বিজেপি সভাপতি জেপি নড্ডা তফসিলি জনজাতি সম্প্রদায়ের নেত্রী দ্রৌপদীর নাম ঘোষণা করেন।

সন্ন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিরোধী জোটের সর্বসম্মত প্রার্থী হচ্ছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যশবন্ত সিনহা। মঙ্গলবার ১৮টি দলের নেতারা বিরোধী জোটের সর্বসম্মত প্রার্থী হিসেবে ঘোষণার পরেই তাঁকে অভিনন্দন জানালেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মঙ্গলবার দুপুরে দিল্লিতে এনসিপি প্রধান শরদ পওয়ারের বাড়িতে ১৮টি জোটের বৈঠকে এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত হয়েছে। বৈঠকের পর পওয়ার, কংগ্রেস নেতা মল্লিকার্জুন খাড়্গে-সহ বিরোধী নেতারা সাংবাদিক সম্মেলনে এ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। এরপরেই তাঁকে অভিনন্দন জানালেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। টুইটারে মমতা লিখেছেন, 'আসন্ন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য সকল প্রগতিশীল বিরোধী দল সমর্থিত সর্বসম্মত প্রার্থী হওয়ার জন্য আমি আমি শ্রী যশবন্ত সিনহাকে অভিনন্দন জানাই। তিনি সম্মাননীয় এবং বিচক্ষণ মানুষ। তিনি অবশ্যই আমাদের মহান জাতীয় মূল্যবোধের প্রতি দায়বদ্ধ থাকবেন।'

এর আগে এদিন সকালে পওয়ারের দিল্লির বাসভবনে ইয়েচুরি, খাড়গেরা মিলিত হয়েছিলেন। সেখানেই যশবন্তের নাম কার্যত চূড়ান্ত হয়ে যায়। এর পর যশবন্ত নিজে টুইট করে রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হওয়ারও ইচ্ছাপ্রকাশ করেন। সেই টুইটে তিনি কৃতজ্ঞতা জানান তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। পাশাপাশি, দল থেকে অব্যাহতি চান। এদিন বিরোধীদের বৈঠক শেষে এনসিপি প্রধান শরদ পওয়ার বলেছেন, আগামী ২৭ জুন বেলা ১১.৩০ মিনিট নাগাদ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন জমা দিতে চলেছি আমরা।

সূত্রের খবর, এবারের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে আদিবাসী মহিলা 'মুখ'কে সামনে রেখেই এগোতে চাইছিল বিজেপি। রাইসিনা হিলসের দৌড়ে তাই অন্তত জনা তিনেক মহিলা ছিলেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উপনির্বাচনে সরব প্রচার শেষ প্রশাসনের নজরদারি শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুন।। ত্রিপুরায় উপনির্বাচনে সরব প্রচার সমাপ্ত হয়েছে। অন্তিম দিনে সমস্ত রাজনৈতিক দলই ঝড়ো প্রচারে ব্যস্ত ছিল। বিজেপি আগরতলায় টমটম মিছিল করেছে। কংগ্রেস প্রার্থীদের নিয়ে বাইক মিছিলে সামিল হয়েছে।

তেমনি, তৃণমূল কংগ্রেস এবং বামফ্রন্টও প্রচারের শেষভাগে এসে ভোটারদের মন পেতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। এদিন, সরব প্রচার সমাপ্ত হতেই প্রশাসনের উদ্যোগে বিভিন্ন এলাকায় নজরদারি শুরু হয়ে গেছে। জেলাশাসক ও জেলা পুলিশ সুপার নিরাপত্তা বাহিনীকে সাথে নিয়ে টহল দিতে শুরু করেছেন।

আজ অন্তিম দিনের প্রচারে বিজেপি প্রার্থী ডা: মানিক সাহার সাথে ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ও ত্রিপুরার বিজেপি প্রভারী সাংসদ বিনোদ সোনকর। কংগ্রেস এদিন আগরতলায় দুই প্রার্থীকে খোলা গাড়িতে বসিয়ে বাইক মিছিল করেছে। তৃণমূল কংগ্রেস বরাবরের মতোই পশ্চিমবঙ্গ থেকে তারকা এনে সরব প্রচার সেরেছে। রাজধানী আগরতলা শহরেও পশ্চিমবঙ্গের অভিনেত্রী রোড শো করেছে। বামেরা তাঁদের নিজস্ব কায়দায় বাড়ি বাড়ি ঘুরেছে। আগামী ২৩ জুন ত্রিপুরায় চারটি আসনে উপনির্বাচন হবে। ভোট গণনা ২৬ জুন।

যুবরাজনগর বিধানসভা কেন্দ্রে ১৪৪ ধারা জারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুন।। শান্তিপূর্ণ ভোটগ্রহণের লক্ষ্যে ৫৭-যুবরাজনগর বিধানসভা কেন্দ্রে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। আজ ২১ জুন বিকেল ৫টা থেকে পরবর্তী আদেশ জারি করা পর্যন্ত ১৪৪ ধারা বলবৎ থাকবে। প্রসঙ্গত, আগামী ২৩ জুন সকাল ৭টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত ৫৭-যুবরাজনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে ভোটগ্রহণ করা হবে। ভারতের নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিলোনীয়ায় যান দুর্ঘটনায় হত যুবক কালভার্টের নীচে উদ্ধার মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২১ জুন।। সাতসকালে আবারো যান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন এক তরতাজা যুবক। নিহত যুবকের নাম নাম ইকবাল হোসেন। তিনি সোনামুড়া কাঠালিয়া এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, মঙ্গলবার সাত সকালে দূর্ঘটনাটি ঘটেছে বিলোনিয়া থানাধীন গর্জনিয়া বিএসএফ ক্যাম্পের সামনে। নিহত ইকবাল হোসেন পেশায় একজন মাছ ব্যবসায়ী ছিলেন। অন্যান্য দিনের মতো কাঠালিয়া থেকে মাছ নিয়ে বিলোনিয়া এক নং টিলা বাজারে আসার পথে নিয়ন্ত্রন হারিয়ে বাইক সহ পড়ে যান কালভার্টের নিচে।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গেছে দমকল বাহিনীর কর্মীরা। কালভার্টের নীচে থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে বিলোনিয়া মহাকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় ইকবাল হোসেনকে। কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেছেন। এদিকে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আগরতলায় দুইটি কেন্দ্রে ১৪৪ ধারা

নির্ভয়ে ভোট দিন ঃ প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুন।। অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের লক্ষ্যে ৬-আগরতলা ও ৮-টাউন বড়দোয়ালি বিধানসভা কেন্দ্রে আজ ২১ জুন বিকেল পাঁচটা থেকে ২৪ জুন ভোর পাঁচটা পর্যন্ত ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। দুই বিধানসভা কেন্দ্রে ১৪টি ভোট কেন্দ্র স্পর্শকাতর বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। সর্বত্রই পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা হয়েছে। মোট ১২ কোম্পানী কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী ও রাজ্য আরক্ষা বাহিনী রয়েছে নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছে। এছাড়াও সমস্ত বুথে ওয়েব কাস্টিং এবং ভিডিওগ্রাফি করা হবে। তাই, নির্ভয়ে ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার জন্য পশ্চিম জেলা প্রশাসনের তরফে আবেদন জানানো হয়েছে।

মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন জেলা নির্বাচন আধিকারীক সহ অন্যান্য আধিকারীকরা।

প্রসঙ্গত, আগামী ২৩ জুন ৬-আগরতলা এবং ৮-টাউন বড়দোয়ালি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে ভোটগ্রহণ করা হবে। ভোটারগণ অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করার জন্য সব ধরণের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। আজ বিকালে জেলা নির্বাচন আধিকারিক তথা পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন সাংবাদিক সম্মেলনে একথা বলেন। জেলাশাসকের অফিসের কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে পশ্চিম ত্রিপুরার এসপি জে রেড্ডি, ৬-আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্রের রিটার্নিং অফিসার শৈলেশ যাদব ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বক্সনগরে ধারালো অস্ত্রের মুখে টাকা ও স্বর্ণালংকার লুট

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২১ জুন।। রাজ্যে চুরি- ডাকাতি-ছিনতাইয়ের মতো ঘটনা কোন ভাবেই থামছে না। বক্সনগরে গভীর রাতে বাড়ির মালিকের গলায় ধারালো অস্ত্র ধরে ৯ লক্ষ টাকা এবং স্বর্ণালঙ্কারসহ বিভিন্ন সামগ্রী নিয়ে যায়। ঘটনায় এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার কলমচৌড়া থানাধীন বক্সনগর ব্লক ও আইটিআই কলেজ সংলগ্ন কলসীমুড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার জহিরুল ইসলামের বাড়িতে।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, জহিরুল পেশায় ইট ব্যবসায়ী। তারা পূর্বের বাড়ি ছিল কলসীমুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমান্ত লাগোয়া নগর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঘর বন্টনে অনিয়ম, গৌরনগরে পঞ্চায়েত অফিসে তালা দিল কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুন।। এনেকজার ডি ঘর নিয়ে গৌরনগর আরডি ব্লকের বিডিও-র বিরুদ্ধে তালবাহানার অভিযোগ উঠেছে। গৌরনগর আরডি ব্লকের অন্তর্গত কংগ্রেস পরিচালিত এগারটি পঞ্চায়েতে এনেকজার ডি অসহায় ঘর প্রাপকরা ঘরের তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন। তাই, গৌরনগর আরডি ব্লকের অন্তর্গত কংগ্রেস পরিচালিত ১১ টি গ্রাম পঞ্চায়েতে আজ থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। পঞ্চায়েত বন্ধ রেখে গৌরনগর আরডি ব্লকের বিডিও এবং বিজেপির কয়েকজন নেতার বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে।

ঘর প্রাপকরা এবং কংগ্রেস পরিচালিত পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান এবং পঞ্চায়েত সদস্য বলেন, যতদিন পর্যন্ত এনেকজার ডি ঘরের তালিকা সংশোধন করা হবে ততদিন পর্যন্ত পঞ্চায়েতে তালা ঝুলিয়ে রাখা হবে। কংগ্রেস পরিচালিত পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধানের গুরুতর অভিযোগ, যে সমস্ত পঞ্চায়েতে এসসি, এসটি, ওবিসি সম্প্রদায়ের কোনো লোক নেই সেখানে ব্লকের তরফ থেকে একই নোটিশ পাঠিয়ে বলা হয়েছে এসটি নামের তালিকা পঞ্চায়েতের তরফ থেকে গৌরনগর ব্লকের বিডিওর কাছে প্রেরণ করার জন্য। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যেমনটি লাগাউ গ্রাম পঞ্চায়েতে সংখ্যালঘু অংশের মানুষ ছাড়া অন্য সম্প্রদায়ের কোনো লোক নেই সেই পঞ্চায়েতে কিভাবে এসসি ওবিসি এবং মানুষের নামের তালিকা গৌরনগর ব্লকের বিডিওর কাছে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গৌরাঙ্গটিলা স্কুলের বেহাল অবস্থা সড়ক অবরোধ ক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২১ জুন।। অদ্ভুত কান্ড! শিক্ষা দপ্তরের বিরুদ্ধে স্বয়ং শাসক দলের ছাত্র সংগঠন। এতেই বুঝা যায় শিক্ষা দপ্তর সাড়ে চার বছরে কতটুকু এগিয়ে গেছে। সমস্যার শেষ নেই গৌরাঙ্গটিলা দ্বাদশ স্কুলের। বাধ্য হয়ে শিক্ষা দপ্তরের বিরুদ্ধে ময়দানে নামলো শাসকদলীয় ছাত্র সংগঠন। এমনকি সড়ক অবরোধও করলো। খোয়াই মহকুমার গৌরাঙ্গটিলা দ্বাদশ স্কুলের সমস্যার শেষ নেই। শ্রেণীকক্ষের অভাব, প্রয়োজনীয় শিক্ষকের স্বল্পতা, বিদ্যুৎ-র সংযোগ নেই, আসবাবপত্রের সংকট,

শৌচাগার নেই , পঠন পাঠন হয় না নিয়মিত। শুধু নেই আর নেই। তিন বছর ধরে ছাত্র ছাত্রীরা এসব বিষয়ে বারবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে আসছে প্রধান শিক্ষক ও স্কুল পরিচালন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দিদি এলেন না, জেনে গেছেন ভরাডুবি নিশ্চিত

।। দেবাশিষ ঠাকুর।।

ঢাক ঢোল পিটিয়ে তারকা প্রচারের তালিকায় প্রথমেই মমতা ব্যানার্জীর নাম ছিল। কিন্তু, তিনি এলেন না। কি কারণে এলেন না দলের পক্ষ থেকে জানা যায়নি। এটা স্পষ্ট মমতা বুঝে গিয়েছেন যতই ঢাক ঢোল পিটানো হোক না কেন ত্রিপুরায় উপনির্বাচনে দলের ভারডুবি নিশ্চিত। এই অবস্থায় তাঁর পিছুটান দেয়া ছাড়া উপায় ছিল না। তাই দিদি রাজ্যে নির্বাচনে প্রচারে এলেন না। আসলে ত্রিপুরায় তৃণমূল কংগ্রেসের তেমন কোন জনপ্রিয় ও স্বচ্ছ ভাবমূর্তির নেতাই নেই। আজ পর্যন্ত জেলা কমিটি, মহকুমা কমিটি কিছুই করতে পারেনি। সংগঠন শূণ্যের কোটায়। গণবর্জিতদের ধরে ধরে প্রার্থী করানো হয়েছে। আর টাকার জোর দেখাচ্ছে।

তৃণমূলে নেতৃত্বের সংকট এত তীব্র যে কলকাতা থেকে নেতাদের উড়িয়ে এনে রাজ্যে প্রচারের প্রয়াস নিতে হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতার জোরে ত্রিপুরায় সংগঠন বিস্তারের চেষ্টাও সফল হয়নি। নামেমাত্র সংগঠনে ধান্দাবাজদের ভীড় জমেছে। তারাই ছুটছে অর্থের পিছনে। তৃণমূলের প্রার্থীরা ঘরে বসেই প্রচার সারছেন। কোন প্রার্থী বাড়ি বাড়ি প্রচারে যাননি। গাড়ির মধ্যে ফ্যাস্টুন লাগিয়ে রাস্তায় জয়গান হয়েছে। উপনির্বাচনের ফলাফলের মধ্য দিয়ে সরকার পরিবর্তনের কোন সুযোগ নেই তা জেনেও এমন ভাব দেখানো হচ্ছে, মনে হচ্ছে উপনির্বাচনই তাদের ক্ষমতার মসনদ এনে দেবে। কিন্তু, ত্রিপুরার মানুষ ভাল করে জানেন দিদির এই দলটি ত্রিপুরা রাজ্যে নেতৃত্বহীন ও অসার।

আসলে, ত্রিপুরায় ক্ষমতা দখলের ইচ্ছা যে মমতার নেই তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। মমতা জানেন ত্রিপুরায় কোনমতেই তৃণমূল ক্ষমতা দখল করতে পারবে না। কারণ, রাজধানী শহর কেন্দ্রীক ছাড়া রাজ্যের কোথাও তৃণমূলের সংগঠন নেই। সংগঠন বিস্তারের জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন রাজ্যে সুযোগ্য ও স্বচ্ছ নেতৃত্ব। এরাজ্যে যিনি নেতৃত্বে রয়েছেন তিনি দলবদলের সম্রাট। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের পর অভিযোগ আছে। সেই নেতাকে দিয়ে ত্রিপুরায় ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন মানুষকে বোকা বানানোর চেষ্টা ছাড়া কিছুই নয়। মমতার লক্ষ্য কত শতাংশ ভোট পাওয়া যায়। দুয়েকটা আসন বিধানসভায় পাওয়ার মাধ্যমেই জাতীয় দলের সুবিধা আদায় করা। কিন্তু, ত্রিপুরাতে সেটা অসম্ভব। আগামী বিধানসভা নির্বাচনেও তৃণমূল সব আসনে প্রার্থীই দিতে পারবে না। এই উপনির্বাচনে চারটি আসনে প্রার্থী দিতে গিয়ে কালঘাম ছুটেছে তৃণমূল নেতৃত্বের। ত্রিপুরার মানুষ তা জানে। ত্রিপুরার মানুষ দিদিকে চায় এমন প্রমাণ এখনও মিলেনি। ঢাক ঢোল পিটিয়ে মানুষের মন পাওয়া যায় না। ভোট পাওয়া যায় না। এজন্য প্রয়োজন রাজ্যে শক্তিশালী সংগঠন। এই সংগঠন কার্য্যত ধরাশায়ি। টাকার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাবালিকা অপহরণ কান্ডে পুণেতে গ্রেফতার যুবক, উদ্ধার অপহৃতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুন।। নাবালিকা অপহরণ কাণ্ডে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃত যুবকের নাম নূর হুসেন। তিনি অসমের তেজপুর এলাকার বাসিন্দা। কর্মসূত্রে ওই যুবক পুনেতে থাকেন। মোবাইলের মাধ্যমে উদয়পুর কিল্লা এলাকার ১৬ বছরের এক নাবালিকার সাথে তার পরিচয় হয় বলে খবর।

গত ১৪ জুন বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি ওই নাবালিকা। এরপরেই মেয়ের বাবা কিল্লা থানায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন। নাবালিকা মেয়েকে বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে অপহরণ করে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ করে মেয়ের বাবা।

সেই অভিযোগ পেয়ে আর কে পুর থানার পুলিশের একটি টিম রওনা দেয় ১৭ জুন পুনের উদ্দেশ্যে। সেখান থেকেই অভিযুক্ত নূর হুসেন সহ নাবালিকা মেয়েটিকে উদ্ধার করে আজকে আর কে পুর থানায় নিয়ে এসেছে। ঘটনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে উদয়পুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৮ ◘ সংখ্যা২৬৩ ◘ ২২ জুন ২০২২ ইং ◘৭ আষাঢ় ◘বুধবার ◘১৪২৯ বঙ্গাব্দ

মহান দেশ ভারত স্বর্গের চেয়েও দামি

আমাদের এই মহান্ ও পবিত্র দেশের নাম ভারত। শুধু তাই নয়, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও অর্জুনকে ভারত সম্বোধন করিয়াছেন এবং এক বিশেষ শাস্ত্রগ্রন্থের নামও মহাভারত। সাধারণত দেখা যায় কোনও দেশের নামে মানুষের নাম হয় না। ইংল্যান্ড কোন মানুষের নাম হয় না, তেমনি চীন, জাপান, রাশিয়া, আমেরিকা ইত্যাদি কোন মানুষের নাম দেখা যায় না। কিন্তু গীতায় 'ভারত' এই নামটি অর্জুনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হইয়াছে। আবার যুগ যুগ ধরিয়া এই দেশের নামও ভারত চলিয়া আসিতেছে। অতএব ভারত শব্দটির একটা বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। একটা বিরাট আধ্যাত্মিক গূঢ় রহস্য এই নামটির পেছনে লুকাইয়া আছে। আমাদের দেশ ঋষিসেবিত। বহু ত্রিকালজ্ঞ ঋষি আবির্ভূত হইয়া এই ভূমিকে পবিত্র করিয়াছেন। মহাভারত সহ সনাতন ধর্মের বহু শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন এবং ব্রহ্মজ্ঞানের বন্যা বইয়া দিয়া গেছেন। তাঁহিরা কখনও মানুষের বর্তমান জন্মটাকে নিয়া বিচার করেন নি, অতীতের বহু জন্ম, বর্তমান জন্ম এবং আগামী বহু জন্ম, এইভাবে বহু জন্মের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া মানুষের কল্যাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশের মনীষীগণ মানুষের কেবল বর্তমান জন্মের উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই সবকিছু ব্যবস্থা করিয়াছেন। ফলে পার্থিব জীবনের সুখের আলো এবং ঐশ্বর্য্যের দিকে মানুষকে আকৃষ্ট করিয়াছেন। তাই আজ পাশ্চাত্য দেশগুলি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী। কিন্তু ভারতীয় ঋষিগণ কখনই মানুষকে অতুল ঐশ্বর্য্যের দিকে আকৃষ্ট করেননি। তাঁহারা জানিতেন যতদিন মানুষ জন্মমৃত্যুর আবর্তে থাকিবে ততদিন সুখদুঃখ ইত্যাদি অবশ্যই থাকিবে। তাই কি উপায়ে মানুষকে জন্মমৃত্যুর অতীতে নিয়া যাওয়া যায় তাঁহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ঋষিরা অনন্ত জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন; তাঁহারা জানিতেন মানুষকে যদি অতুল ঐশ্বর্য্যের দিকে ঠেলিয়া দেওয়া যায় তাহাহলে কখনই মানুষ সুখ দুঃখ হাসি কান্নার অতীতে যাইতে পারিবে না। তাই তাঁহিরা সকল শাস্ত্রের মধ্য দিয়ে কি উপায়ে আত্মজ্ঞান লাভ করা যায় তার নির্দেশ দিয়াছেন। তাঁহারা সবসময়ই বলিয়াছেন আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। যুগ যুগ ধরিয়া ভারতী ঋষিদের চেষ্টা বিফল হয়নি। তাই ভারতের আকাশ বাতাস জল এবং ধূলিকণা সবই আত্মজ্ঞানের চেতনায় ভরপুর। মানুষের রক্ত এবং ধমনীর মধ্যে তাঁরা এই আত্মজ্ঞানের চেতনাকে প্রসারিত করিয়াছেন। তাই ভারতের মানুষ স্থূল ঐশ্বর্য্যে দরিদ্র হইলেও আত্মসাধনায় তন্ময়, প্রতিটি ঘরে ঘরে নিত্যপূজা থেকে শুরু করিয়া সমাধিস্থ হইবার অপেক্ষায়। ঋষিরা অনন্ত জ্ঞানের অধিকারী হওয়ায় ভাষা সম্বন্ধে তাঁহাদের অনন্ত জ্ঞান ছিল। শাস্ত্রের মধ্য দিয়া তাঁহারা যেসব বাক্য বা শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন সেগুলিও অত্যন্ত গূঢ় অর্থবহ এবং অধ্যাত্মচেতনায় ভরপুর। এই আত্মচেতনার দিক থেকে যদি আমরা ভারত শব্দটির প্রকৃত অর্থ অনুসন্ধান করি তবেই এর সঠিক অর্থ জানা যাইবে। ঐতিহাসিকেরা বলেন ভরত রাজার নামানুসারে এই দেশের নাম ভারত হইয়াড়ছে। এই ধরনের অর্থ কল্পনাপ্রসূত এবং আত্মচেতনাহীন। তাই এ ধরনের অর্থ গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ দেশ বা ক্ষেত্র এবং মানুষ উভয়ের প্রতিই যখন ভারত শব্দটি ঋষিরা ব্যবহার করিয়াছেন তখন অবশ্যই এর পেছনে একটা আধ্যাত্মিক চেতনা লুকাইয়া আছে। এটা কোন ঐতিহাসিকের ব্যবহৃত শব্দ নয়, কারণ ঐতিহাসিকদের পক্ষে আত্মজ্ঞানের কথা বলা অসম্ভব। ক্ষেত্র কাকে বলে। এ সম্বন্ধে গীতাতেই বলা আছে'ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।' অর্থাৎ এই শরীরই ক্ষেত্র। এর থেকে বোঝা গেল পৃথিবী পৃষ্ঠটাও যেমন ক্ষেত্র তেমনি শরীরটাও ক্ষেত্র।

বিধানসভার বাইরে চেঁচিয়ে উঠলেন অপসারিত পর্ষদ সভাপতি

কলকাতা, ২১ মে (হি. স.) : কলকাতা হাইকোর্টে ফের ধাক্কা খেয়েছেন অপসারিত পর্ষদ সভাপতি মানিক ভট্টাচার্য্য। হাই কোর্ট মানিক ভট্টাচার্য্যের জরুরি শুনানির আরজি খারিজ করে দিয়েছে।

হাজিরা এড়াতে আদালতে মঙ্গলবার আবেদন করেছিলেন মানিকবাবু। যদিও তা খারিজ হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। এরই মধ্যে বিধানসভা অধিবেশনে যোগ দেওয়ার পর সাংবাদিকদের প্রতি ক্ষোভ উগরে দেন তিনি। আচমকাই তাঁর অদ্ভুত বক্তব্য, 'আই অ্যাম রক্তাক্ত বাই প্রেস' কিন্তু হঠাৎ কেন তাঁর এই বক্তব্য?

এদিন তিনি বিধানসভায় গিয়েছিলেন। তিনি যখন বেরিয়ে আসছিলেন, তাঁকে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন, তিনি হাইকোর্টে যাচ্ছেন কিনা। এটা শুনেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন মানিকবাবু। অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করেন তিনি। সাংবাদিকদের ওপর ক্ষোভ উগরে দিয়ে গলার স্বর উঁচু করেই বলতে থাকেন, সংবাদমাধ্যম তাঁর ওপর অত্যাচার করছে। 'আই অ্যাম রক্তাক্ত বাই প্রেসপ্রেস আমাকে আদালতে যেতে দিচ্ছে না।' তবে শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, বিধানসভা থেকে বেরিয়ে হাইকোর্টে নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছন তিনি। এদিকে, ফের আদালতে ধাক্কা মানিক ভট্টাচার্য্যের। হাজিরা এড়াতে জরুরি শুনানির আবেদন করা হয়। তা খারিজ হয়েছে বলেই আদালত সূত্রে খবর। ফলে মানিক ভট্টাচার্য্যকে আজ বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের জেরার মুখে পড়তেই হয়। কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে পর্ষদের আবেদন খারিজ হয়েছে। সিঙ্গল বেঞ্চের রায় বহাল রাখলো ডিভিশন বেঞ্চ। বিচারপতি সুব্রত তালুকদারের বেঞ্চে পর্ষদের পক্ষ থেকে মামলা গ্রহনের আর্জি জানানো হয়েছিল। কিন্তু আদালত জানিয়েছে নিয়ম মেনে মামলা দায়ের করতে হবে তারপরেই ডিভিশন বেঞ্চ আবেদন গ্রহন করবে।এদিকে পর্ষদ সভাপতিকে অপসারণের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে এবার ডিভিশন বেঞ্চে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। মামলা দায়েরের অনুমতি দেয় বিচারপতি সুব্রত তালুকদারের বেঞ্চ।

স্বাস্থ্য ভবনে তলব পাভলভ হাসপাতালের সুপারকে

কলকাতা, ২১ জুন (হি. স.) : শোকজের পর এবার স্বাস্থ্য ভবনে তলব করা হল পাভলভ হাসপাতালের সুপারকে। সোমবার পাভলভ হাসপাতালে যায় স্বাস্থ্য দফতরের প্রতিনিধিদল। সুপারের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন প্রতিনিধিদলের সদস্যরা। মঙ্গলবার দু'পাতার উত্তর দিয়েছেন পাভলভ মানসিক হাসপাতালের সুপার গণেশ প্রসাদ।পাভলভ-কাণ্ডে শোকজের পর সুপারকে এ দিন তলব করা হয় স্বাস্থ্য ভবনে। সেই মতো স্বাস্থ্য ভবনে যান সুপার। সূত্রের খবর, পাভলভ সম্পর্কে যা যা জানতে চাওয়া হয়েছিল, তার যথাযথ ব্যাখ্যা সুপার শোকজের জবাবে দিয়েছেন কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।মঙ্গলবার স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম জানিয়েছেন, পাভলভ হাসপাতালের পরিস্থিতি নিয়ে বৈঠক হয়েছে। যথাযথ পদক্ষেপ করা হচ্ছে। দিন দুই পর আরও একটি বৈঠক হবে। প্রয়োজনে আবারও সুপারকে ডাকা হতে পারে।সোমবার রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তা সিদ্ধার্থ নিয়োগী জানিয়েছিলেন, অবিলম্বে শোকজের সদুত্তর না দিলে, পাভলভ হাসপাতালের সুপারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বাজেট বড় আয়ে না দায়িত্বে

রাজেকুজ্জামান রতন

বাজেটের একটা অর্থনৈতিক দিক এবং একটা দর্শনগত দিক থাকে। বাজেটের আয়তন হয় টাকার অঙ্কে। টাকা দেবে কারা আর বরাদ্দ কোথায় বা পাবে কারা তা দ্বারা বোঝা যায় যারা ক্ষমতায় থেকে বাজেট প্রণয়ন করছেন তারা কোনো রাজনৈতিক দর্শন দ্বারা পরিচালিত হচ্ছেন। প্রতি বছরই বাজেট বড় হচ্ছে। এই বড় হওয়া অর্থনীতির বড় হওয়াকেই নির্দেশ করে। অর্থনীতিকে বড় করার পেছনে ভূমিকা যাদের তাদের ভাগে বাজেটে কী থাকবে বা কতটুকু থাকবে তা নির্ধারিত হয় রাজনৈতিক চিন্তা দ্বারা।

২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য ৬ লাখ ৭৮ হাজার ৬৪ কোটি টাকার বাজেট প্রস্তাব করা হয়েছে। রাজস্ব ব্যয় ৪ লাখ ৩১ হাজার ৯৯৮ কোটি টাকা এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য ২ লাখ ৪৬ হাজার ৬৬ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে বাজেটে। ব্যয়ের হিসাব তো দেখা গেল আয় আসবে কোথা থেকে? বাজেটে মোট রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৪ লাখ ৩৩ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে এনবিআর যে কর আদায় করবে তার পরিমাণ ৩ লাখ ৭০ হাজার কোটি টাকা। এনবিআরবহির্ভূত কর থেকে আয় হবে ১৮ হাজার কোটি টাকা এবং কর ছাড়া প্রাপ্তি ধরা হয়েছে ৪৫ হাজার কোটি টাকা। ফলে আয়-ব্যয়ের ঘাটতি দাঁড়াবে ২ লাখ ৪৫ হাজার ৬৪ কোটি টাকা। এই ঘাটতি মেটানো হবে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস থেকে, সহজ ভাষায় যাকে বলা হয় ঋণ করে আর অনুদান নিয়ে। ঋণ ও সুদ পরিশোধে বাজেটে বরাদ্দ ৮০ হাজার ৩৭৫ কোটি টাকা। ঋণ করে কে আর ঘি খায় কে সে প্রশ্ন তো করা যেতেই পারে। ঘাটতির মধ্যে অনুদানসহ বৈদেশিক উৎস থেকে আসবে ৯৮ হাজার ৭২৯ কোটি টাকা; আর অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে আসবে ১ লাখ ৪৬ হাজার ৩৩৫ কোটি টাকা, এর মধ্যে আবার ব্যাংক খাত থেকে নেওয়া হবে ১ লাখ ৬ হাজার ৩৩৪ কোটি টাকা। জিডিপির আকার ধরা হয়েছে ৪৪ লাখ ৪৯ হাজার ৯৫৯ কোটি টাকা। স্বাধীনতার পর ৫১তম বাজেট এটা। প্রতি বছরই বাজেট বড় হচ্ছে। ১৯৭২ সালের প্রথম বাজেটের তুলনায় ৮৬০ গুণ বড় এই বাজেট।

মহা-আড়ম্বরের বৃহৎ বাজেটের বোঝা জনগণের ওপর চাপিয়ে সরকার কৃতিত্ব নিতে চাইছে। বাস্তবে ৬ লাখ ৭৮ হাজার ৬৪ কোটি টাকার এ বাজেট আয়তনে বড় কিন্তু তাতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য আর কৃষির জন্য আনুপাতিক হারে বরাদ্দ বাড়েনি। যেমন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন শিক্ষা খাতে টাকার অঙ্কে মোট বরাদ্দ বেড়েছে। এই দুই মন্ত্রণালয়ের জন্য নতুন অর্থবছরে মোট ৮১ হাজার ৪৪৯ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। যা চলতি বছরের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল ৭১ হাজার ৯৫৪ কোটি টাকা। ফলে শিক্ষায় গত বাজেটের ১১.৯ শতাংশ ছিল এবার তা ১২.০১ শতাংশ হয়েছে। করোনায় বিপর্যস্ত শিক্ষা খাত ও শিক্ষার্থীদের জন্য বাজেটে কোনো নির্দেশনা নেই। যে বিপুল শিক্ষার্থী ঝরে পড়েছে তাদের শিক্ষার মূলধারায় ফিরিয়ে আনার পদক্ষেপ কী? বিভিন্ন রিপোর্ট বলছে ১৫ শতাংশ শিক্ষার্থী আর কখনোই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ফিরতে পারবে না, তাদের মতো শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দরজা কি চিরদিনের জন্য বন্ধ থাকবে?

এমনি অবস্থা স্বাস্থ্য খাতেও। দুর্বল ও দুর্নীতিগ্রস্ত স্বাস্থ্য খাত গুরুত্ব পায়নি। স্বাস্থ্যে বরাদ্দ এত আলোচনা-সমালোচনার পরও ৫.৪ শতাংশের বেশি হয়নি, স্বাস্থ্য গবেষণায় মাত্র ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। করোনাকালে দেশকে টিকিয়ে রাখার স্বীকৃতি দিলেও বাজেট বরাদ্দে কৃষিও গুরুত্ব পায়নি। ২০১২-১৩ সালে কৃষিতে ১০ শতাংশ বরাদ্দ ছিল ১০ বছর পর তা ৬.৪ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে কোনো নতুন নির্দেশনা নেই। সাধারণ মানুষের করযোগ্য আয়সীমা বাড়েনি বরং বৃহৎ পুঁজিপতিদের করপোরেট ট্যাক্স আড়াই শতাংশ কমেছে। এসি রেস্তোরাঁর ভ্যাট ৫ শতাংশ কমিয়ে এসি, নন-এসি রেস্তোরাঁর ট্যাক্স সমান করা হয়েছে। সাধারণত দরিদ্র নিম্নবিত্ত মানুষরাই নন-এসি রেস্টুরেন্টে খেয়ে থাকেন। যুবশক্তির এ দেশে যুবকদের কর্মসংস্থানের কোনো নির্দেশনাও পাওয়া গেল না বাজেটে।

সবচেয়ে বড় কথা, এ বাজেটে টাকা পাচারকে স্বীকার করে নিয়ে তাকে আইনি বৈধতা দেওয়া হয়েছে। কেউ ৭ শতাংশ ট্যাক্স দিয়ে পাচার করা টাকা ফেরত আনতে পারবে, বিদেশে অবস্থিত অস্থাবর সম্পত্তি দেশে না আনলে ১০ শতাংশ আর স্থাবর সম্পত্তি দেশে না আনলে ১৫ শতাংশ কর দিলে যদি বৈধতা পায় তাহলে টাকা পাচার তো কমবেই না বরং উৎসাহিত হবে। কথায় কথায় সংবিধানের দোহাই দেওয়ার পরও সংবিধানের সঙ্গে চূড়ান্ত অসংগতি পূর্ণভাবে কালোটাকা সাদা করা চলছেই। এবারও ঢালাওভাবে কালোটাকা সাদা করার সুযোগ অব্যাহত রাখা হয়েছে। ২৫ শতাংশ কর এবং করের ওপর ৫ শতাংশ জরিমানা দিয়ে অর্থাৎ ২৬.২৫ শতাংশ কর দিয়ে কালোটাকা সাদা করা যাবে। জমি ও ফ্ল্যাট কিনে এলাকাভেদে ও আয়তনভেদে কর দিয়ে কালোটাকা সাদা করার সুযোগ থাকছে এবারের বাজেটেও।

কালোটাকা সাদা করার গত বছরের অভিজ্ঞতা কী? এক বছর ধরে নগদ টাকা বেশি সাদা হয়েছে। নগদ টাকা সাদা করায় বেশি আগ্রহ ছিল করদাতাদের। চলতি অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে সব মিলিয়ে ১০ হাজার ৩৪ জন করদাতা কালোটাকা সাদা করেছেন। সব মিলিয়ে প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকা সাদা হয়েছে। শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ করে কালোটাকা সাদা করার সুযোগ তেমন একটা নেননি করদাতারা। গত জুলাই থেকে মার্চ পর্যন্ত মাত্র ৩৪১ জন শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ করে এ সুযোগ নিয়েছেন। অর্থনীতি সমিতি যে বলেছে, কালোটাকার একটা সমান্তরাল অর্থনীতি চলছে সেই টাকা তো তাহলে দেশের অভ্যন্তরে আছে এবং অর্থনীতিকে ভেতর থেকে পঙ্গু করে দিচ্ছে।

২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ৭ দশমিক ৫ শতাংশ। গত ১৩ বছরে জিডিপির গড় প্রবৃদ্ধি ছিল ৬ দশমিক ৬ শতাংশ, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৮ শতাংশ অতিক্রম করেছিল। প্রশ্ন ওঠে, এতসব প্রবৃদ্ধি ও মাথাপিছু আয়ের সুফল সাধারণ মানুষের জীবনে কোথায়? আগামী ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে ভর্তুকি ও প্রণোদনা বাবদ বরাদ্দ থাকছে ৮২ হাজার ৭৪৫ কোটি টাকা। ভর্তুকির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কৃষি, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত। আবার কৃষি খাতের ভর্তুকির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সার। কিন্তু বিদ্যুৎ খাতের মধ্যে বিদ্যুৎ এবং জ্বালানি খাতের মধ্যে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) হচ্ছে অন্যতম। আর প্রণোদনা দেওয়া হয় পাট ও পোশাক রপ্তানি খাত এবং দেশে প্রবাসী আয় আনার ক্ষেত্রে। ভর্তুকি ব্যবস্থাপনায় নগদ ঋণ নামেও একটি অধ্যায় রয়েছে, যা শেষ বিচারে ভর্তুকিই। এ ঋণ দেওয়া হয়ে থাকে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি), বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি) ইত্যাদি সংস্থাকে।

ভর্তুকিতে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে আছে বিদ্যুৎ খাত। আগামী অর্থবছরে এ খাতে ভর্তুকি বরাদ্দ ১৮ হাজার কোটি টাকা। কুইক রেন্টাল, ক্যাপাসিটি চার্জ ও বেসরকারি খাত থেকে বেশি দামে বিদ্যুৎ কিনে কম দামে বিক্রি করার জন্য পিডিবিকে দেওয়া হয়। এ ঋণও ভর্তুকি এবং সরকার তা ফেরত পায় না।

ভর্তুকির টাকা সরাসরি জনগণের দেওয়া করের টাকা। তাই ভর্তুকি কোথায় দেওয়া হবে, কতটুকু দেওয়া হবে তা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মতামত খুবই দরকার। এদিকে এলএনজি আমদানি মূল্য পরিশোধ ও প্রণোদনা প্যাকেজে সুদ ভর্তুকিসহ অন্যান্য ভর্তুকি খাতে রাখা হচ্ছে ১৭ হাজার ৩০০ কোটি টাকা। বেশি দামে কিনে কম দামে এলএনজি বিক্রি করতে হবে বলে এ ভর্তুকি লাগবে। অর্থ বিভাগ হিসাব করে দেখেছে, যে দামে এলএনজি আমদানি করা হচ্ছে, সেই দামে ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের কাছে বিক্রি করলে তাদের পণ্য উৎপাদন খরচ বেশি পড়বে। তাই এ খাতে ভর্তুকি রাখা হচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যদি এত হাজার টাকা ভর্তুকি দিতে হয় তাহলে স্পট মার্কেট থেকে বেশি দামে এলএনজি কেনা হবে কেন? ক্ষমতাসীনদের ভুলনীতির খেসারত কি জনগণের পকেট কেটে পরিশোধ করা হবে?

অন্যদিকে ভর্তুকি কমাতে ১০ টাকার চাল ১৫ টাকা দামে বিক্রি করার উদ্যোগ নিয়েছে অর্থ বিভাগ। বাজার থেকে বেশি দামে চাল কিনে বিক্রি করলে ভর্তুকির টাকা তো চাল ব্যবসায়ীদের পকেটেই যায়। সেদিকে দৃষ্টি দিয়ে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় চাল উৎপাদন, সংগ্রহ করার পথে না হেঁটে হতদরিদ্র মানুষরা যেন ১০ টাকার চাল পাওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। আবার জিডিপি অনুযায়ী, বড় শিল্প খাত শক্ত অবস্থানে রয়েছে। ফলে সুদ ভর্তুকি তাদের দেওয়া হবে নাকি ক্ষুদ্রশিল্পের জন্য সহায়তা বাড়বে, ভর্তুকি ব্যবস্থাপনাটা যৌক্তিকভাবে করা হচ্ছে কি না সে প্রশ্ন এখন তোলা জরুরি।

বাজেটকে গণতান্ত্রিক ও গণমুখী করা একটা দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার কিন্তু অংশগ্রহণমূলক করার যে বহুল প্রচারিত কথা তারও কোনো প্রতিফলন দেখা যায়নি এই বাজেটে। শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, নারী, দলিত, পাহাড় সমতলের জাতিসত্তার প্রতিনিধিদের সঙ্গে কী আলোচনা হয়েছে? ব্যবসায়ী মহলই কি একমাত্র অংশীজন যাদের সঙ্গে আলোচনা করে বাজেট প্রণীত হতে হবে? বাজেটে যার আয় যত বেশি তার কর তত বেশি এই নীতি কবে গৃহীত হবে? দ্রব্যমূল্যের চাপে পিষ্ট দরিদ্র ও মধ্যবিত্তদের জীবনে বাজেট কি নতুন আঘাত হিসেবে বিবেচিত হবে? বাজেট দেখে সেই ধারণাই প্রতিষ্ঠিত হয় যে ধনী ও উচ্চবিত্তদের সন্তুষ্টি আর দরিদ্র নিম্নবিত্তদের ওপর কর ও দরের বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার বাজেট প্রণীত হলো আবার।

অনবরত বিপর্যয়ের মুখে বিশ্ব

বিশেষ প্রতিবেদন।। অনবরত বিপর্যয়ের মুখে বিশ্ব পরিবেশ-পরিস্থিতি। মানবসভ্যতা বিধ্বংসী অনাহূত নানা সমস্যা বিশ্বের প্রতিটি আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়েছে। এর মধ্যে পৃথিবীর মানুষের জরুরি পণ্যের চাহিদা ও সরবরাহ কাজে বিপত্তি ঘটতে থাকায় টানাপড়েন সৃষ্টি হয়েছে প্রায় প্রতিটি দেশে।

অন্যান্য সংকটের কথা কিছুটা উল্লেখ করলেও জাতিসংঘ বারবার বিশ্ব খাদ্যসংকট নিয়ে সতর্কবার্তা প্রচার করে চলেছে। মানুষের মানবিক সহায়তার দেওয়ার কাজে জাতিসংঘ সব সময় উদগ্রীব। কিন্তু চহিদার তুলনায় মানবিক সাহায্য ও সহায়তার ঘাটতির মুখোমুখি হলেই সংস্থাটি বেশি অসহায়ত্ব প্রকাশ করে। আর এটি করবে না-ই বা কেন? সম্প্রতি রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ভয়াবহতায় পেশিশক্তিগুলোর মধ্যে ক্রমাগত পাস্পরিক হুমকি ও দোষারোপ করার ঘটনা বিশ্বকে একটি চরম নাজুক অবস্থার দিকে ঠেলে দিয়েছে। মে ২৪, ২০২২ তারিখে ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জাতিসংঘ কার্যালয়ের রুশ কর্মকর্তা পদত্যাগ করেছেন। ইউরোপের বহু দেশে রাশিয়ার গ্যাস-তেল, বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রয়েছে। ইউরোপের খাদ্যভান্ডার ইউক্রেনে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ইউরোপে খাদ্য সরবরাহ নিয়ে বিপাকে পড়েছেন সবাই। ব্রিটেনে জার্মানি, ফ্রান্স, হল্যান্ড, ইতালির খাদ্যসরবরাহ কমে গেছে। ফলে ব্রিটেনের বাজারে পর্যাপ্ত খাদ্যসামগ্রীর সরবরাহ না থাকায় দ্রব্যমূল্য বেড়ে গেছে। ঐতিহাসিক প্রতিটি যুদ্ধের পর পৃথিবীতে ব্রিটেন থেকেই অর্থনৈতিক মন্দা ও মহামারির উৎপত্তি হয়েছিল। সেগুলো মূলত ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও বিশ্ববাণিজ্য ঘাটতি থেকে সৃষ্ট খাদ্যাভাব থেকে উৎপত্তি লাভ করেছিল। আইরিশ পটেটো ফ্যামিইন, ব্লাকডেথ (প্লেগ), লুডিট শ্রেণির জাগরণ, সামাজিক অনাচার ইত্যাদির কথা মানুষ কখনো ভুলতে পারবে না। সেগুলো কার্যত ছিল রোমানদের সঙ্গে ব্রিটিশদের দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধের ফসল। এখন আধুনিক সভ্যতার ধ্বজাধারীদের একগুঁয়েমি মনোভাব সেই ধরনের সংকটের পুনরাবৃত্তি করার মখোমুখি করে ফেলেছে। তার প্রভাব মানুষ পেতে শুরু করেছে। পাশাপাশি ভারত, আফগানিস্তান, ব্রাজিল প্রভৃতি দেশও গম রপ্তানি বন্ধ করে দিয়েছে। এই সংবাদ চাউর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশে দেশে মজুতদাররা তৎপর হয়ে খাদ্যগুদামে তালা লাগিয়ে দিয়ে কৃত্রিম খাদ্যসংকট তৈরি করে ফেলেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পুনঃ পুনঃ টর্নেডো, ধূলিঝড়, বন্যা এমনকি ইরাকের মতো দেশে বারবার ভয়াবহ ধূলিঝড়ে ব্যাপক ফসলহানি ও জনস্বাস্থ্যের বিপর্যয় বিশ্বকে ভাবিয়ে তুলেছে। ইরাকের বহু মানুষ ধূলিঝড়ের কারণে মারাত্মক শ্বাসকষ্ট নিয়ে মানুষ ভিড় করছেন হাসপাতালে। আমাদের দেশেও প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রচণ্ড ঢেউ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কার্তিক ও চৈত্র বৈশাখ মাসের অকালবন্যায় আমাদের হাওর ও সমতল সব এলাকায় ব্যাপক ফসলহানি এক অশনি সংকেতের জানান দিচ্ছে। আসামে অধিক বৃষ্টিপাত এবং মণিপুর, মিজোরাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা প্রভৃতি এলাকায় একটানা ভারী বর্ষণের ফলে আমাদের দেশের সুরমা, কুশিয়ারা, মনু, ধলাই প্রভৃতি নদীগুলো প্রতি বছরের মতো জল ধারণ ও সাগরের দিকে প্রবাহিত করতে অপারগ হওয়ায় সিলেট বিভাগে দেখা দিয়েছে প্রবল বন্যা ও উঠতি ফসল বিনষ্টকারী জলাবদ্ধতা। হাওর সন্নিকটস্থ সুনামগঞ্জের ধর্মপাশা, শাল্লা, দিরাই; নেত্রকোরার খালিয়াজুরী, কলমাকান্দা প্রভৃতি জায়গায় পানিতে তলিয়ে গেছে পাকা ধান। এক রাতেই হঠাৎ জলে ক্ষেত তলিয়ে যাওয়ায় তারা ধানকাটার জন্য যথেষ্ট সময় পাননি। মে ২৫ তারিখেও কৃষকরা জলের নিচ থেকে পচা ধান কাটার জন্য মজুর খুঁজে পাচ্ছেন না। এমনকি জলে তলানো ধান কেটে দিলে অর্ধেক ধান মজুরকে দেওয়া হবে ঘোষণা দেবার পরও কৃষি শ্রমিকের দেখা নেই। কেউ নিজেরা ধান কাটতে পারলেও অনবরত বৃষ্টির ফলে ধান এবং খড় শুকানোর শুষ্ক জায়গা নেই। অনেক টাকা খরচ করে অধিক উৎপাদনের হাতছানি দেখলেও এখন লাভের হার শূন্য। এছাড়া এসব এলাকায় মাছের ঘেরে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। কৃষকদের লাখ লাখ টাকার মাছ ভেসে গেছে। শুধু সিলেট বিভাগে ৮ কোটি টাকার মাছ ভেসে গেছে বলে সংবাদ হয়েছে। এভাবে বারবার বন্যায় প্রধান খাদ্য ধান ও আমিষের প্রধান উৎস মাছ উধাও হলে এসব খাদ্যের উচ্চমূল্য নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। দেশের এক এলাকার খাদ্য নষ্ট হয়ে গেলে অন্য এলাকার চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। এভাবে সব জায়গায় খাদ্যদ্রব্যের ঘাটতি হলে বাজারে চাহিদা বৃদ্ধি হওয়ায় দ্রুত মূল্যস্ফীতি সৃষ্টি হচ্ছে। এক মাস পূর্বে রেস্টুরেন্টে একটি রুটি বা পরোটার দাম ছিল পাঁচ টাকা। সেটা এক লাফে ১০ টাকা হয়েছে। একটি পরোটা কোথাও ১৫ টাকা আবার কোথাও ২০ টাকায় বিক্রি করা হচ্ছে। খোলা দোকানে একটি কালাই রুটির দাম ছিল ১৫ টাকা। সেটি এক লাফে ৩০ টাকায় বিক্রি করা হচ্ছে। অজুহাত একটিই সেটা হলো বাজারে গম নেই, তাই আটা ময়দার দাম বেশি। খুচরা বিক্রেতারা সেই কথা বলছেন ভোক্তা সাধারণকে। ভোক্তারা চরম অসহায়। তারা ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণ করছেন অতিকষ্টে। কেউ কম খাচ্ছেন আবার কেউ না খেয়ে দিনাতিপাত করলেও লজ্জায় কারো কাছে সেটা প্রকাশ করতে চাইছেন না। দিনমজুর ও নিম্নআয়ের মানুষেরা এ নিয়ে চরম ভোগান্তির সম্মুখীন হয়ে নির্ভরশীল পরিবার-পরিজনসহ নিদারুণ সংকটে রয়েছেন। করোনার কারণে গত তিন বছরে সারা বিশ্বে অর্থনীতিতে ধস নেমেছে। বেকারত্ব বেড়েছে। এছাড়া জলবায়ুর চরম বিপর্যয় শুরু করেছে খাদ্যোউৎপাদনে সংকট। জলবায়ুর বিপর্যয় ঠেকাতে কোনো উদ্যোগ ঠিকভাবে কাজে লাগানো যাচ্ছে না। তার আগেই অকালে খরা, বন্যা, ফ্লাসফ্লাড, ভূমিধস ইত্যাদিতে কৃষকরা নাকাল হয়ে পড়েছে দেশে দেশে। এগুলোর মধ্যে যুদ্ধের গরম শাসানি বিশ্ববাণিজ্যে আতঙ্ক তৈরি করায় খাদ্য সরবরাহে মারাত্মক সংকট তৈরি হয়েছে। এত কিছুর মধ্যে আরেক আতঙ্ক হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে মাঙ্কি পক্স। এটা বিশ্ব জনস্বাস্থ্যের জন্য নতুন ত্রাস, আতঙ্ক। যদিও মাঙ্কি পক্স করোনার মতো ততটা ভয়াবহ নয় বলে প্রচার করা হচ্ছে। কিন্তু গরিব দেশগুলোর অর্থনীতিকে আরো পিছুটান দেওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট। মানুষ কোনোটাই আমলে নেয় না। ফলে সব রোগের জীবাণু থেকেই যায় সব জায়গায়। আর সেগুলো কিছুদিন পর পর আবার মাথাচাড়া দিয়ে মানবহত্যা বা শিকারে মেতে ওঠে নতুন রূপে। গুটি বসন্তের দিনগুলোর কথা মানুষ এখনো ভোলেনি। এই টিকার বড় চক্রকার দাগ এখনো ৪০ বছর বয়সি সব মানুষের দুই ডানায় দৃশ্যমান। গুটি বসন্ত ও যক্ষ্মার টিকার দাগের ওপর দেওয়া হয়েছে করোনার টিকা-বন্দুকের গুলি। করোনার বুস্টার ডোজের মেয়াদ আসলে কয় মাস কার্যকরী থাকবে সেটা কেউই মুখ ফুটে বলছেন না। তাই বুস্টার নেওয়ার পরও করোনা নিয়ে সংশয় রয়েছে। সেটা শেষ না হতেই আসল গুলি ছুড়তে শুরু করেছে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। আর তাতে জোগান দিচ্ছে ন্যাটো। তাই শিগগির যুদ্ধ থামার কোনো আশা নেই বলে মনে হচ্ছে। গত মাসে প্রতিবেশী দেশ শ্রীলঙ্কার অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পরও নানা জটিলতা আমাদের নানা অশনি সংকেতের ভাবনায় ফেলে দিয়েছে। যদিও সেটাকে অনেকে হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছেন কিন্তু তলে তলে তাদের অন্তরের কাঁপুনি বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও বচনে ফুটে উঠছে। এ সময় বিশ্বে যতগুলো আতঙ্ক বিরাজ করছে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় আতঙ্ক হলো খাদ্যাভাব। কারণ ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবীর সব ছন্দ হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা প্রবল। ক্ষুধার সময় টাকাওয়ালা মানুষেরা কি টাকা খাবে? নাকি সোনাদানা জমাকারীরা সেগুলো জল দিয়ে গিলে বেঁচে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করবে, সেটা হয়তো আরো বড় প্রশ্ন হিসেবে দেখা দিতে পারে। কদিন আগে সিলেটে ১০ দিনের বন্যায় বন্যার্ত এলাকার অনেক ধনী পরিবার বাড়ির দারোয়ানকে ছাদে পাহারায় রেখে নিজেরা শহরের বহুতল হোটেলে ঠাঁই নিয়েছিলেন। গরিব বন্যার্তরা সরকারি উঁচু রাস্তায় ঠাঁই নিতে গিয়ে অনেকে শুকনো জায়গা খুঁজে না পেয়ে হয়রান হয়েছেন। অর্থাৎ, বন্যার সময়ে নিরাপদ বাসস্থানের জন্য শ্রেণি সংগ্রামে লিপ্ত হবার ভিন্ন ভিন্ন চিত্র দেখা গেছে। কিন্তু বেঁচে থাকার লড়াইয়ে জীবনসংগ্রামে লিপ্ত হতে গিয়ে খাওয়ার ও জল তো সবাইকে সংগ্রহ করে খেতে হয়েছে। এজন্য হোটেলের বা বাজারের খাবার রেস্টুরেন্ট বন্ধ থাকায় ধনী-গরিব সবাইকে শুকনো খাদ্য সংগ্রহ করতে একই কাতারে দাঁড়াতে কুণ্ঠিত হতে দেখা যায়নি। ধনীদের টাকা এখানে ছিল বড় অসহায় এক উপাদান মাত্র। বন্যা আমাদের চিরায়ত নিয়তি। এ বছর চৈত্রে বন্যা হয়েছে, আগামী দিনে হয়তো বারো মাস বন্যা হবে। কারণ, বন্যানিয়ন্ত্রণ কাজে আমাদের চিরায়ত ঢিলেমি এবং যারপরনাই উদাসীনতা প্রতি বছর বন্যার ক্ষয়ক্ষতিকে আরো বেশি উসকে দেওয়ার নামান্তর মাত্র। পুনঃপুনঃ বন্যা ও ভয়াবহ নদীভাঙন থেকে কৃষি অর্থনীতিকে বাঁচাতে না পারলে আমাদের সার্বিক গণক্ষুধা সমস্যা মেটানো সম্ভব নয়। করোনা ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের সঙ্গে খাদ্যবাণিজ্যে ও খাদ্যপরিবহণে ঘাটতি দেখা দেওয়ার সঙ্গে খাদ্য-আমদানিনির্ভর দেশগুলোর মাথায় বাজ ভেঙে পড়ছে। তারা ভাবছে, বিশ্বে চরম খাদ্যাভাব তাহলে কি অত্যাসন্ন? কারণ, নিজেদের পর্যাপ্ত কৃষি উৎপাদন না থাকলে এবং খাদ্য সরবরাহে দীর্ঘকালীন অবরোধ চলতে থাকলে শুধু জমা করা অর্থ, সুদৃশ্য কংক্রিটের অবকাঠামো ও বিলাসবহুল গাড়ি তাদের পেটের ক্ষুধা মেটাতে অপারগ। বিশেষ করে, এরূপ যুদ্ধময় বিশ্ব পরিবেশে শরণার্থী সমস্যা, অর্থনৈতিক তথা খাদ্য অবরোধ কিংবা বৈরী প্রাকৃতিক পরিবেশে বিভিন্ন বিপর্যয়ের মুখে পড়লে সেটা শত ভাগ অপারগ বলে ধরে নেওয়া যায়। তাই আমাদেরকেও ভাবতে হবে যে কৃষি অর্থনীতিকে অবহেলা করে শুধু শহুরে বিলাসিতার জন্য ঘরবাড়ি-গাড়ি তৈরি বা ক্রয় করলে সেগুলো ক্ষুধার সময় কোনো কাজে তো লাগবেই না, বরং সেগুলো দ্রুত হারিয়ে দিতে পারে মানব জীবনের গতিময় ছন্দ।

অগ্নিপথের অধীনে অগ্নিবীরদের জন্য হরিয়ানায় নিশ্চিত চাকরি : খাট্টার

চণ্ডীগড়, ২১ জুন (হি.স.): অগ্নিপথ নিয়োগ প্রকল্প নিয়ে দেশজুড়ে চলা বিক্ষোভের মধ্যেই এবার হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী মনোহরলাল খাট্টার জানালেন, হরিয়ানা পুলিশে নিশ্চিত চাকরি পাবেন অগ্নিবীররা। মঙ্গলবার হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী মনোহরলাল খাট্টার জানিয়েছেন, কাজের চার বছর পর অগ্নিবীরদের চাকরির সুযোগ দেবে তাঁর সরকার। তাঁর কথায়, "ভারতীয় সেনা থেকে আসা অগ্নিবীরদের জন্য হরিয়ানায় নিশ্চিত চাকরি থাকছে। হয় তাঁরা সরকারের কোনও 'গ্রুপ সি' পোস্টে কাজ পাবেন, নয় তো থাকবে হরিয়ানা পুলিশে যোগ দেওয়ার সুযোগ। এই চাকরি নিশ্চিত।" হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রীর আরও সংযোজন, "আমার রাজ্যের যুবকদের মধ্যে দেশের সেবা করার সদিচ্ছা বিশাল। এ কারণেই দেশের সবচেয়ে বেশি সেনা হরিয়ানা রাজ্যের।" আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষ্যে এদিন সকালে যোগব্যায়াম করেন খাট্টার। পরে তিনি ঘোষণা করেছেন, 'যারা (৪ বছরের সার্ভিসের পর ফিরে আসা ৭৫ শতাংশ অগ্নিবীর) হরিয়ানা সরকারের চাকরি পেতে ইচ্ছুক, তাঁদের নিশ্চিত চাকরি দেওয়া হবে। আমাদের কাছে পুলিশের চাকরিও আছে, যা অগ্নিবীরদের দেওয়া হবে।'

ভারতে করোনা-সংক্রমণ কমে ৯,৯২৩; সক্রিয় রোগী ৭৯-হাজারের উর্ধে

নয়াদিল্লি, ২১ জুন (হি.স.): ভারতে দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা কমে ১০-হাজারের নীচে নেমে এসেছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৯ হাজার ৯২৩ জন। সোমবার সারাদিনে দেশে মৃত্যু হয়েছে ১৭ জনের ও সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৭৯,৩১৩-এ পৌঁছেছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, সোমবার সারা দিনে দেশে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৯ হাজার ৯২৩ জন। দেশে এই মুহূর্তে দৈনিক সংক্রমণের হার ২.৫৫ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৭৯,৩১৩-এ পৌঁছেছে, শেষ ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়েছে ২,৬১৩ জন। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.১৮ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন ১৩ লক্ষ ০০ হাজার ০২৪ জন প্রাপক, ফলে ভারতে মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১, ৯৬,৩২,৪৩,০০৩ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ১৭ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৫,২৪,৮৯০ জন (১.২১ শতাংশ)। সোমবার সারা দিনে ভারতে সুস্থ হয়েছেন ৭,২৯৩ জন। মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,২৭,১৫,১৯৩ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৬১ শতাংশ।

কোভিড টিকাকরণ অভিযানের আওতায় ১৯৬.৩২-কোটির বেশি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে ভারতে। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ১৩ লক্ষ ০০ হাজার ০২৪ জন প্রাপক, ফলে ভারতে মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,৯৬,৩২,৪৩,০০৩ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২০ জুন সারা দিনে ভারতে ৩,৮৮, ৬৪১ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৮৫,৮৫,২৬,৩৫৪-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ৩,৮৮,৬৪১ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৯,৯২৩ জন।

৪.৩ তীব্রতার ভূমিকম্প আন্দামানে

পোর্টব্লেয়ার, ২১ জুন (হি.স.): মৃদু তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ। মঙ্গলবার সকাল ৭.১৫ মিনিট নাগাদ ৪.৩ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে। পোর্টব্লেয়ার থেকে ১৮৩ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে, দিগলিপুর থেকে ৩৫২ কিলোমিটার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং ক্যাম্পবেল বে থেকে ৪৫২ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে ছিল ভূমিকম্পের উৎসস্থল। ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত কম ছিল।

ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমলোজি জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল ৭.১৫ মিনিট নাগাদ ৪.৩ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় লিটল আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণ-পশ্চিমে। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের ১০ কিলোমিটার গভীরে, ১০.৩৯ অক্ষাংশ এবং ৯১.৬১ দ্রাঘিমাংশ। ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত কম থাকায় ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

যোগ আধ্যাত্মিক, ধর্মীয় নয় : বাবা রামদেব

হরিদ্বার, ২১ জুন (হি.স.): অষ্টম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষ্যে হরিদ্বারের পতঞ্জলি যোগপীঠে যোগাভ্যাস করলেন যোগগুরু বাবা রামদেব। ১০ হাজারের বেশি অনুগামীদের সঙ্গে মঙ্গলবার সকাল পাঁচটা থেকে যোগব্যায়াম শুরু করেন বাবা রামদেব, যোগাভ্যাস চলে সকাল আটটা পর্যন্ত। বিশেষ যোগাসনের মাধ্যমে স্বাস্থ্যের উপকারিতা এবং বিভিন্ন অসুস্থতার নিরাময় সম্পর্কে অবহিত করা হয়। অনুষ্ঠানটি বিশ্বজুড়ে যোগ অনুসারীদের জন্য বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়েছিল। যোগগুরু বাবা রামদেব এদিন বলেছেন, 'আজাদী কা অমৃত মহোৎসব উদযাপন করছে দেশ এবং আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত শরীরকে যে কোনও অসুস্থতা থেকে মুক্ত রাখা। এ জন্য প্রতিদিন চার-পাঁচটি যোগাসন করতে হবে।' রামদেব আরও বলেছেন, 'সমস্ত ধর্মের মানুষজন নিজেদের শরীরকে সুস্থ রাখতে এবং দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা নিরাময়ের জন্য যোগব্যায়াম করেন। কিছু মানুষ যোগকে ধর্মের সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা করছেন। আমি রাহুল গান্ধী-সহ বিরোধী দলগুলির সমস্ত নেতাদের যোগব্যায়াম করার জন্য অনুরোধ করছি, কারণ এটি একটি আধ্যাত্মিক কার্যকলাপ।'

এই নিয়ে পঞ্চমবার, ফের ইডি-র দফতরে হাজিরা রাহুল গান্ধীর

নয়াদিল্লি, ২১ জুন (হি.স.): ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় আবারও এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর দফতরে হাজিরা দিলেন কংগ্রেস নেতা গান্ধী। মঙ্গলবার সকালে হাজিরা দেওয়ার পর এই নিয়ে পঞ্চমবার ইডি-র দফতরে হাজিরা দিয়েছেন রাহুল গান্ধী। এর আগে রাহুলকে ৩০ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় সোমবারও তাঁকে জেরা করা হয়েছিল। এখনও পর্যন্ত প্রায় ৪০ ঘন্টা জেরা করা হয়েছে রাহুল গান্ধীকে।

ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় আর্থিক অনিয়মের তদন্তে ইতিমধ্যেই রাহুল গান্ধীকে প্রায় ৪০ ঘন্টা জেরা করেছে ইডি। গত সপ্তাহের সোম থেকে বুধবার প্রতিদিনই রাহুলকে হাজিরা দিতে হয়েছে ইডি-র দফতরে। তাঁর মা তথা কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকায় তাঁকে কয়েকদিনের ছাড় দেওয়ার আবেদন জানান এই কংগ্রেস নেতা। সেই আবেদন মঞ্জুর হয়। সোনিয়াও হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। সোমবারের পর মঙ্গলবার রাহুলকে ফের জিজ্ঞাসাবাদ করছেন ইডি-র তদন্তকারীরা।

শিবসেনার ১০ বিধায়ককে সঙ্গে নিয়ে উধাও একনাথ

মুম্বই, ২১ জুন (হি.স.): ফের একবার সঙ্কটের মুখে মহারাষ্ট্রের কংগ্রেস, শিবসেনা ও এনসিপি জোট সরকারক। সম্প্রতি এক গুরুত্বপূর্ণ শিবসেনা নেতা তথা বিধায়কের হঠাৎই উধাও হয়ে যাওয়ার ফলে সিঁদুরে মেঘ দেখছেন অনেকেই। শুধু তিনি একা নন, তাঁর সঙ্গে প্রায় ১০ জন শিবসেনা বিধায়কেরও থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। সূত্রের খবর, শিবসেনা বিধায়ক একনাথ শিন্ডের সঙ্গে কোনওভাবেই যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। এমনকী, তিনি ১০ বিধায়ককে নিয়ে এক হোটেলে রয়েছেন এই নিয়েও কানাঘুষোও চলছে। শিন্ডে শিবসেনার একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা। থানে এলাকায় তাঁর যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। ২০১৪ সালে তিনি বিরোধী দলনেতাও ছিলেন। পরে মহা বিকাশ অগাড়ি সরকার ক্ষমতায় আসলে তাঁকে মন্ত্রীও করা হয়। তাই এহেন একজনের হঠাৎ উধাও হয়ে যাওয়ায় উদ্ধব সরকার নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। যদিও মহারাষ্ট্র সরকারের তরফে এই সকল সম্ভবনাকে ভিত্তিহীন বলে দাবি করা হয়েছে। মহারাষ্ট্রে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য ১৪৫ জন বিধায়কের সমর্থন প্রয়োজন। বর্তমানে মহা বিকাশ অগাড়ির কাছে মোট ১৬৯ বিধায়কের সমর্থন রয়েছে। একনাথ উধাও হয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে শিবসেনার নেতা সঞ্জয় রাউত বলেছেন, একনাথ শিন্ডেকে আমি খুব ভালো করে জানি। তিনি একজন প্রকৃত শিব সৈনিক। কোনও শর্ত ছাড়াই তিনি ফিরে আসবেন। আবার মহারাষ্ট্র বিজেপির রাজ্য সভাপতি চন্দ্রকান্ত পাটিল বলেছেন, সঞ্জয় রাউতের উস্কানিমূলক বক্তব্যের কারণে তাঁদের দলে সমস্যা দেখা দিয়েছে। মানুষ সহ্য করবে না - একনাথ শিন্ডের বিদ্রোহ একটি উদাহরণ। সঞ্জয় রাউতের উচিত নম্রভাবে কথা বলা। তার প্রতিটি বিষয়ে কঠোরভাবে কথা বলার দরকার নেই।

গোটা বিশ্বে শান্তির পরিবেশ তৈরি করবে যোগব্যায়াম : প্রধানমন্ত্রী

মহীশূর, ২১ জুন (হি.স.): সমগ্র বিশ্বে শান্তির পরিবেশ তৈরি করবে যোগব্যায়াম। অষ্টম আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, যোগব্যায়াম মানুষ এবং দেশকে সংযুক্ত করতে পারে এবং যোগ আমাদের সকলের সমস্যা সমাধান। মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কর্ণাটকের মহীশূরে যোগ দিবসের অনুষ্ঠানে অংশ নেন। আজাদী কা অঙ্গ হিসাবে এ বছরের যোগ দিবস একসঙ্গে দেশের ৭৫টি উল্লেখযোগ্য স্থানে পালিত হয়েছে। এদিন যোগ দিবসের অনুষ্ঠান শুরুর আগে নিজের সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, 'এই সমগ্র মহাবিশ্ব আমাদের দেহ এবং আত্মা থেকে শুরু হয়। মহাবিশ্ব আমাদের থেকে শুরু হয় এবং যোগব্যায়াম আমাদের মধ্যে থাকা সমস্ত কিছু সম্পর্কে আমাদের সচেতন করে তোলে এবং সচেতনতার অনুভূতি তৈরি করে। যোগ লক্ষ লক্ষ মানুষের মনে শান্তি আনবে। পাশাপাশি গোটা বিশ্বে শান্তির পরিবেশ তৈরি করবে। এইভাবে যোগব্যায়াম মানুষ এবং দেশকে সংযুক্ত করতে পারে এবং যোগ আমাদের সকলের সমস্যা সমাধান।'

প্রধানমন্ত্রী এদিন নিজের ভাষণে বলেছেন, 'অষ্টম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষ্যে দেশ ও বিশ্বের সমস্ত মানুষকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। যোগ দিবস উপলক্ষ্যে কর্ণাটকের সাংস্কৃতিক রাজধানী, আধ্যাত্মিকতা এবং যোগের ভূমি মহীশূরকে প্রণাম জানাচ্ছি আমি। মহীশূরের মতো ভারতের আধ্যাত্মিক কেন্দ্রগুলি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে যোগ শক্তিকে লালন-পালন করেছে, এখন সেই যোগ শক্তি বিশ্ব স্বাস্থ্যের দিকনির্দেশনা দিচ্ছে। যোগব্যায়াম এখন বিশ্বব্যাপী সহযোগিতার একটি পারস্পরিক ভিত্তি হয়ে উঠছে। যোগব্যায়াম মানুষকে সুস্থ জীবনের বিশ্বাস দিচ্ছে।' প্রধানমন্ত্রী এদিন আরও বলেছেন, 'এবার আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের থিম হল-মানবতার জন্য যোগব্যায়াম। এই থিমের মাধ্যমে সমগ্র মানবতার কাছে যোগের এই বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমি রাষ্ট্রসঙ্ঘ এবং সমস্ত দেশকে হৃদয় থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। যোগব্যায়াম আমাদের মধ্যে শান্তি নিয়ে আসে। যোগব্যায়াম আমাদের সমাজে শান্তি বয়ে আনে। যোগব্যায়াম আমাদের দেশ ও বিশ্বে শান্তি আনে এবং যোগব্যায়াম আমাদের মহাবিশ্বে শান্তি নিয়ে আসে।'

সোপোরে এনকাউন্টারে নিকেশ এক সন্ত্রাসী পুলওয়ামাতে খতম জৈশ জঙ্গি-সহ দুই

শ্রীনগর, ২১ জুন (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের দুই জেলায় পৃথক দুই এনকাউন্টারে নিকেশ হয়েছে ৩ জন সন্ত্রাসবাদী। নিহত সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে একজন জৈশ-ই-মহম্মদ জঙ্গি সংগঠনের সদস্য ছিল। উত্তর কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলার সোপোরের তুলিবাল এলাকায় সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে নিকেশ হয়েছে এক জঙ্গি। অপরদিকে, দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার তুজ্জান এলাকায় দুই জঙ্গিকে খতম করেছে বাহিনী। পুলওয়ামায় নিকেশ হয়েছে এক জৈশ জঙ্গি-সহ দুই সন্ত্রাসী। কাশ্মীর জোন পুলিশ জানিয়েছে, জঙ্গিদের গতিবিধি টের পাওয়ার পর মঙ্গলবার ভোররাতে উত্তর কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলার সোপোরের তুলিবাল এলাকায় অভিযান চালায় সুরক্ষা বাহিনী। গুলির লড়াই শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই নিকেশ হয় এক জঙ্গি। ওই এলাকায় চলছে গুলির লড়াই। অপরদিকে, পুলওয়ামা জেলার তুজ্জান এলাকাতেও মঙ্গলবার ভোররাতে অভিযান চালায় সুরক্ষা বাহিনী। সেখানে দুই জঙ্গি নিকেশ হয়েছে। কাশ্মীরের ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ (আইজিপি) বিজয় কুমার জানিয়েছেন, পুলওয়ামা এনকাউন্টারে মৃত্যু হয়েছে জৈশ জঙ্গি মজিদ নাজিরের। সাব-ইন্সপেক্টর ফারুক মীর খুনে জড়িত ছিল এই জঙ্গি।

উৎসাহের সঙ্গে যোগাভ্যাসে মাতল গোটা দেশ, যোগময় হয়ে উঠল ভারত

নয়াদিল্লি, ২১ জুন (হি.স.): উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম-উৎসাহের সঙ্গে যোগাভ্যাসে মেতে উঠল গোটা দেশ। মঙ্গলবার অষ্টম আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে "যোগময়" হয়ে উঠল গোটা ভারত। মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কর্ণাটকের মহীশূরে যোগ দিবসের অনুষ্ঠানে অংশ নেন, সেখান থেকেই দেশ তথা গোটা বিশ্বকে নেতৃত্ব দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। আজাদী কা অঙ্গ হিসাবে এ বছরের যোগ দিবস একসঙ্গে দেশের ৭৫টি উল্লেখযোগ্য স্থানে পালিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার সকালে রাষ্ট্রপতি ভবনে যোগাভ্যাস করেছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। সংসদ চত্বরে যোগাসন করেছেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। যোগাসন করেছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংও।

নয়ডা স্টেডিয়ামে যোগাভ্যাস করেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। অষ্টম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষ্যে হরিদ্বারের পতঞ্জলি যোগপীঠে যোগাভ্যাস করেছেন যোগগুরু বাবা রামদেব। ১০ হাজারের বেশি অনুগামীদের সঙ্গে মঙ্গলবার সকাল পাঁচটা থেকে যোগব্যায়াম শুরু করেন বাবা রামদেব, যোগাভ্যাস চলে সকাল আটটা পর্যন্ত। বিশেষ যোগাসনের মাধ্যমে স্বাস্থ্যের উপকারিতা এবং বিভিন্ন অসুস্থতার নিরাময় সম্পর্কে অবহিত করা হয়। ঋষিকেশে যোগাভ্যাস করেছেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। দিল্লির থ্যাগরাজ স্টেডিয়ামে যোগাভ্যাস করেছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল ও উপ-মুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া। উত্তর প্রদেশের ফতেহপুর সিক্রির পঞ্চমহলে যোগাসন করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মুখতার আব্বাস নকভি। এদিন দিল্লির লালকেল্লায় যোগব্যায়াম করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী।

দিল্লির পুরানো কিলায় যোগাসন করেন বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ মনসুখ মাণ্ডাভিয়া কেভাদিয়ায় স্ট্যাচু অফ ইউনিটিতে যোগাসন করছেন। হরিয়ানার কুরুক্ষেত্রে যোগাসন করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। বিহারের নালন্দায় যোগাসন করেন কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রী আর কে সিং।

দালালরা গ্রামের গরিব পরিবারের ভরসার জায়গায় ঢুকে পড়েছে

কলকাতা, ২১ মে (হি. স.) :"বিহার, উত্তর প্রদেশ বা অন্ধ্র প্রদেশে ট্রেনের সবকটি আগুন লাগানোর নেপথ্যে রয়েছে দালাল চক্রের পাণ্ডারা। এদের গ্রেফতার করা হয়েছে। প্রতি জেলায় একাধিক কোচিং সেন্টার এবং ততোধিক 'সৎ দালাল চক্র', যারা সৈন্য ভর্তির মাঠের ত্রিসীমানায় ঢুকতে না পারলেও গ্রামের গরিব পরিবারের ভরসার জায়গায় ঢুকে পড়েছে।"অগ্নিপথ বিতর্কে এই মন্তব্য করলেন অ্যাসোসিয়েট এন সি সি অফিসার, লেফটেন্যান্ট ডঃ রঞ্জন ব্যানার্জী। তিনি এই প্রতিবেদককে বলেন, "একজন বয়ঃসন্ধির যুবক যখন কঠোর শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার বেড়াজালে আবদ্ধ হয়, তখন তার মধ্যে একাধিক গুনের সমন্বয় ঘটে। সময়, ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র ইত্যাদির প্রতি তাঁর মূল্যবোধ গড়ে উঠে। তাঁর শরীর ও মন দুটোই স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় 'ইস্পাত ও বজ্র'-র মেলবন্ধন ঘটে।

সমাজের অন্যান্য যুবকদের থেকে এমন ব্যক্তিকে সহজেই আলাদা করে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়। ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই তা সম্ভব হয়। চতুর্দিকে নিয়োগ দুর্নীতির মাঝে গত দশ বছরের পরোক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ একটি কথা জোর দিয়ে বলা যায় যে ভারতীয় সেনাবাহিনীর নিয়োগ প্রক্রিয়া অত্যন্ত স্বচ্ছ এবং কোনও রকম উনিশ-বিশ করার সুযোগ সেখানে নেই।

একজন সুস্থ সবল যুবক বিশ লক্ষাধিক টাকা সহ ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ নিয়ে মাত্র পঁচিশ বছরের মধ্যে বৃহত্তর ভারতীয় সমাজ গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করবে এর মর্ম বুঝতে গ্রামের একটি প্রান্তিক ক্ষেতমজুর পরিবারের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক তৈরি করা আশু প্রয়োজন, যারা শুধুমাত্র একটু ভালো খাবারের আশায় এন সি সি ক্যাম্পে যাওয়ার জন্য নাম লেখায়। ভারতের যে কোনও পেশাদার পাঠ্যক্রম তাঁর প্রাপ্ত অর্থের একাংশের খরচে করে ভবিষ্যতে একজন সুনাগরিক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবেন। অন্যান্য আধা সামরিক, পুলিশ, বিপর্যয় মোকাবিলা, দমকল ইত্যাদি বাহিনীতে সংরক্ষণ তো থাকছেই।

দমদমের দমকল কেন্দ্রের সামনে চলল গুলি, রক্ষা পেলেন দমকলকর্মী

কলকাতা, ২১ জুন (হি.স.): মহানগরীর উপকণ্ঠে দমদমে, দমকল কেন্দ্রের সামনে চলল গুলি। মঙ্গলবার সকাল আটটায় দমদমের দমকল কেন্দ্রের সামনে এক দমকলকর্মীকে লক্ষ্য করে গুলি চালান এক যুবক। অল্পের জন্য গুলিটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় বেঁচে যান ওই দমকলকর্মী। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে একটি গুলির খোল উদ্ধার করেছে। গুলি চালিয়ে চম্পট দুষ্কৃতীর।

পুলিশ সূত্রের খবর, মঙ্গলবার সকাল আটটা নাগাদ বাইকে দমকল কেন্দ্রে ঢুকছিলেন দমকলকর্মী স্নেহাশিস রায়। দমকল কেন্দ্রে ঢোকার সময় এক যুবক তাঁকে ডাকে। তিনি বাইক থেকে নেমে তাঁর দিকে এগিয়ে যাওয়ার পরই গুলি চালিয়ে দেন ওই যুবক। স্নেহাশিস লাফিয়ে সরে যাওয়ায় গুলিটি তাঁর গায়ে লাগেনি। খবর পাওয়ার পর ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ, উদ্ধার হয়েছে একটি গুলির খোল।

স্নেহাশিস জানিয়েছেন, ক'দিন আগে রাস্তায় এক যুবকের সঙ্গে তাঁর ধাক্কা লেগেছিল। সেই সময় কিছু বিতণ্ডাও হয়েছিল। সেই যুবকই মঙ্গলবার সকালে দমকল কেন্দ্রের সামনে এসে স্নেহাশিসের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। স্নেহাশিস অফিসে ঢুকতেই তিনি ডাকেন এবং বলেন, সে দিনের ঝগড়ার জন্য সর্বসমক্ষে ক্ষমা চাইতে চান। স্নেহাশিস এগিয়ে আসতেই পকেট থেকে বন্দুক বের করে এক রাউন্ড গুলি চালিয়ে দেন বলে অভিযোগ। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

দিল্লি-এনসিআর ফের বৃষ্টিতে ভিজল

নয়াদিল্লি, ২১ জুন (হি.স.): ফের বৃষ্টিতে ভিজল রাজধানী দিল্লি। বৃষ্টি হয়েছে জাতীয় রাজধানীর বিভিন্ন অঞ্চলেও। শুধু দিল্লি-এনসিআর নয়, মঙ্গলবার সকালে বৃষ্টি হয়েছে উত্তর প্রদেশেও। তবে, হালকা বৃষ্টি হয়েছে এদিন দিল্লি ও উত্তর প্রদেশে। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, মঙ্গলবার দিল্লির আকাশ মূলত মেঘলা থাকবে এবং হালকা বৃষ্টি হবে মঙ্গলবার জাতীয় রাজধানীতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৪.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে তিন ডিগ্রি কম। আবহাওয়া দফতরের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, সকাল ৮.৩০ মিনিট নাগাদ আপেক্ষিক আর্দতা ছিল ৭১ শতাংশ। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াস হতে পারে। মঙ্গলবার সকালের বৃষ্টিতে খানিকটা স্বস্তি পেয়েছেন দিল্লি-এনসিআর ও উত্তর প্রদেশ। মনোরম হয়ে উঠেছে আবহাওয়া।

মহীশূরের প্রাসাদ গ্রাউন্ডে যোগাভ্যাস প্রধানমন্ত্রীর বললেন সমাজে শান্তি বয়ে আনে যোগব্যায়াম

মহীশূর, ২১ জুন (হি.স.): অষ্টম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষ্যে কর্ণাটকের মহীশূরের প্রাসাদ গ্রাউন্ডে যোগাভ্যাস করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মহীশূরের প্রাসাদ গ্রাউন্ড থেকেই দেশ তথা সমগ্র বিশ্বকে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের নেতৃত্ব দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। যোগের গুরুত্ব সকলের সামনে তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, সমাজে শান্তি বয়ে আনে যোগব্যায়াম। প্রধানমন্ত্রী আশা ব্যক্ত করে বলেছেন, যোগের এই অনাদি যাত্রা এভাবেই ভবিষ্যতে চলতে থাকবে।

অষ্টম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার অনেক সকালেই মহীশূর প্রাসাদ গ্রাউন্ডে পৌঁছে যান প্রধানমন্ত্রী, উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল ও কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী বাসভরাজ বোম্মাই। যোগাভ্যাসের প্রাক্কালে এদিন বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী এদিন নিজের ভাষণে বলেছেন, 'অষ্টম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষ্যে দেশ ও বিশ্বের সমস্ত মানুষকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। যোগ দিবস উপলক্ষ্যে কর্ণাটকের সাংস্কৃতিক রাজধানী, আধ্যাত্মিকতা এবং যোগের ভূমি মহীশূরকে প্রণাম জানাচ্ছি আমি। মহীশূরের মতো ভারতের আধ্যাত্মিক কেন্দ্রগুলি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে যোগ শক্তিকে লালন-পালন করেছে, এখন সেই যোগ শক্তি বিশ্ব স্বাস্থ্যের দিকনির্দেশনা দিচ্ছে। যোগব্যায়াম এখন বিশ্বব্যাপী সহযোগিতার একটি পারস্পরিক ভিত্তি হয়ে উঠছে। যোগব্যায়াম মানুষকে সুস্থ জীবনের বিশ্বাস দিচ্ছে।'

প্রধানমন্ত্রী এদিন আরও বলেছেন, 'এবার আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের থিম হল-মানবতার জন্য যোগব্যায়াম। এই থিমের মাধ্যমে সমগ্র মানবতার কাছে যোগের এই বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমি রাষ্ট্রসঙ্ঘ এবং সমস্ত দেশকে হৃদয় থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। যোগব্যায়াম আমাদের মধ্যে শান্তি নিয়ে আসে। যোগব্যায়াম আমাদের সমাজে শান্তি বয়ে আনে। যোগব্যায়াম আমাদের দেশ ও বিশ্বে শান্তি আনে এবং যোগব্যায়াম আমাদের মহাবিশ্বে শান্তি নিয়ে আসে।' প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'যোগের এই অনাদি যাত্রা এভাবেই ভবিষ্যতে চলতে থাকবে।' বক্তব্য শেষে যোগাভ্যাস করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এখান থেকেই দেশ তথা সমগ্র বিশ্বকে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি।

কিছুটা স্বস্তি, তা সত্ত্বেও ডুয়ার্সে প্লাবিত বহু এলাকা, ফুঁসছে নদী

জলপাইগুড়ি, ২১ জুন (হি. স.) : উত্তরবঙ্গে ডুয়ার্সে নদী সংলগ্ন যে সমস্ত কৃষিজমি রয়েছে, সেগুলো জলের তলায় চলে গিয়েছে। তবে মঙ্গলবার সকাল থেকে নতুন করে বৃষ্টি না-হওয়ায় জল নামতে শুরু করেছে নদী থেকে। ফের যদি আরেকবার ডুয়ার্স এবং পাহাড়ে বৃষ্টি শুরু হয়, তবে পরিস্থিতি ভয়ানক হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ, এখনও ফুঁসছে বিভিন্ন নদী।

মাঝে একদিনের সামান্য বিরতি। ফের শুরু মুষলধারে বৃষ্টি। রবিবার রাত থেকে লাগাতার বৃষ্টিপাতে ফুলেফেঁপে ওঠে ডুয়ার্সের বিভিন্ন নদী। পাহাড়ে বৃষ্টিপাতের ফলে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন নদীতে জারি হয়েছে হলুদ এবং লাল সতর্কতা। মালবাজারের মাল পার্কের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত শঙ্খিনী ঝোরা প্লাবিত করেছে সমগ্র মাল পার্ক। নদীর জলে প্লাবিত হয়েছে পার্কের বিস্তীর্ণ এলাকা সহ নার্সারির অংশ। বহু মূল্যবান গাছ এবং গাছের চারার এখন জলের তলায়।

সোমবার দুপুর থেকে অবিরাম বৃষ্টিপাতের ফলে হঠাৎ করে নদীর জল বেড়ে যায়। নদীতে জল বেড়ে যাওয়ায় দ্রুত পার্কের ভিতর থেকে বের করে দেওয়া হয় সাধারণ মানুষকে। ইতিমধ্যেই পার্কের ভিতরে থাকে খরগোশ এবং পাখিদের সুরক্ষিত রাখার জন্য আলাদা করে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে মাল পার্ক কর্তৃপক্ষ। সোমবার রাতের বৃষ্টিতে প্রবল জলোচ্ছ্বাস দেখা গিয়েছে মেটেলি ব্লকের মাথাচুলকা সংলগ্ন কুর্তি নদীতে। নদী উপচে জল ঢুকে পড়েছে একটি রিসোর্টে। রিসোর্টের বাগান দিয়ে প্রবল স্রোতে বইছে জল। একইভাবে সোমবার বিকেল থেকে বৃষ্টির জেরে মেটেলি ব্লকের বিভিন্ন এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। ব্লকের বিভিন্ন নদীতেও ভাঙন হচ্ছে। ব্লকের আইভিল চা বাগানের যাতায়াতের কয়েকটি কালভার্টও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। চালসার স্কুলপাড়া, ডিইসি পাড়ার বহু বাড়ি জলমগ্ন। কুর্তি নদীর জল ঢুকে মিঠাইধুরা এলাকার বহু বাড়ি জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। শালবাড়ি এলাকায় নেওড়া নদীর প্রবল ভাঙন তৈরি হয়েছে। মাথাচুলকা ও দক্ষিণ ধূপঝোরা এলাকার বেশ কয়েকটি বেসরকারি রিসোর্টও জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। পর্যটকদের নিরাপদ স্থানে চলে যেতে বলা হয়েছে।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

দুপুরে ও রাতে খাওয়ার পর যে ৭টি কাজ কখনই করা যাবে না

মানুষ সাধারণত দুই বেলা ভারী খাবার খেয়ে থাকেন দুপুর ও রাতে। এ দুই বেলার খাবার থেকে যথাযথ পুষ্টি পায় শরীর। তবে কিছু বাজে অভ্যাসের কারণে অনেক সময় এ পুষ্টির ভারসাম্য ঠিক রাখা যায় না। যেমন ধরুন, আহারের পরে কয়েকটি বিষয় মেনে চলা উচিত। এর ব্যত্যয় ঘটলে শরীরে নানা ধরনের জটিলতা দেখা দিতে পারে। তাই কয়েকটি অভ্যাস এড়িয়ে চলতে হবে। এতে যেমন পুষ্টির ভারসাম্য ঠিক থাকবে, তেমনি শরীরও সুস্থ থাকবে।

ভারী খাবারের পরে ফল খাওয়া যাবে না। এতে এসিডের পরিমাণ বেড়ে যায়। খাওয়ার পর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। এরপর ফল খেতে পারেন। এতে শরীর সুস্থ থাকবে আহারের পর শোয়া উচিত নয়। এতে শরীরে মেদ জমে। এমনকি শরীরে বড় ধরনের সমস্যাও দেখা দিতে পারে

খাওয়ার পর স্নান করা যাবে না। এমনটি করলে শরীরে রক্তের চাপ বেড়ে যায়। এতে পাকস্থলীর হজমক্ষমতা কমে যেতে পারে

খাবারের পর ধূমপান করা উচিত নয়। দিনের অন্যান্য সময় ধূমপান করলে যে পরিমাণ ক্ষতি হয়, খাবার খাওয়ার পর এর ক্ষতির মাত্রা দ্বিগুণ হয়ে যায়

খাওয়ার পরে ব্যায়াম করা ঠিক নয়। এতে শরীরের ক্ষতি হয়। এ কারণে খাওয়ার পরে শরীরে অতিরিক্ত চাপ দেওয়া ঠিক নয়

খালি পেটে চা-জাতীয় কিছু খাওয়া ঠিক নয়, এটা আমরা সবাই জানি। ঠিক তেমনি খাওয়ার পরেও চা পান করা উচিত নয়। অন্তত আধঘণ্টা পর চা খেতে পারেন

খাওয়ার পরেই বই পড়া উচিত নয়, কারণ খাবার খাওয়ার পর তা হজম হওয়ার জন্য পেটে রক্তপ্রবাহ বেড়ে যায়। কিন্তু এ সময় বই পড়া শুরু করলে রক্তপ্রবাহ পেটের দিকে না গিয়ে কিছুটা চোখ ও মস্তিষ্কের দিকে যেতে শুরু করে। ফলে খাবারটা ঠিকমতো হজম হয় না।

এখন আপনার শরীরে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা বাড়াতে সাহায্য করবে এই ফলের বিচি

জাতীয় ফল কাঁঠালের পুষ্টিগুণের কথা সবারই কম বেশি জানা আছে। এতে ভিটামিন বি, পটাশিয়ামের মতো নানা ধরনের পুষ্টি উপাদান রয়েছে। কাঁঠালের মতো এর বীজেরও রয়েছে নানান গুণ।

গবেষণা বলছে,কাঁঠালের বীজ বা বিচি খেলে শরীরের অনেক উপকার হয়। এতে থাকা থিয়ামিন, রাইবোফ্লেবিন নামের একটি উপাদান দেহে শক্তির ঘাটতি দূর করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

চোখ, ত্বক এবং চুলও সজীব রাখে। এছাড়া এতে অল্প পরিমাণে খনিজ যেমন-জিঙ্ক, আয়রণ, ক্যালসিয়াম, কপার, পটাশিয়াম এবং ম্যাগনেশিয়াম রয়েছে। মুখের বলিরেখা দূর করার জন্য কাঁঠালের বিচি বেশ কার্যকরী ভূমিকা পালন করে থাকে। এ জন্য কাঁঠালের বিচি বেটে ঠান্ডা দুধের সঙ্গে মিশিয়ে মুখে লাগাতে পারেন। এতে মুখের বলিরেখা অনেকটাই দূর হবে। ত্বকের লাবণ্য বাড়বে। দুধ, কাঁঠালের বীজের পেস্টের সঙ্গে মধু মিশিয়ে লাগালেও ত্বকের লাবণ্যতা বাড়বে।

উচ্চ মানের প্রোটিন এবং আরও অনেক পুষ্টি থাকায় কাঁঠালের বীজ মানসিক চাপ কমাতেও সাহায্য করে। সেই সঙ্গে নানা ধরনের ত্বকের সমস্যা কমায়। কাঁঠালের বিচির তৈরি পেস্ট ত্বকের আর্দতা বজায় রাখে এবং চুলের স্বাস্থ্য ঠিক রাখে।কাঁঠালের বীজে থাকা আয়রন শরীরে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা বাড়াতে সাহায্য করে। এতে অ্যানিমিয়ার আশঙ্কা কমে। এ ছাড়া আয়রন মস্তিষ্ক এবং হৃদপিন্ড সুস্থ,সবল রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

ভিটামিন এ''র ভালো উত হওয়ায় কাঁঠালের বীজ চোখ ভালো রাখতে সাহায্য করে। সেই সঙ্গে চুলের স্বাস্থ্যও ঠিক রাখে। কাঁঠালের বিচিতে থাকা ফাইবার কোষ্ঠ্যকাঠিন্যের সমস্যাকে দূর করে। সেই সঙ্গে কোলোনের কর্মক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়।

কাঁঠালের বীজে থাকা প্রোটিন মাংস পেশী গঠনে সাহায্য করে।

বাঙালির ভুরিভোজে স্পেশাল রান্না

রবিবার বাঙালির ভুরিভোজে স্পেশাল রান্না থাকবেই। ইলিশ, চিংড়ি, চিকেন বা মটন। যে কোনও একটি দিয়ে স্পেশাল রান্না হবেই। রবিবার স্পেশাল (ছন্ড্রত্মথা ছদ্মত্রত্থন) খাবার না হলে বাঙালির মন ভাল থাকে না। খাদরসিকদের আবার চাই হরেককিসিমের পদ।

লাঞ্চ বা ডিনার, যে কোনও একটি সম জিভের স্বাদে বদল আনা চাই-ই চাই। চিংড়ির মালাইকারি, মালাই পনির, মাছের ক্রিমি কালিয়ার মত এমন খাবার চেখে দেখছেন। চিকেন সালনা, অন্ধ্র চিকেন কারি, চিকেন কারি, চিকেন ভিন্দালু, টমেটো চিকেন কারি এবং বাটার চিকেন- এক স্বাদের চিকেনের রেসিপি খেতে কার ভাল লাগে? এদিকে গরমের মাত্রা কমার নয়। তাই মশলাদার রান্না করে খাওয়ার ইচ্ছেটাও মরে গিয়েছে। তাহলে উপায়? ভিন্ন স্বাদের চিকেনের রেসিপি রবিবাসরীয় দুপুরকে জমিয়ে দিতে পারে। আজকের রেসিপি চিকেন মালাই কারি।

চিকেন মালাইকারি বা মুর্গ মালাইওয়ালা হল উত্তরভারতের একটি জনপ্রিয় সুস্বাদু চিকেনের একটি রেসিপি। দই, ক্রিম ও ভারতীয় মশলারা নিজস্ব ঝাঁঝে এই রান্না করা হয়। রবিবারের দুপুরে এই চিকেনের পদটি জিভে এনে দিতে পারে রাজকীয় স্বাদ। কীভাবে বানাবেন, কী কী উপকরণ লাগবে, তা জেনে নিন এখানে

উপকরণ

চিকেন, টক দই, পেঁয়াজ কুচি, নারকেল কোড়া, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কার গুঁড়ো, কাশ্মীরি লাল লঙ্কার গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, আদা বাটা, রসুন বাটা, গোটা বা ভাঙা কাজু, তেজপাতা, গোটা জিরে, ছোট এলাচ, বড় এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি,, পরিমাণ মত নুন, তেল

পদ্ধতি

প্রথমে চিকেন ভাল করে ধুয়ে টুকরোগুলোর মধ্যে ছুরি দিয়ে চিরে দিতে হবে। যাতে মশলাগুলো চিকেনের ভিতরে প্রবেশ করতে পারে। হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কার গুঁড়ো, কাশ্মীরি লাল লঙ্কার গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, আদা বাটা, রসুন বাটা আর পরিমাণ মত নুন ও ২ চামচ টক দই দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে নিন। এবার তাতে চিকেনের টুকরোগুলো দিয়ে ভাল করে মাখিয়ে ৩০ মিনিটের জন্য ম্যারিনেট করে রাখুন। অন্যদিকে, একটা মিক্সিং জারে হাফ কাপ নারকেল কোরা আর সঙ্গে ভাঙা কাজু নিয়ে একটা পেস্ট তৈরি করে রাখুন। এবার কড়ায় সরষের তেল দিয়েই প্রথমে গোটা জিরে আর তেজপাতা, ছোট এলাচ, বড় এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি ফোড়ন দিয়ে কিছুক্ষণ নেড়েচেড়ে নিন। এরপর তাতে ছোট ছোট কুচি করা পেঁয়াজ দিয়ে মিডিয়াম আঁচে ভেজে নিন। ম্যারিনেট করা চিকেন কড়ায় দিয়ে কষতে থাকুন। বাকি থাকা ম্যারিনেট মশলাও কড়ায় দিয়ে ভাল করে কষাতে থাকুন।

তেল ছাড়তে শুরু করলে কাজু-নারকেলের পেস্ট কড়ায় দিয়ে নেড়েচেড়ে ভাল করে মিশিয়ে নিন। প্রয়োজনমত নুন ও সামান্য চিনি দেবেন। কড়ায় দুধ আর কাঁচালঙ্কা দিয়ে ফুটতে দিতে হবে। ১০-১৫ মিনিট ঢাকনা দিয়ে মিডিয়াম আঁচে রান্না করুন। তন্দুরি রুটি, নান, ফুলকা, তাওয়া পরাঠা, গার্লিক নান, তন্দুরি রোটি, মিসির রোটি, গরম ভাত,বিরিয়ানি, জিরা রাইস বা হালকা মশলাযুক্ত পোলাওয়ের সঙ্গে পরিবেশন করতে পারেন। মুর্গ মালাইওয়ালা যে কোন ভারতীয় ডিশের সঙ্গেই মানানসই।

কী ভাবে পনির ফ্রিজে রাখলে টাটকা থাকবে দীর্ঘদিন ?

বিশ্বজুড়েই জনপ্রিয় পনির। পনির বাটার মশলা, পনির দোঁ-পেঁয়াজা এই সব বদ কিন্তু দেশের বাইরেও বেশ সমাদৃত। ভারতীয় পরিবারে নিরামিষ উপাদানের মধ্যেই ধরা হয় বনিরকে। নিরামিষ কোনও পদ রান্না করা হলে সেখানে পনির থাকবেই। দুধ থেকে তৈরি হয় পনির। আর তাই পনিরের একাধিক স্বাস্থ্য উপকারিতাও রয়েছে।

পনিরের থেকেও প্রচুর পরিমাণ ক্যালশিয়াম পাওয়া যায়। এছাড়াও খনিজ, ভিটামিন এসব তো রয়েইছে। সাধারণত বাড়িতেই দুধ থেকে বানিয়ে নেওয়া হয় পনির, তাছাড়া দোকানেও পাওয়া যায়। পনির রান্না করাও বেশ সহজ। তবে পনির বেশিদিন ফ্রিজে রাখলেই শক্ত হয়ে যায়। দুধের তৈরি বলে তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যাওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। অনেক সময় ফ্রিজ থেকে পনির বের করতে গিয়ে দেখা গেল তাতে একরকম গন্ধ এসেছে। সঙ্গে চিটচিটও করছে। এরকম সমস্যায় কী করবেন, দাম দিয়ে কেনা জিনিস সহজে তো আর ফেলে দেওয়া যায় না। তাই রইল কিছু টিপস। দীর্ঘদিন তরতাজা কীভাবে রাখবেন ঞ্ঝখদ্র্রত্রত্র‍? জেনে নিন এই কয়েকটি টিপস

নরম কাপড় পনির দীর্ঘদিন ফ্রিজে তরতাজা রাখতে চাইলে একটি নরম সুতির কাপড়ের মধ্যে ঞ্ঝখদ্র্রত্রত্র‍ ভালো করে মুড়ে ফেলুন। খুব শক্ত করে মুড়বেন না। তারপর তা ফ্রিজে ঢুকিয়ে রাখুন। তবে, খেয়াল রাখবেন প্রয়োজন ছাড়া কাপড়ে মোড়া ওই ঞ্ঝখদ্র্রত্রত্র‍ বেশিক্ষণ ফ্রিজের বাইরে রাখবেন না।

ঢাকনা দেওয়া পাত্র

নরম সুতির কাপড় যদি হাতের কাছে না থাকে, তাহলে একটি ঢাকনা দেওয়া পাত্র নিন। এবার তার মধ্যে জল ঢালুন। ওই জলের মধ্যে পনির (ঞ্ঝখদ্র্রত্রত্র‍)দিয়ে দিন। ভালো করে তা ঢেকে ফ্রিজে ঢুকিয়ে দিন। ওই পাত্রে রাখা জলের মাধ্যমেই আপনার পনির দীর্ঘদিন টাটকা থাকবে।

প্যাকেট করা পনির

প্যাকেট করা পনির যদি থাকে তা সতেজ রাখার জন্য প্যাকেট থেকে বের না করেই ফ্রিজে ঢুকিয়ে দিন। রান্না করার আধঘন্টা আগে তা ফ্রিজ থেকে বের করে নিন। তারপর তা ছোট ছোট আকারে কেটে রান্না করুন। বা অধেক পনির কেটে নিয়ে রান্না করে বাকিটা ভাল করে মুড়ে ওই প্লাস্টিকের মধ্যেই রাখুন।

পাতলা প্লাস্টিকে মুড়ে রাখুন

পাতলা প্লাস্টিকেও পনির মুড়ে সংরক্ষণ করতে পারেন। তাতেও দেখবেন বেশ কিছুদিন টাটকা থাকবে। তবে রান্না করার আগে ছোট ছোট আকারে কেটে তা চাইলে একটু ইষদুষ্ণ গরম জলে দিতে পারেন। তাহলে পনির আরও নরম হবে।

ছত্রাক জন্মালেই বাদ

পনিরের গায়ে সামান্য ছত্রাক জন্মালেই তা যে বাতিল করতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। সাধারণ ক্ষেত্রে ছত্রাক জন্মানো অংশটি বাদ দিলেই চলে। তবে নিজের শরীর আর মন বুঝে খাবেন। ইচ্ছে না করলে খাবেন না।

বড় প্যাকেট না কিনে ছোট কিনুন

একটি বড় প্যাকেট না কিনে, অনেকগুলি ছোট প্যাকেট কিনে রাখুন। তা হলেই কিন্তু সমস্যা অনেকটা কমে যাবে।প্রয়োজনে লুজ কিনুন। এতে নষ্ট কম হবে। বাসিও খাওয়া হবে না।

সারাক্ষণ খাই খাই ভাব নিয়ন্ত্রণ করবেন যেসব উপায়ে

বেঁচে থাকার জন্য আমাদের খাবার খাওয়া প্রয়োজন। আর সুস্থভাবে বাঁচতে আমাদের পুষ্টিকর ও পরিমিত খাবার খাওয়া জরুরি। তবে আমাদের মধ্যে এমন অনেকেই আছেন, যাদের পেট ভরা থাকলেও খাই খাই ভাব যায় না। মূলত যারা খাওয়ার ব্যাপারে বেশি সচেতন, খাদ্যরসিক কিংবা ডায়েট করে তাদের ক্ষেত্রে এই সমস্য বেশি হয়।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দিনে এক হাজার ক্যালোরির কম খেলে এই সমস্যা দেখা দেয়। এজন্য দরকার নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম মেনে চলা। যা আপনার এই খাই খাই ভাব কিংবা ফুড ক্রেভিং নিয়ন্ত্রণে রাখবে। চলুন তবে জেনে নেয়া যাক সে নিয়মগুলো-

গ্গ্ন যারা কম ঘুমান এবং ক্লান্ত বোধ করেন তাদের খাই খাই ভাব বেশি হয়। যেহেতু তাদের শরীর ক্লান্ত থাকে তাই সব সময় সক্রিয় থাকতে শরীরের কিছু খাবারের প্রয়োজন হয়। তাই প্রত্যেক দিন ৭ থেকে ৮ ঘন্টা ঘুমানো জরুরি। সাধারণত দৈনন্দিন জীবনে কোনো চাপের মধ্যে থাকলে আমাদের চকলেট অথবা মিষ্টি জাতীয় খাবারের প্রতি আসক্তি হয়। আর সেটাই আমাদের নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। হাঁটতে হবে, ব্যায়াম করতে হবে। এছাড়া কোনো বন্ধুর সঙ্গে কথা বলা, সিনেমা দেখার মাধ্যমে আপনার চিন্তা কমাতে পারেন।

গ্গ্ন বেশি ক্ষুধা লাগলে উচ্চ ক্যালোরি সম্পন্ন ভাজা বা প্রসেস ফুডের আসক্তি বাড়ে। কাজেই ক্ষুধা মাত্রা ছাড়ানোর আগেই স্বাস্থ্যকর খাবার খেয়ে নিন। কখন কী খাবেন তার মোটামুটি একটা প্ল্যান রেডি করে রাখুন। খাবারে যেন পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রোটিন থাকে। ওবেসিটি জার্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, খাবারের মোট ক্যালোরির ২৫ শতাংশ প্রোটিন থেকে আসলে ভুলভাল খাবার খাওয়ার প্রবণতা প্রায় ৬০ শতাংশ কমে যায়। আমাদের মস্তিষ্ক অনেক সময়ই বুঝতে পারে না যে আমাদের খিদে লাগছে কি না। আপনি যখনই ক্ষুধার্ত বোধ করবেন এক গ্লাস জল খেয়ে নিন। স্বাভাবিকভাবে জল খেলে খিদে কমে যাবে। এরপর কিছুক্ষণ পর আপনি খাবার খাওয়া শুরু করুন এতে করে আপনার খাওয়া কম হবে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে খেজুর

ফ্রুকটোজ এবং গ্লাইসেমিক সমৃদ্ধ অতি পরিচিত ও সহজলভ্য ফল খেজুর। আর সহজলভ্য বলেই এর উপকারীতা সম্পর্কে আমরা হয়তো অনেকেই জানি না। কারণে বেশিরভাগ সময়েই দেখা যায় যে জিনিস সহজেই পাওয়া যায় তার থেকে যা দুর্মূল্য বা দামী তার পুষ্টিগুণ বা চাহিদা তুলনামূলক অনেক বেশি থাকে। এটা রক্তে শর্করার পরিমাণ বাড়ায়।

খেজুর ফলকে চিনির বিকল্প হিসেবে ধরা হয়ে থাকে। খেজুর শক্তি বা এ্যানার্জীর একটি ভালো উত। তাই খেজুর খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শরীরের ক্লান্তিভাব দূর হয়। এতে আছে প্রচুর ভিটামিন বি সিক্স যা মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক। জেনে নেওয়া যাক এই ফলের পুষ্টিগুণ সম্বন্ধে।

খেজুরের পুষ্টি উপাদান সম্পর্কে সাধারণত পুষ্টিবিদদের মত, চারটি বা ৩০ গ্রাম পরিমাণ খেজুরে থাকে ৯০ ক্যালোরি, এক গ্রাম প্রোটিন, ১৩ মি.লি. গ্রাম ক্যালসিয়াম, ২ দশমিক ৮ গ্রাম ফাইবার। এছাড়াও খেজুরের রয়েছে আরও অনেক পুষ্টি উপাদান। তবে পুষ্টিবিদদের মতে, ফলের রকমফেরের ভিন্নতাজনিত কারণে গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ এবং সুক্রোজের ন্যায় বিভিন্ন উপাদানের মাত্রা নির্ভরশীল। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে প্রধানত মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ এশিয়ার কিয়দাংশে জনসাধারণের কাছে খেজুর অতি পরিচিত একটি ফল। সম্ভবত প্রাচীনকাল থেকেই মেসোপটেমিয়া থেকে প্রাগৈতিহাসিক মিশরের অধিবাসীরা খ্রিস্ট-পূর্ব ৪০০০ বছর থেকে এ গাছের গুণাগুন সম্পর্কে অবগত। প্রতি ১০০ গ্রাম পরিষ্কার ও তাজা খেজুরে ভিটামিন-সি রয়েছে যা থেকে ২৩০ ক্যালরী (৯৬০ জুল) শক্তি উতাদন করে। খেজুরে স্বল্প পরিমাণে জল থাকে যা শুকানো অবস্থায় তেমন প্রভাব ফেলে না। কিন্তু এ প্রক্রিয়ার ফলে সঞ্চিত ভিটামিন সি খাদ্য উপাদান নষ্ট হয়ে যায়। খেজুরে প্রচুর পরিমাণে পুষ্টিগুণ রয়েছে। পটাসিয়াম উপাদান রোগীর পথ্যের জন্যে বিশাল উপযোগী ও এর ক্ষেত্র হিসেবে খেজুর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পাকা খেজুরে প্রায় ৮০ শর্করা জাতীয় উপাদান রয়েছে।

তামার পাত্রে জল খেলে কী কী উপকার পাবেন ?

প্রাচীনকালে খাওয়ার জল সংরক্ষণ করা হত তামার পাত্রে। দূষণমুক্তিই ছিল এর মূল উদ্দেশ্য। বর্তমানে আমরা ফিল্টার, পিউরিফায়ার ইত্যাদি ব্যবহার করি জল বিশুদ্ধকরণে। তামার পাত্রে জল সংরক্ষণের কথা আমরা চিন্তাই করতে পারি না। কিন্তু আয়ুর্বেদ বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, শুধু জল সংরক্ষণের কথা চিন্তা করে তামার পাত্র ব্যবহার করা হলেও আসলে এর রয়েছে অনেক উপকারিতা। তামারপাত্রে জল রাখলে জলে থাকা সব ধরণের জীবাণু ও ব্যাকটেরিয়া নষ্ট হয়ে যায়। জল হয়ে ওঠে প্রাকৃতিকভাবেই বিশুদ্ধ। আর তামারপাত্রে সারারাত বা কমপক্ষে চার ঘণ্টা জল রাখলে তামার কিছু গুণাগুণ জলে চলে যায়। তামা হলো মানবদেহের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় একটি মিনারেল। এটা মানুষের শরীরে তৈরি হয় না, খাবার থেকে গ্রহণ করতে হয়। সামুদ্রিক খাবার, পূর্ণ শস্য, ডাল, বাদাম শস্য, চকলেট, সিরিয়াল, আলু, মটরশুটি ও সবুজ পাতাওয়ালা সবজি হলো তামার ভালো উত। জেনে নেওয়া যাক, তামার পাত্রে জল রাখলে কী কী লাভ- পরিপাক ক্রিয়ায় সহায়তা তামায় এমন কিছু উপাদান রয়েছে যা শরীরের ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়াকে মেরে ফেলে এবং পাকিস্থলির প্রদাহ কমায়। এতে করে সহজেই মুক্তি পাওয়া যায় আলসার, বদহজম ও সংক্রমণ থেকে। এটা শরীর থেকে টক্সিন বের করে দেয়, খাবারের পুষ্টি যথাযথভাবে শরীরে শোষণে সহায়তা করে এবং লিভার ও কিডনির কার্যক্রম ঠিক রাখে।

ওজন কমাতে সহায়তা দ্রুত ওজন কমাতে নিয়মিত তামার পাত্রে সংরক্ষিত জল পানের অভ্যাস করুন। এটা শরীরে মজুদ চর্বি ভেঙে তা যথাযথ কাজে লাগাতে সহায়তা করে।

ক্ষত সারাতে সহায়তা শরীরের যে কোনো ধরনের ক্ষত দ্রুত সারাতে সহায়তা করে তামা। শুধু শরীরের বাইরের ক্ষত নয় অভ্যন্তরীণ ক্ষতও (বিশেষ করে পাকস্থলির) এটা সারিয়ে দেয়। একইসঙ্গে এটা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং নতুন কোষ গঠনে সহায়তা করে। বার্ধক্যের ছাপ বিলম্বিত করতে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে চেহারায় পড়া বিভিন্ন ভাঁজ নিয়ে আমাদের চিন্তার শেষ নেই। অ্যান্টি অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ হওয়ায় ও কোষ গঠনের সহায়তা করায় তামার পাত্রে জল পানে এটা রোধ করা সম্ভব। রোগ প্রতিরোধে বর্তমানে সারাবিশ্বের লোকজন যেসব অসুখে বেশি ভোগে হৃদরোগ তার মধ্যে অন্যতম। তামা এ রোগ নিরাময়ে সহায়তা করে। আমেরিকান ক্যান্সার সোসাইটির মতে, এটা রক্তচাপ ও হৃদস্পন্দন নিয়ন্ত্রণ এবং রক্তের খারাপ কোলস্টেরলের ও ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা কম রাখতেও সহায়তা করে। একইসঙ্গে ক্যান্সার মোকাবেলায়ও এটা সহায়তা করে। ব্যাকটেরিয়াকে নষ্ট করতে ব্যাকটেরিয়াকে মেরে ফেলতে এর জুড়ি নেই। ই.কয়েল এবং এস.অরিয়াস নামের প্রকৃতিতে পাওয়া দুটি ব্যাকটেরিয়া যা আমাদের বিভিন্ন রোগের জন্য দায়ী তার বিরুদ্ধে ভালো কাজ করে তামা। থাইরয়েড গ্ল্যান্ড নিয়ন্ত্রণে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, বর্তমানে থাইরয়েডের সমস্যা বাড়ার অন্যতম কারণ হলো শরীরে তামার পরিমাণ কম থাকা। শরীরে থাইরয়েডের মাত্রা প্রয়োজনের চেয়ে কম বা বেশি- দুটাই ঘটতে পারে একই কারণে। অস্থিসন্ধির ব্যথা দূর করতে তামায় অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি উপাদান রয়েছে যা আর্থাইটিস ও রিউমাটয়েড আর্থাইটিসের মতো অসুখে সৃষ্ট হাড়ের জয়েন্টে ব্যথা কমাতে সহায়তা করে। এছাড়াও হাড়ের স্বাস্থ্য ভালো রাখতেও এটা সহায়তা করে। ত্বক ভালো রাখতে শলীরে মেলানিনের প্রধান উপাদান হলো তামা। আমাদের চোখ, চুল ও ত্বকের রং নির্ধারণ করে থাকে মেলানিন। এছাড়া তামা নতুন কোষ গঠনে সহায়তা করে। এতে আমাদের ত্বক থাকে কোমল। রক্তস্বল্পতা মোকাবেলায় শরীরের চলমান অধিকাংশ কার্যক্রমে তামার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এটা যে শুধু কোষ গঠনেই সহায়তা করে তা নয়। আয়রন শোষণেও এটা সহায়তা করে। এতে দূর হয় রক্তস্বল্পতা।

মেহেদির সাজ

মেহেদির নকশায় প্রকাশ পায় উৎসবের আনন্দমডেল: মিলা, মেহেদি কৃতজ্ঞতা: নেহায মেহেন্দি ডিজাইনস, ছবি: কবির হোসেন

বাড়িতে হাতে বেটে মেহেদি লাগানোর চল এখন আর নেই। হাত রাঙানোর জন্য মেহেদির কোনই এখন ভরসা। উপলক্ষ যা-ই হোক না কেন, মেহেদির লাল নকশা প্রকাশ করে আনন্দ। এখনো ঈদের আগের রাত মেহেদির জন্য বরাদ্দ। করোনা-পরবর্তী সময়ে এবার একটু জমকালোভাবেই পালন করা হবে ঈদ। এক লাইন, কবজি কিংবা কনুই পর্যন্ত মেহেদিতে নানা নকশার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হবে উৎসবমুখর পরিবেশ।

কোন মেহেদি দিয়েই নকশা দেওয়া হয় মূলতমডেল: মিলা, মেহেদি কৃতজ্ঞতা: নেহায মেহেন্দি ডিজাইনস, ছবি: কবির হোসেন

কিশোরী ও তরুণীদের পাশাপাশি অনেক শিশুও মেহেদি দিয়ে থাকে। ছোটদের হাতে মেহেদির নকশা হতে হবে ছিমছাম, গোছানো। মেহেদি লাগানোর আগে ত্বকের জন্য তা উপযুক্ত কি না, এই বিষয়ে জেনে নেওয়াটাও জরুরি, জানালেন মেহেদিশিল্পী জান্নাতুল ফেরদৌস।

বাজারে দুই ধরনের মেহেদি পাওয়া যাচ্ছেইনস্ট্যান্ট ও প্রাকৃতিক বা অর্গানিক। ইনস্ট্যান্ট মেহেদি ব্যবহারের আগে ভালোভাবে বুঝে নিন, ত্বকে ক্ষতি হওয়ার কোনো আশঙ্কা আছে কি না। ইনস্ট্যান্ট মেহেদিতে ৫ থেকে ১০ মিনিটে রং আসে এবং প্রতি ধোয়াতে রং কমতে থাকে। আর পাতার পাউডার থেকে তৈরি হয় সম্পূর্ণ অর্গানিক মেহেদি। অর্গানিক মেহেদিতে রং গাঢ় হয় ধীরে ধীরে, রং আসতে সময় লাগে ২৪ থেকে ৩৬ ঘণ্টা। এই মেহেদিতে রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার থাকে না, তাই ত্বকের জন্য ক্ষতিকর নয়। ঈদ, বিয়েসহ যেকোনো উৎসবে অর্গানিক মেহেদি ব্যবহার করতে পারলে ভালো।

রং আসতে সময় লাগে ২৪ থেকে ৩৬ ঘণ্টামডেল: মিলা, মেহেদি কৃতজ্ঞতা: নেহায মেহেন্দি ডিজাইনস, ছবি: কবির হোসেন

রূপবিশেষজ্ঞ শারমিন কচি বললেন, এই রং স্থায়ী হয় বেশি দিন। মেহেদিপাতার রস ত্বকের কোষগুলোকেও সতেজ রাখে। ফলে চামড়া মরে উঠে যায় না। ৮ থেকে ১০ দিনের আগে অর্গানিক মেহেদির রং ফ্যাকাশে হয় না। রং উঠে যাওয়ার পরও ত্বকের সজীবতা ধরে রাখে। যাঁদের ত্বক সংবেদনশীল এবং অ্যালার্জির সমস্যা আছে, তাঁদের জন্য অর্গানিক মেহেদি ব্যবহার করা ভালো। অন্যদিকে ইনস্ট্যান্ট মেহেদিতে ক্ষতির পরিমাণ বেশি। তাই এটা ব্যবহার না করা ভালো।

এই ঈদে ঘন ও মোটা কারুকাজের সঙ্গে অ্যারাবিক, মন্ডালা প্যাটার্ন বা ফুলের নকশায় দেখা যাবে দারুণ সব কাজ। পাতার নকশার সঙ্গে ক্যালিগ্রাফি, চরকা, কলকা, ময়ূর, জ্যামিতিক মোটিফসহ নানা নামের নকশা করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন পেশাদার মেহেদি নকশাকাররা। তরুণীদের আগ্রহ কবজির নিচ থেকে বৃত্তাকারে প্যাঁচানো নকশা। অনেকের আবার যেকোনো একটি আঙুল ধরে পছন্দমতো বাড়িয়ে কবজি পর্যন্ত নকশা পছন্দ।

মেহেদি দেওয়ার আগে

মেহেদি হাতে দিয়ে রাখতে হবে অনেকক্ষনমডেল: মিলা, মেহেদি কৃতজ্ঞতা: নেহায মেহেন্দি ডিজাইনস, ছবি: কবির হোসেন

মেহেদি লাগানোর আগে ভারী কোনো খাবার কিংবা পানীয় পান থেকে বিরত থাকুন। মেহেদি লাগানোর আগে হাত ভালোভাবে পরিষ্কার করে শুকিয়ে নিন। মলম, ক্রিম ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন। নকশাকারকে দিয়ে নকশা করাতে চাইলে নিজের পছন্দ সম্পর্কে তাঁকে স্পষ্ট ধারণা দিন। মেহেদি লাগানোর সময় টিস্যু, হালকা সুতি কাপড়, টুথপিক বা আলপিন সঙ্গে রাখুন। হাতে ওয়াক্স করার কমপক্ষে এক দিন পর মেহেদি লাগানো ভালো। মেহেদি দেওয়ার সময় সতর্ক থাকুন, যেন অতিরিক্ত নড়াচড়ার কারণে মেহেদির নকশা নষ্ট না হয়ে যায়।

মেহেদি দেওয়ার পরে

মেহেদি দেওয়ার পর শুকনা নকশার ওপর লেবু, চিনির ঘন সিরাপ ব্যবহার করতে পারেন। এতে রং গাঢ় হবে এবং শুষ্কতা থেকে হাত রক্ষা পাবে। এ ক্ষেত্রে লেবু, চিনির ঘন সিরাপটি তুলা দিয়ে আলতো করে চেপে চেপে দিন। খেয়াল রাখবেন, যাতে পুরো নকশায় রসটি ভালোভাবে লাগে এবং নকশাটি উঠে না যায়। ৮ থেকে ১০টি লবঙ্গ ঘিতে পুড়িয়ে হাতে ভাপ নিলেও রং গাঢ় এবং স্থায়ী হয়।

মেহেদি তুলে ফেলার পর

অর্গানিক মেহেদি বাড়িতেও বানাতে পারবেনমডেল: মিলা, মেহেদি কৃতজ্ঞতা: নেহায মেহেন্দি ডিজাইনস, ছবি: কবির হোসেন

হাত থেকে মেহেদি তুলে শুকনা হাতে শর্ষের তেল বা ভিক্স ব্যবহার করলে রং গাঢ় হয়। অর্গানিক মেহেদির ক্ষেত্রে ২৪ ঘণ্টা হাতে পানি না লাগানোই ভালো। কারণ, পানির কারণে রং হালকা হয়। ইনস্ট্যান্ট মেহেদি দেওয়ার পর অবশ্যই ভালোভাবে ঘষে হাত পরিষ্কার করবেন। খেয়াল রাখুন, যেন রাসায়নিক মেহেদি দেওয়া হাতে লেগে না থাকে। তাড়াতাড়ি রং উঠিয়ে ফেলতে চাইলে হাতের ওই অংশটুকুতে পেস্ট লাগিয়ে শুকানোর পর ঘষে তুলে ফেলুন। সঙ্গে লেবু বা কাঁচা হলুদ দিয়েও ঘষে নিতে পারেন। তবে খেয়াল রাখতে হবে, মাত্রাতিরিক্ত যেন না হয়ে যায়। এতে ত্বকের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

বাসায় তৈরি করে নিতে পারেন

এই ঈদে চাইলে নিজেই বাসায় মেহেদি বানিয়ে নিতে পারেন। সে ক্ষেত্রে ভালো মানের মেহেদিগুঁড়া, এসেনশিয়াল অয়েল, লেবু ও চিনি মিশিয়ে নিজেই মেহেদির পেস্ট বানিয়ে ফেলতে পারবেন। পছন্দমতো নকশা করে নিন এবং উৎসবকে রাঙিয়ে তুলুন।

একনাথকে প্রকৃত শিব সৈনিক বললেন রাউত, সঞ্জয়কে তোপ চন্দ্রকান্তের

মুম্বই, ২১ জুন (হি.স.) : শিবসেনার যে নেতার জন্য সঙ্কটের মুখে মহারাষ্ট্র সরকার, সেই একনাথ শিন্ডে-কে প্রকৃত শিব সৈনিক বললেন শিবসেনার নেতার সঞ্জয় রাউত। মঙ্গলবার সঞ্জয় রাউত বলেছেন, 'একনাথ শিন্ডেকে আমি খুব ভালো করে জানি। তিনি একজন প্রকৃত শিব সৈনিক। কোনও শর্ত ছাড়াই তিনি আবার ফিরে আসবেন।' সঞ্জয় রাউত এদিন সকালে জানান, শিবসেনার কয়েকজন বিধায়ক ও একনাথ শিন্ডে-র খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। মহারাষ্ট্র সরকারের পতনের চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু, বিজেপিকে মনে রাখতে হবে যে রাজস্থান অথবা মধ্যপ্রদেশের থেকে খুব আলাদা মহারাষ্ট্র।এদিকে, সঞ্জয় রাউতের বিরুদ্ধে তোপ দেগে মহারাষ্ট্র বিজেপির রাজ্য সভাপতি চন্দ্রকান্ত পাটিল বলেছেন, সঞ্জয় রাউতের উস্কানিমূলক বক্তব্যের কারণে তাঁদের দলে সমস্যা দেখা দিয়েছে। মানুষ সহ্য করবে না - একনাথ শিন্ডের বিদ্রোহ একটি উদাহরণ। সঞ্জয় রাউতের উচিত নম্রভাবে কথা বলা। তার প্রতিটি বিষয়ে কঠোরভাবে কথা বলার দরকার নেই। একনাথ শিন্ডে ও কয়েকজন বিধায়ক উধাও হয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে চন্দ্রকান্ত বলেছেন, আমরা গোটা ঘটনার দিকে নজর রাখছি। এখনই কোনও কিছু বলা ঠিক হবে না। আমরা সমস্ত পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছি।'

আরও এক "ভুয়ো" চিকিৎসক গ্রেফতার নরেন্দ্রপুরে

নরেন্দ্রপুর, ২১ জুন (হি. স.) : প্রকাশ্যে এল আরও এক "ভুয়ো" চিকিৎসক! এবার নরেন্দ্রপুর থানা এলাকা থেকে গ্রেফতার হল তাঁকে। দীর্ঘদিন ধরেই ওই চিকিৎসক চেম্বার খুলে পসরা বসিয়েছিলেন। তিনি অন্য চিকিৎসকের রেজিস্ট্রেশন নম্বর নকল করে চেম্বার খুলে রোগী দেখছিলেন বলে অভিযোগ।

সূত্রের খবর, মদের নেশা-ই ডেকে আনল বিপদ! সাতসকালেই নেশাগ্রস্ত অবস্থায় রোগী দেখতে বসেন। আর রোগী দেখতে গিয়ে রোগী ও তাঁদের আত্মীয়দের অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করেন। যা নিয়ে গণ্ডগোলের সূত্রপাত। তারপর সেই ঘটনার জেরে পুলিশ ডাকতেই চিকিৎসকের আসল রূপ প্রকাশ্যে আসে। ওই হাতুড়ে চিকিৎসক শুধু রোগী দেখা নয়, অন্য চিকিৎসকের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ভাঁড়িয়ে ডেথ সার্টিফিকেটও দিতেন।পুলিশ জানায়, চিকিৎসকের পরিচয় দেওয়া ধৃত ব্যক্তির নাম অশোক মণ্ডল। নরেন্দ্রপুর থানা এলাকার লস্করপুর এলাকায় তিনি একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে লাইফ ক্লিনিক নামে একটি চেম্বার খুলেছিলেন। আলিপুরদুয়ারের চিকিৎসক মোহিত কুমার সাঁতরার রেজিস্ট্রেশন নম্বর জাল করে তিনি চিকিৎসা করছিলেন বলে অভিযোগ। মঙ্গলবার সকালে লাইফ ক্লিনিক চেম্বারে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বসে রোগীর চিকিৎসা করার সময় অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করছিলেন বলে অভিযোগ। এলাকাবাসীর অভিযোগের ভিত্তিতে অশোক মণ্ডলকে গ্রেফতার করে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ।

চেম্বারে সমস্ত ধরনেরই রোগী দেখতেন তিনি। অশোক মণ্ডল যে "ভুয়ো" চিকিৎসক তা টের পাননি বলে জানিয়েছেন ওই বাড়ির মালকিন কবিতা দাস। তিনি বলেন, 'লকডাউনের সময় আমার বাড়ি ভাড়া নিয়ে চেম্বার খোলে অশোক মণ্ডল। নিজেকে ডাক্তার পরিচয় দিয়ে রেজিস্ট্রেশন নম্বরও দেখিয়েছিলেন। টানা তিনবছর ধরে এখানে তিনি রোগীর চিকিৎসা করছিলেন। মঝে-মধ্যে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় চেম্বারে বসতেন এবং গালিগালাজ করতেন। তবে তাঁর চিকিৎসায় কখনও কারও কোনও ক্ষতির খবর জানা যায়নি।'

নিখোঁজ শিন্ডেকে দলনেতার পদ থেকে সরাল শিবসেনা

মুম্বই, ২১ জুন (হি.স.): শিবসেনার """"নিখোঁজ"""" নেতা একনাথ শিন্ডেকে মহারাষ্ট্র বিধানসভার দলনেতার পদ থেকে সরিয়ে দিল শিবসেনা। শিন্ডের স্থানে নয়া দলনেতা হয়েছেন অজয় চৌধুরী। বিধানপরিষদ নির্বাচনে শাসক জোট 'মহা বিকাশ অঘাড়ি' (শিবসেনার পাশাপাশি এনসিপি এবং কংগ্রেস যে জোটের শরিক)-র অপ্রত্যাশিত ধাক্কার পরে শিবসেনার প্রায় ১০ জন বিধায়ক-সহ শিন্ডে বেপাত্তা। বিজেপির সমর্থনে তিনি মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরের কুর্সির দিকে হাত বাড়াতে পারেন বলে রাজনৈতিক মহলের খবর। কংগ্রেসের পাঁচ বিধায়কেরও খোঁজ মিলছে না বলে মঙ্গলবার দুপুরে জানা গিয়েছে।দলনেতার পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার পরই টুইটারে খোঁজ মিলল একনাথ শিন্ডের। টুইট করে তিনি জানিয়েছেন, আমরা বালাসাহেবের কট্টর শিব সৈনিক। বালাসাহেব আমাদের হিন্দুত্ব শিখিয়েছেন। আমরা বালাসাহেবের চিন্তাধারা এবং আনন্দ দীঘে সাহেবের শিক্ষার জন্য ক্ষমতার জন্য প্রতারণা করিনি এবং করব না। মহারাষ্ট্র বিজেপির রাজ্য সভাপতি চন্দ্রকান্ত পাটিল বলেছেন, এখনও পর্যন্ত বিজেপি অথবা একনাথ শিন্ডের পক্ষ থেকে সরকার গঠনের বিষয়ে কোনও প্রস্তাব আসেনি তবে রাজনীতিতে যে কোনও সময় কিছু ঘটতে পারে। চন্দ্রকান্ত আরও বলেছেন, এখন কিছু বলা খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে, আমরা এখন অপেক্ষা করছি এবং পরিস্থিতির উপর নজর রাখছি। একনাথ শিন্ডে সরকার গঠনের জন্য বিজেপির কাছে প্রস্তাব পাঠাননি অথবা বিজেপি তাকে কোনও প্রস্তাব পাঠায়নি।

আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে শুভেচ্ছাবার্তা ক্রীড়াবিদদের

মুম্বই, ২১ জুন (হি. স.) : মঙ্গলবার ২১ জুন গোটা দেশ জুড়ে পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। আর এই যোগা দিবসের শুভেচ্ছাবার্তা জানালেন প্রাক্তন ভারতীয় ক্রীড়াবিদরা।আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে ইশান্ত তার ভক্তদের জীবনে ভারসাম্য তৈরি করার আহ্বান জানিয়েছেন। ইশান্ত টুইটে লিখেছেন, "এখানে নমনীয়তা, শক্তি এবং বৃদ্ধি! এই যোগ দিবসে, আসুন জীবনে একটি ভারসাম্য তৈরি করার প্রতিশ্রুতি নিই। এখনই সময় নিজেদেরকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য একটি পদক্ষেপ নেওয়ার।"

অন্যদিকে, হরভজন বলেন, "যোগা খুবই শান্তিপূর্ণ এবং আরামদায়ক হতে পারে। ইন্টারন্যাশনাল যোগ দিবস উপলক্ষে আমি সবাইকে শারীরিকভাবে ফিট এবং মানসিকভাবে শক্তিশালী রাখতে যোগ অনুশীলন করার আহ্বান জানাচ্ছি।"

প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক মিতালি রাজ টুইটারে লেখেন, "একটি সুখী আত্মা একটি সুস্থ দেহে থাকে এবং যোগব্যায়াম আমাদের উভয়ই অর্জন করতে সহায়তা করে। আপনাদের সকলকে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের শুভেচ্ছা।"

বোর্ড অফ কন্টোল ফর ক্রিকেট ইন ইন্ডিয়া সেক্রেটারি জয় শাহ বলেছেন, "সবাইকে ৭তম যোগ দিবস উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। যেহেতু এই বছরের থিম হল 'সুস্থতার জন্য যোগ', এবং ফোকাস হল শারীরিক, মানসিক সুস্থতার জন্য আসুন আমরা সবাই যোগব্যায়াম অনুশীলন করার অঙ্গীকার করি।"

ভারতের মহিলা হকি অধিনায়ক রানি রামপাল হিন্দিতে লিখেছেন, "সুস্থ এবং সুখী জীবনের জন্য, আপনার শরীর, মন এবং আত্মাকে একত্রিত করুন। "

২০১৪ সালে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ অধিবেশনে এর সূচনা হওয়ার পর ২০১৫ সালে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তার ২০১৪ সালের রাষ্ট্রসংঘের ভাষণে ২১ জুন তারিখের প্রস্তাব করেছিলেন। 'মানবতার জন্য যোগ' হল ২০২২ সালের আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের থিম।

নিয়ম ভেঙে বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরার 'শাস্তি', শোকজ জেলা প্রশাসনের

দক্ষিণ ২৪ পরগণা, ২১ জুন (হি স)। বর্ষার সময় ইলিশের চাষ করার সময়। যার কারণে নদীতে বা সমুদ্রে এই সময় প্রচুর ইলিশ ঢোকে। ভালো ইলিশ পেতে বেশ কিছুটা সময় পেরিয়ে যেতে হবে মৎস্যজীবীদের। কিন্তু সেই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করায় আটটি ট্রলারকে শোকজ করা হল।

১৪ জুন পর্যন্ত সমুদ্রের মাছ ধরতে যাওয়া নিয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। ১৫ জুন থেকে সেই নিষেধাজ্ঞা উঠেছে। কিন্তু অভিযোগ উঠেছে নিষেধাজ্ঞা চলাকালীন বেশ কয়েকটি ট্রলার সমুদ্রে গিয়েছিল। সেই অভিযোগে ৮টি ট্রলার মালিককে শোকজ করল প্রশাসন। উপকূলরক্ষী বাহিনীর তরফে অভিযোগ করা হয়েছে যে সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ১৫ জুন এর আগেই আট চলার আটটি ট্রলার মাছ ধরার জন্য বেরিয়ে পড়ে। এমনকি অভিযোগ উঠেছে, তারা বাংলাদেশের জলসীমায় ঢুকে পড়েছিল। যার কারণে সমস্যায় পড়ে ভারত সরকার। এডিএ মেরিন ডায়মন্ড হারবারের তরফে অভিযোগ পাওয়ার পর আটটি ট্রলারকে রাতারাতি শোকজ করা হয়। আগামী ২৪ জুনের মধ্যে তাদের লিখিত জবাব দেওয়ার কথা জানানো হয়েছে।

বাঁকুড়ায় পালিত হল বিশ্ব যোগ দিবস

বাঁকুড়া, ২১ জুন (হি. স.) : বাঁকুড়া জেলা জুড়ে মহাসমারোহে পালিত হল বিশ্ব যোগদিবস।বিভিন্ন ক্লাব, সংগঠন মঙ্গলবার যোগ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।শুশুনিয়া পাহাড়ের চূড়া থেকে শুরু করে কলেজ ক্যাম্পাসে, ব্যয়ামাগারে আয়োজন করা হয় যোগাসনের। এদিন সকালে গোপীনাথপুর অরবিন্দ ব্যয়ামাগারে এক অনুষ্ঠানে কচিকাঁচা থেকে বয়স্করা যোগ অনুশীলনে অংশ নেন।এছাড়াও পতঞ্জলি যোগ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, অনুশীলন সমিতি, সারদামনি মহিলা কলেজ, বাঁকুড়া খ্রীস্টান কলেজ সহ বিভিন্ন সংস্থা যোগ অনুশীলনের আয়োজন করে।কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ডঃসুভাষ সরকারও এদিন যোগ অনুশীলনে অংশ নেন।অপরদিকে এক্সপ্লোরেশন নেচার একাডেমি শুশুনিয়া পাহাড়ে যোগানুষ্ঠানের আয়োজন করে।বিকালে এক অনুষ্ঠানে গোপীনাথপুর ছয় চাতুর ষোলআনা কমিটির উদ্যোগে যোগ প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করা হয়।

করোনায় আক্রান্ত গুলাম নবি আজাদ

নয়াদিল্লি, ২১ জুন (হি.স.): কংগ্রেস শিবিরে করোনা-আক্রান্ত হওয়ার তালিকা ক্রমেই দীর্ঘ হচ্ছে। এবার করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা গুলাম নবি আজাদ। মঙ্গলবার জম্মু-কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী গুলাম নবি আজাদ নিজেই টুইট করে জানিয়েছেব, আমি করোনায় আক্রান্ত হয়েছি এবং বাড়িতেই নিভৃতবাসে রয়েছি। সূত্রের খবর, আজাদের শরীরে মৃদু উপসর্গ রয়েছে।এর আগে করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন কংগ্রেসের সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী। সুস্থ হয়ে সোমবারই বাড়ি ফিরেছেব সোনিয়া। কংগ্রেস শিবিরে বিগত কিছু দিন আরও কয়েকজন কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন। এবার সেই তালিকায় নতুন সংযোজন গুলাম নবি আজাদ। আপাতত বাড়িতেই নিভৃতবাসে রয়েছেন তিনি। মেনে চলছেন চিকিৎসকদের পরামর্শ।

চাঙ্গা শেয়ার বাজার, মঙ্গলে উঠল সূচক

মুম্বই, ২১ জুন (হি. স.) : চাঙ্গা শেয়ার বাজার। মঙ্গলবার বাজার খুলতেই সূচক অনেকটাই উঠল। বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক ৪৩৮.৪৮ পয়েন্ট বেড়ে দাঁড়ায় ৫২, ০৩৬.৩২ পয়েন্টে। অন্যদিকে, নিফটির সূচক ১৩৯.৩৫ পয়েন্ট বেড়ে দাঁড়ায় ১৫, ৪৮৯. ৫০পয়েন্টে।

এদিন যে সব সংস্থার শেয়ার লাভের মুখ দেখেছে সেই সব সংস্থাগুলির মধ্যে রয়েছে টাইটান, ডক্টর রেড্ডি, টাটা স্টিল, স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, এনটিপিসি। অন্যদিকে, ক্ষতির মুখ দেখতে হয়েছে হিন্দুস্তান ইউনিলিভার, কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক, ভারতী এয়ারটেলের মত সংস্থাকে। বাজার আপাতত চাঙ্গা থাকায় বিনিয়োগকারীরা কিছুটা হলেও স্বস্তিতে। মঙ্গলবার সূচকের উত্থানে দালালস্ট্রিটে কিছুটা হলেও স্বস্তি।

করোনা আক্রান্ত অশ্বিন, রয়েছেন নিভৃতবাসে

মুম্বই, ২১ জুন (হি. স.) : করোনায় আক্রান্ত হওয়ায় প্রথম দফার টিমের সঙ্গে ইংল্যান্ড যেতে পারেননি ভারতীয় অফস্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন। মৃদু উপসর্গ থাকায় রয়েছেন নিভৃতবাসে।

জুলাইয়ের ১ তারিখেই এজবাস্টন টেস্ট। সেই টেস্টে অশ্বিন আদৌ খেলতে পারবেন কিনা, তা কিনা এখনও ধোঁয়াশা রয়েছে। বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী, বাড়ি থেকে বিদেশ সফরে রওনা দেওয়ার আগে সমস্ত ক্রিকেটারের আরটি পিসিআর টেস্ট বাধ্যতামূলক। সেই টেস্টেই পজিটিভ ধরা পড়েন তারকা স্পিনার। চেন্নাইয়ে হোম আইসোলেশনে রয়েছেন তিনি।দু'দফায় ইংল্যান্ড সফরের উদ্দেশ্যেরওনা হয়েছে ভারতীয় টিম। প্রথমে বিরাট কোহলি, মহম্মদ সিরাজ, মহম্মদ শামিরা চলে যান। রোহিত শর্মা যান দু'একদিন পর। দ্বিতীয় দফার টিমটা আবার আজই বেঙ্গালুরু থেকে ইংল্যালন্ডের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল। করোনা আক্রান্ত অশ্বিন এখনও যাননি ইংল্যান্ডে।

অগ্নিপথ প্রকল্পের রেজিস্ট্রেশন শুরু ২৪ জুন

নয়াদিল্লি, ২১ জুন (হি.স.): অগ্নিপথ নিয়োগ প্রকল্প নিয়ে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ অনেকটাই থেমেছে, চাপা উত্তেজনা অবশ্য এখনও রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আগামী ২৪ জুন, শুক্রবার থেকে ভারতীয় বায়ুসেনায় শুরু হচ্ছে অগ্নিপথ নিয়োগ যোজনার জন্য রেজিস্ট্রেশন। রেজিস্ট্রেশন শেষ হবে আগামী মাসের ৫ জুলাই। অনলাইন পরীক্ষা শুরু হবে ২৪ জুলাই থেকে।মঙ্গলবার ভারতীয় বায়ুসেনার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অগ্নিপথ নিয়োগ যোজনার জন্য রেজিস্ট্রেশন শুরু হবে আগামী ২৪ জুন থেকে, রেজিস্ট্রেশন শেষ হবে ৫ জুলাই। অনলাইন পরীক্ষা শুরু হবে ২৪ জুলাই থেকে। পরীক্ষার্থীদের বিশদ তথ্যের জন্য -এই ওয়েবসাইটে যেতে বলা হয়েছে ভারতীয় বায়ুসেনার পক্ষ থেকে।

পর পর দুটি মেয়ে, সদ্যোজাত তৃতীয় কালো কন্যাকে খুন করল বাবা

বাদুড়িয়া, ২১ জুন (হি. স.) : সদ্যোজাত তৃতীয় কন্যার গায়ের রঙ কালো। কন্যা সন্তানের বাবা। তার ওপরে আগে রয়েছে আরও দুই কন্যা। সহ্য করতে না পেরে ১ দিনের শিশু কন্যাকে শ্বাসরোধ করে খুন করল বাবা।

মঙ্গলবার এমনটাই অভিযোগ উঠল বছর ৪০-এর রুহুল আমিন সরদারের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে বসিরহাটের বাদুড়িয়া থানা পশ্চিম নাটুরিয়া গ্রামে।২টি কন্যা সন্তান আছে তার। বাড়ির চাপে তৃতীয় বারের জন্য সন্তান নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন ওই দম্পতি। ইচ্ছে ছিল পুত্র সন্তানের। কিন্তু সোমবার রুদ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে তৃতীয় বারের জন্য কন্যা সন্তানের জন্ম দেন রুহুলস্মর স্ত্রী।

শিশুর গায়ের রঙ ফর্সা না হওয়ায় বিষয়টি ভালো চোখে দেখননি রাহুল ও তাঁর পরিবার। এদিন সকালে রুহুলের স্ত্রী কিছুক্ষণের জন্য ঘর থেকে বাইরে বের হন। সেই সুযোগেই নিজের ১ দিনের ঘুমন্ত শিশু কন্যাকে শ্বাসরোধ করে খুন করে। বাচ্চাটির কান্নার আওয়াজ শুনেই ছুটে গিয়ে রুহুলের স্ত্রী দেখেন শিশুটির নিথর দেহ পড়ে রয়েছে। এর পরেই গৃহবধূর চিৎকারে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে শিশুকন্যাকে রুদ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালের নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করে। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা গ্রামে। বাদুড়িয়া থানার পুলিশ পৌঁছোয় ঘটনাস্থলে।রুহুলকে আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখায় নাটুরিয়া গ্রামের লোকজন। পরে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেয় স্থানীয়রা। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। মৃত শিশুকন্যার মা ও স্থানীয় গ্রামবাসীরা রুহুল আমিনের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে বাদুড়িয়া থানার পুলিশ।

মগরাহাটে বাইক দুর্ঘটনায় নিহত ২, গুরুতর জখম ১

মগরাহাট, ২১ জুন (হি. স.) : মোটর বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দুই বাইক আরোহীর। ঘটনায় আরও এক বাইক আরোহী গুরুতর জখম। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিন ২৪ পরগনার মগরাহাট থানার শনির মোড় এলাকায়। নিহতদের নাম নীলাঞ্জন মণ্ডল(২২) ও তুফান মণ্ডল(২৭)। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়ে ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সৌমিত্র মণ্ডল নামে আরও এক বাইক আরোহী।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, দক্ষিন ২৪ পরগনার ফলতা থানার দুর্বাহাটের তিন যুবক সোমবার সন্ধ্যায় হোটরে একটি জন্মদিনের অনুষ্ঠানে যান। জন্মদিনের অনুষ্ঠান শেষে মঙ্গলবার সকালে বাইকে চেপে ফেরার পথে মগরাহাট থানার শনির মোড়ে উল্টো দিক থেকে আসা একটি মালবাহী গাড়ির সাথে তাঁদের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দুজনের। পরে মগরাহাট থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে। অন্যদিকে, ঘটনায় আশঙ্কাজনক গুরুতর জখম অবস্থায় ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতালে সৌমিত্র মন্ডলকে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করে পুলিশ। দুর্ঘটনায় দুই যুবকের মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে দুর্বাহাট গ্রামে। গোটা ঘটনা কিভাবে ঘটল সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে মগরাহাট থানার পুলিশ। অন্যদিকে মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ।

সরকারি জলাশয় বুঝিয়ে দখলের অভিযোগ তালদিতে

ক্যানিং, ২১ জুন (হি.স.) : দক্ষিণ ২৪ পরগণার ক্যানিং বারুইপুর রোড সংলগ্ন রাজাপুর মোড়ের কাছে সরকারি খাল বুঝিয়ে দখলদারি চলছে বলে অভিযোগ। স্থানীয় কয়েকজন শাসক দলের নেতাদের মদতেই এই খাল বন্ধ করে সরকারি সরকারি জমি দখল করার অভিযোগ রয়েছে। শাসকদলের লোকজন একাজ করছে বলে ভয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন স্থানীয়রা।

বর্ষাকালে প্রতি বছরই নিকাশি সমস্যায় ভুগতে হয় ক্যানিংয়ের বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষকে। দিনের পর দিন এই সমস্যা আরও বাড়ছে। এর মূল কারণ রাস্তার পাশের সরকারি খাল দখল করে বেআইনি নির্মাণ। এই নির্মাণই জল নিকাশির পথে প্রধান বাধা। ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক হিসেবে শপথ নিয়েই এ বিষয়ে সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেন পরেশ। গত রবিবারও একটি সরকারি রাস্তার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এ বিষয়ে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। কোনভাবেই তাঁর বিধানসভা এলাকায় সরকারি খাল, জলাশয় বন্ধ করে বেআইনি দখল, নির্মাণ করা যাবে না বলেই জানিয়েছেন তিনি। পরেশ বলেন, " ক্যানিংয়ের অবস্থা ভয়ঙ্কর। সরকারি খাল দখল করে নিকাশি বন্ধ করা যাবে না। এটা চলতে থাকলে ক্যানিংবাসীকে ভুগতে হবে। যেখানে এই ধরনের সরকারি খাল বা জলাশয় বন্ধ করা হবে, তার বিরুদ্ধে পুলিশ প্রসাশনকে ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রশাসনকে আরও কড়া হতে হবে।"একদিকে যখন বিধায়ক এই হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন তখন অন্যদিকে তালদি গ্রাম পঞ্চায়েতের রাজাপুর সংলগ্ন এলাকায় ক্যানিং বারুইপুর রোডের পাশে প্রকাশ্য দিবালোকেই চলছে সরকারি খাল, জলাশয় ভরাট। স্থানীয়দের দাবি এলাকার কয়েকজন তৃণমূল নেতা এই জলাশয় ভরাট করছেন। যদিও এই ধরনের কোন ঘটনার খবর জানা নেই বলেই দাবি করেছেন তালদি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ প্রধান তথা এলাকার তৃণমূল নেতা কালিচরন মাল। তিনি বলেন, " বিষয়টি জানি না। খোঁজ নিয়ে দেখবো।" এই সরকারি খাল ভরাট করার কথা জানা নেই বলে জানিয়েছেন ক্যানিং ১ ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক কৃশানু সেন। তিনি বলেন, "এ বিষয়ে কোন অভিযোগ পাইনি। তবে ঘটনাটি আদৌ কি ঘটছে তা তদন্ত করে দেখা হবে।'

জওয়ানদের তৎপরতা; লাদাখ

সিকিমে যোগাভ্যাস আইটিবিপি-র হিমবীরদের

নয়াদিল্লি, ২১ জুন (হি.স.): শুরু থেকেই ধারাবাহিক ভাবে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালন করে আসছে ভারতীয় সামরিক বাহিনী। অষ্টম আন্তর্জাতিক দিবসেও ব্যতিক্রম হল না। মঙ্গলবার সূর্যের আলো ফুটতেই যোগাভ্যাস করলেন ইন্দো-তিব্বতি পুলিশ (আইটিবিপি)-এর হিমবীররা। হিমাচল প্রদেশে ১৬,৫০০ ফুট উচ্চতায় ইন্দো-তিব্বতি বর্ডার পুলিশের জওয়ানরা যোগ ব্যায়াম করেন। লাদাখে ১৭,০০০ ফুট উচ্চতায় যোগ ব্যায়াম করেছেন আইটিবিপি জওয়ানরা।সিকিমে ১৭ হাজার ফুট উচ্চতায়, বরফের মধ্যেই আইটিবিপি জওয়ানরা যোগাভ্যাস করেছেন। উত্তরাখণ্ডে ১৬ হাজার ও ১৪,৫০০ ফুট উচ্চতায় উৎসাহের সঙ্গে যোগব্যায়াম করেছেন আইটিবিপি জওয়ানরা। সীমান্ত সুরক্ষার দায়িত্বে যারা রয়েছেন আইটিবিপি-র হিমবীর। শ্রীনগরে যোগ দিবস পালন করেছেন সিআরপিএফ জওয়ানরা। শুধু পাহাড় চুড়োতেই নয়, প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে দেশের অন্যত্রও যোগাভ্যাস করেছেন সামরিক বাহিনীর জওয়ানরা।

লখনউ-দিল্লি হাইওয়েতে গাড়ি ও ট্রাকের সংঘর্ষ, মৃত্যু ৫ জনের

বরেলি, ২১ জুন (হি.স.): উত্তর প্রদেশের বরেলি জেলায় লখনউ-দিল্লি হাইওয়েতে গাড়ি ও ট্রাকের সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন ৫ জন। মঙ্গলবার ভোররাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। উত্তরাখণ্ডের রামনগর থেকে উত্তর প্রদেশের হারদোই যাচ্ছিলেন তাঁরা। ভোররাত ৩.৩০ মিনিট নাগাদ গাড়ির একটি টায়ার আচমকাই ফেটে যায়, ফলে চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার অন্যদিকে চলে যায় গাড়িটি, সেই সময় উল্টো দিক থেকে আসছিল একটি ট্রাক। সিনিয়র পুলিশ সুপার রোহিত সিং সাজওয়ান বলেছেন, আহলাদপুরের লালপুর আউটপোস্টের কাছে ট্রাক ও গাড়ির সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় ৫ জনের। মৃতদের নাম হল-মহম্মদ সাগির (৩৫), মুযযাম্মিল (৩৬), মহম্মদ তাহির (৪০), ইমরান খান ও মহম্মদ ফরিদ (৩৫)।

বারুইপুরে মহুরির ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

বারুইপুর, ২১ জুন (হি. স.) : দক্ষিণ ২৪ পরগণার বারুইপুরের মাদারহাট রোডের একটি আবাসনের চারতলার ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার হল এক ব্যাক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ। মৃতের নাম বিশ্বনাথ মান্না(৫৬)। তিনি বারুইপুরে মুহুরির কাজ করতেন। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় বারুইপুর পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের মাদারহাট রোডের পুর্বাঞ্চলে।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, বাড়িতে স্ত্রী ও একমাত্র পুত্র সন্তানকে নিয়ে থাকতেন বিশ্বনাথ। ছেলে ও স্ত্রীও মহুরীর কাজ করেন বারুইপুর ব্লকে। স্ত্রী ও ছেলে সকালবেলায় কাজে বেরিয়ে যায় এদিন। দুপুরে বিশ্বনাথ বাবুর ভাই সোমনাথ কিছু জরুরী কাগজ নিতে বাড়িতে এলে ঘর বন্ধ দেখেন। তিনিই দরজার ফাঁক থেকে দেখেন পর্দার হাতলে ঝুলছে বিশ্বনাথের দেহ। সাথে সাথেই আশপাশের মানুষ ও পরিবারের সদস্যদের খবর দেওয়া হয়। পরে পুলিশ এসে ঘর থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করেন। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে বিগত কয়েকদিন ধরে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন বিশ্বনাথ বাবু। তবে সঠিক কি কারণে তিনি আত্মঘাতী হয়েছেন সেটা পরিস্কার নয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। মৃতের ছেলে উৎসব মান্না বলেন, " বাবা বেশ কিছুদিন ধরেই মনমরা ছিলেন। তবে এভাবে আত্মহত্যা করবেন আমরা কেউ ভাবিনি।"

মঙ্গলবারও বাতিল বেশ কিছু ট্রেন

কলকাতা, ২১ জুন (হি. স.) : ভারতীয় সেনায় চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রকল্প অগ্নিপথের বিরোধিতার জেরে মঙ্গলবারও বাতিল একাধিক ট্রেন। কিছু ট্রেনের ক্ষেত্রে সময়সূচির পরিবর্তন করা হয়েছে। পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক একলব্য চক্রবর্তী জানিয়েছেন, বিক্ষোভের জেরে মঙ্গলবার, বাতিল করা হয়েছে বেশ কিছু ট্রেন।

এর মধ্যে রয়েছে: আসানসোল-বারাণসী মেমু এক্সপ্রেস,বারাণসী-আসানসোল মেমু এক্সপ্রেস, দানাপুর-সাহেবগঞ্জ এক্সপ্রেস, সাহেবগঞ্জ-দানাপুর এক্সপ্রেস, জামালপুর-তিলরথ ডেমু প্যাসেঞ্জার স্পেশাল, জামালপুর-খগড়িয়া ডেমু স্পেশাল, তিলরথ-জামালপুর ডেমু প্যাসেঞ্জার স্পেশাল, জামালপুর-খগড়িয়া ডেমু স্পেশাল, জামালপুর-গয়া এক্সপ্রেস স্পেশাল, জামালপুর-সহারসা মেমু স্পেশাল, জামালপুর-কিউল প্যাসেঞ্জার স্পেশাল, যশিডি-বৈদ্যনাথধাম মেমু প্যাসেঞ্জার স্পেশাল, বৈদ্যনাথধাম-যশিডি মেমু প্যাসেঞ্জার স্পেশাল,একলব্যবাবু জানিয়েছেন, মঙ্গলবার শিয়ালদহ-বালিয়া এক্সপ্রেস ছাড়ার নির্ধারিত সময় দুপুর ১টা ৪০ মিনিটের বদলে রাত ৮টায় শিয়ালদহ থেকে ছাড়বে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

অগ্নিপথ প্রকল্প বাতিলের দাবিতে সারা ভারত কৃষক সভার মিছিল। ছবি ঃ নিজস্ব

৪০ দিনের মাথায় পাহাড়লাইনে বদরপুর-নিউ হাফলং পরীক্ষামূলকভাবে লাইট ইঞ্জিন চলেছে

হাফলং (অসম), ২১ জুন (হি.স.) : লামডিং-বদরপুর পাহাড়লাইনে আজ মঙ্গলবার বদরপুর থেকে নিউ হাফলং স্টেশন পর্যন্ত পরীক্ষামূলকভাবে একটি লাইট ইঞ্জিন চলানো হয়েছে। প্রায় ৪০ দিনের মাথায় এই প্রথম বদরপুর-নিউ হাফলং স্টেশনের মধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে লাইট ইঞ্জিন চালানো হল। সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে শিলচর-নিউ হাফলঙের মধ্যে একটি যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল করার সম্ভাবনা রয়েছে বলে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল সূত্রে জানা গিয়েছে। ইতিমধ্যে বদরপুর-নিউ হাফলঙের মধ্যে ধস-বিধ্বস্ত এলাকাগুলি সারাই ও মেরামত করে রেলের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ ট্র্যাক সার্টিফিকেট দেওয়ার পর মঙ্গলবার সফলভাবে একটি ইঞ্জিন বদরপুর থেকে নিউ হাফলং স্টেশনে এসে দুপুর ১.০০টা নাগাদ পৌঁছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ে লামডিং-বদরপুর হিল সেকশনের দৃষ্টিনন্দন রেল স্টেশনটি সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিল। তবে এই স্টেশনটিকে মেরামতি করে ঠিক করে তুলতে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল কর্তৃপক্ষ দিন-রাত এক করে কাজ করে নিউ হাফলং স্টেশনের এক ও দুই নম্বর লাইন ধসমুক্ত করে তুলেছে।

গলসীতে গোষ্ঠীকোন্দল প্রকাশ্যে, ঠিকাদারকে আগাম পেমেন্ট দেওয়ার অভিযোগ

দুর্গাপুর, ২১ জুন (হি. স.) মুখ্যমন্ত্রীর জেলা সফরের আগে শাসকদলের গোষ্ঠীকোন্দল প্রকাশ্যে। ঠিকাদারকে আগাম পেমেন্ট দেওয়ার অভিযোগে কার্যত রোষানলে গলসী-১ নং ব্লক প্রশাসন। খোদ বিডিওর দিকে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে তৃণমূলের এক গোষ্ঠী। সোমবার সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের (বিডিও)র কাছে কৈফিয়ত চাইতে গিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিসহ একাধিক কর্মাধ্যক্ষ, সদস্য, এমনকি ব্লকের একাধিক পঞ্চায়েত প্রধান। ঘটনাকে ঘিরে বিস্তর শোরগোল পড়েছে রাজনৈতিক মহলে।

প্রসঙ্গত, রাজ্যে তৃতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর অবৈধ বালি, মাটি চোরাচালান থেকে দুর্নীতি দমন তৎপর হয়েছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী জেলা সফরে গিয়ে আমলা থেকে দলীয় কর্মী ও দলের জনপ্রতিনিধিদের কড়া বার্তাও দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে তৎপরতার সঙ্গে পালন করছেন রাজ্যের আমলারা। মিড-ডে মিলের রান্নাঘর সংস্কারে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে গলসী-১ ব্লকের তৃণমূলের গোষ্ঠী। তাতে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, সদস্য, এমনকি একাধিক পঞ্চায়েতের প্রধান ও পঞ্চায়েত সমিতির কয়েকজন কর্মাধ্যক্ষরা রয়েছেন। উল্লেখ্য, লকডাউনে স্কুল বন্ধ থাকায় মিড ডি মিলের রান্নাঘরে বেহাল হয়ে পড়েছে। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ওইসব রান্নাঘর মেরামতের জন্য অর্থ বরাদ্দ হয়। সেই মত গলসী-১ নং ব্লকে মিড-ডে মিলের রান্নাঘর মেরামতের টেন্ডার আহ্বান করা হয়। সেই মত কাজও শুরু হয়। জানা গেছে, গলসী-১ নং ব্লকের ১৪৪ টি প্রাইমারি ও আপার প্রাইমারি স্কুলের জন্য প্রায় ১৪ লক্ষ টাকা অনুমোদন হয়। গত মার্চ মাসে একটি সংস্থা কাজের বরাত পায়। অভিযোগ কাজ সম্পুর্ন হওয়ার আগেই ওই ঠিকা সংস্থাকে পেমেন্ট পাইয়ে দেওয়া হয়েছে। গত ২৯ এপ্রিল ৪ লক্ষ ৪৭ হাজার ৩৪০ টাকা ও গত জুন মাসে ৯ লক্ষ ২৪ হাজার ৫৫৭ টাকা। আর তাতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন ব্লকের মানকর, চাকতেঁতুল, লোয়া কৃষ্ণরামপুর, লোয়ারামগোপালপুর সহ একাধিক পঞ্চায়েত প্রধান। এমনকি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিসহ একাধিক কর্মাধ্যক্ষ ও সদস্য। সোমবার বিডিওর বিরুদ্ধে স্বজনপোষন ও দুর্নীতির অভিযোগ তুলে বিডিও র কাছে কৈফিয়ত জানতে চায় তারা। ইতিমধ্যে ক্ষুব্ধ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, কর্মাধ্যক্ষ, সদস্য, পঞ্চায়েত প্রধানরা তাদের স্বাক্ষরিত অভিযোগ জেলাশাসকের কাছে লিখিত ভাবে জানাচ্ছেন।

অপহৃতা

● প্রথম পাতার পর

ধ্রুব নাথ জানিয়েছেন, অভিযুক্তের মোবাইল ফোন ট্রেকিং-র মাধ্যমে তাদেরকে আটক করেছে পুলিশ। ধৃত নূর হোসেনকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে ঘটনার তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

নিশ্চিত

● প্রথম পাতার পর

খেলা দিয়ে মানুষের মন জয় করা যায় না। ভোট পাওয়া না। ভোট পেতে হলে মানুষের সাথে সম্পর্ক গভীর করা এবং মানুষের সুখে দুঃখে একাত্ম হওয়া। ত্রিপুরায় তৃণমূল কংগ্রেস হাওয়ার উপর ভাসছে। মাটির সাথে কোন যোগ নেই।

ঘর বন্টনে

● প্রথম পাতার পর

প্রেরণ করা হবে। তা নিয়ে পঞ্চায়েত প্রধান, উপপ্রধান এবং সদস্যের মধ্যে চরম অশান্তি বিরাজ করছে।

অন্যদিকে, অসহায় গরিব অনেক লোক যারা ঘর পাওয়ার যোগ্য তাদের নামের তালিকা না দিয়ে কিভাবে গ্রাম পঞ্চায়েতে নেই এমন মানুষের তালিকা পাঠানোর নির্দেশ দিলেন গৌরনগর আরডি ব্লকের বিডিও এই বিষয় নিয়ে সাধারণ ঘর প্রাপক থেকে শুরু করে বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান এবং সুবিধাভোগীদের মধ্যে চরম অশান্তি বিরাজ করছে। কংগ্রেস পরিচালিত পঞ্চায়েতের সাথে গৌরনগর আইডি ব্লকের বিডিও বিজেপি নেতৃত্বের সাথে মিলেমিশে জুমলা বাজি করে যে অনৈতিক বিলিবন্টন শুরু করেছেন তারই বিরুদ্ধে আজ থেকে শুরু হল কংগ্রেস পরিচালিত একটি পঞ্চায়েত বর্জন অভিযান।

১১টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধানরা বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত গৌরনগর আর ডি ব্লকের বিডিও এই অনৈতিক সিদ্ধান্ত বাতিল করে সঠিক ঘরের তালিকা প্রেরণ করার জন্য পঞ্চায়েতে নির্দেশনা দেবেন ততক্ষণ পর্যন্ত কংগ্রেস পরিচালিত পঞ্চায়েতে তালা ঝুলিয়ে রাখা হবে। গৌরনগর আর ডি ব্লকের বিডিওর এই অসাংবিধানিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর করা হবে।

আজ সকাল ১০টা থেকে কৈলাশহর টিলাগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েত, ধলিয়ার কান্দি গ্রাম পঞ্চায়েত, পুব ইয়াজেখাওরা গ্রাম পঞ্চায়েত, পশ্চিম ইয়াজেখাওরা গ্রাম পঞ্চায়েত, খাওরাবিল গ্রাম পঞ্চায়েত, ইরানি গ্রাম পঞ্চায়েত, যুবরাজনগর গ্রাম পঞ্চায়েত, মার্গুউলি গ্রাম পঞ্চায়েত, ফুলবাড়ী কান্দি গ্রাম পঞ্চায়েত, ভগবান নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের সাথে বিমাতৃসুলভ আচরণের বিরুদ্ধে আজ থেকে পঞ্চায়েত বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন কংগ্রেস পরিচালিত পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান।

যুবরাজনগর

● প্রথম পাতার পর

অনুযায়ী অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোটগ্রহণের জন্য শান্তি সম্প্রীতি এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক এক আদেশে সিআরপিসি-১৪৪ ধারায় কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

জেলাশাসক আদেশে জানিয়েছেন, ৫৭-যুবরাজনগর বিধানসভা এলাকার কোনও জায়গায় পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তি লাঠি, লোহার রড, বাঁশ, পাথর প্রভৃতি অস্ত্র সহ বা অস্ত্র ছাড়া সমবেত হতে পারবেননা। ৫৭-যুবরাজনগর বিধানসভা এলাকায় স্বরবর্ধক যন্ত্র বা যন্ত্র ছাড়া জনসভা, মিছিল, জমায়েত করা যাবেনা। দুই বা ততোধিক বাইক বা গাড়ি একসঙ্গে চলতে পারবেনা। ভারতের নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা অনুযায়ী, প্রার্থী অথবা প্রার্থীর সাথে থাকা ব্যক্তি ভোটারকে কোন প্রকার নগদ বা সন্তুষ্টি প্রদান করতে পারবেনা এবং ভোটারকে ভয় দেখানো বা হুমকি দিতে পারবেনা। নাগরিকদের বিশ্রাম এবং নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য রাত ১০ টার পর বাড়ি বাড়ি প্রচার করা যাবেনা। জেলাশাসকের এই আদেশ আজ ২১ জুন ৫টা থেকে পরবর্তী আদেশ না আসা পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

জেলাশাসক আদেশে জানিয়েছেন, ভোটকর্মী, ভোটের কাজে নিযুক্ত সিআরপিএফ বা পুলিশ কর্মী, তাদের গাড়ি, পাস সহ সংবাদ কর্মী, গাড়ি চালক ও সহকারি এবং নির্বাচনের কাজে নিযুক্ত যানবাহন এই আদেশের বাইরে থাকবে। ভোটার পরিচয়পত্র সহ ভোটার হেঁটে বা ব্যক্তিগত যানবাহনে আসা এবং শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে ভোটকেন্দ্রে দাঁড়ানো ভোটারদের ক্ষেত্রে এই আদেশে ছাড় রয়েছে।

ভোটকেন্দ্রের ২০০ মিটার এলাকার বাইরে শুধুমাত্র নির্বাচন কমিশনের জারি করা পরিচয়পত্র নিয়ে ভোট দিতে আসা ভোটারদের পরিবারের সদস্যদের যানবাহনের ক্ষেত্রে ছাড় রয়েছে। সরকারি কাজে নিযুক্ত সরকারি কর্মচারি, পুলিশ, সিএপিএফ অথবা সশস্ত্র সেনার ক্ষেত্রে, দিনের বেলায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষামূলক কাজে সমবেত হলে, সরকার অথবা বেসরকারি অফিসের রুটিনমাফিক কাজ, সাধারণ যাত্রীর ক্ষেত্রে ছাড় রয়েছে।ধর্মীয় স্থানে সাধারণ উপাসনায় জমায়েতের ক্ষেত্রে, বিয়ে জন্মদিন প্রভৃতি সামাজিক অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞায় ছাড় রয়েছে। তবে ঐসব অনুষ্ঠানে কোনও নগদ বা বস্তু বিতরণ করা যাবে না। রিটার্নিং অফিসারের অনুমোদনপ্রাপ্ত প্রার্থীদের গাড়ি অথবা উপযুক্ত নির্বাচন কর্তৃপক্ষের অনুমতি দেওয়া গাড়ির ক্ষেত্রে এই আদেশে ছাড় রয়েছে। এই আদেশ অমান্যকারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জেলাশাসকের আদেশে জানানো হয়েছে।

বক্সনগরে

● প্রথম পাতার পর

এলাকায়। সম্প্রতি দুই বছর পূর্বে বক্সনগর সোনামুড়া জাতীয় সড়কের পাশে নতুন বিল্ডিং বাড়ি নির্মাণ করেন। যথারীতি তিনি নতুন বাড়িতে তার পরিবার নিয়ে জীবন যাপন করতে শুরু করে। তার এই নতুন বাড়ির কাছাকাছি কোন প্রতিবেশীও আত্মীয় স্বজনের বাড়ি নেই। জহিরুলের নতুন বাড়ির খানিকটা দূরে রয়েছে তার প্রতিবেশীর বাড়িঘর।

প্রত্যেকদিনের ন্যায় জহিরুল তার ব্যক্তিগত কাজ শেষ করে সোমবার রাতে তার পরিবারের সকলকে নিয়ে খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুমিয়ে যান। রাত আনুমানিক একটা নাগাদ একদল ডাকাত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে জহিরুলের বাড়িতে হানা দিয়ে নয় লক্ষ টাকা এবং পাঁচ ভরি স্বর্ন সহ মোবাইল এবং এটিএম নিয়ে গেছে।

ঘটনার খবর পেয়ে কলমচৌড়া থানার ওসি বিষ্ণুপদ ভৌমিক ও সোনামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক বনোজ বিপ্লব দাস ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। পুলিশ জানিয়েছে, বাড়ির মূল গেইটে তালা চাবি ভাঙ্গার কোন চিহ্ন পাওয়া যায়নি। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে পুলিশ জানিয়েছে, তদন্তে অনেক রহস্যের উন্মোচন হবে। ঘটনার খবর পেয়ে জহিরুল ইসলামের বাড়িতে ছুটে আসেন এলাকার বিধায়ক শহীদ চৌধুরী সহ অন্যান্যরা। এই ঘটনা জুড়ে এলাকায় চাঞ্চল্য বিরাজ করছে।

গৌরাঙ্গটিলা

● প্রথম পাতার পর

কমিটির কর্মকর্তাদের।

এমনকি শিক্ষার্থীরা বেশ কয়েকবার দ্বারস্থ হয় জেলা শিক্ষা আধিকারিকের। এরপরেও সমাধান হয়না হাজারো সমস্যার।আর এদিকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে ছাত্র ছাত্রীরা। অবশেষে শিক্ষার্থীদের ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙে একসময়। মঙ্গলবার গৌরাঙ্গটিলা দ্বাদশ স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা নেমে আসে রাস্তায়। স্কুলের সমস্যা সমাধানের জন্য কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বাধ্য হয়ে শুরু করে সড়ক অবরোধ। বেলা দুইটা থেকে খোয়াই- তেলিয়ামুড়া সড়ক অবরোধ শুরু করে। শাসকদলীয় ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের পতাকা ফেষ্টুন হাতে নিয়ে সড়ক অবরোধে সামিল হয় ছাত্র ছাত্রীরা। ক্ষুব্ধ ছাত্র ছাত্রীরা জানায়, স্কুলের শ্রেণীকক্ষের প্রচন্ড সংকট। বৃষ্টির সময় জল পড়ে জীর্ণ শ্রেণীকক্ষের ভেতরে। সব বিষয়ের প্রয়োজনীয় শিক্ষক নেই। গরমে পঠন পাঠনের উপায় নেই। কারণ বিদ্যুৎ সংযোগ নেই স্কুলে। পর্যাপ্ত সংখ্যক আসবাবপত্রের অভাব। সমস্যা রয়েছে শৌচাগার ও প্রস্রাবাগারের। এত সমস্যা আমাদের। বারবার কর্তৃপক্ষের কাছে দরবার করেও ফল নেই।

তাই বাধ্য হয়ে আজ নেমে আসতে হয়েছে রাস্তায়। ঘন্টা দুয়েক অবরোধ চলে। দুদিকে যানজট সৃষ্টি হয়। যানবাহন আটকে পড়ে দুদিকে। দুর্ভোগের শিকার হতে হয় যাত্রী সাধারণকে। একসময় স্থানীয় শাসকদলের মাতব্বরেরা এসে ছাত্র ছাত্রীদের সাথে কথা বলেন। অবগত হন তাদের সমস্যা সম্পর্কে। স্থানীয় নেতারা বিধায়কের সাথে ঘটনাস্থল থেকে টেলিফোনে যোগাযোগ করলে বিধায়ক জেলা শিক্ষা আধিকারিকের সাথে কথা বলে একমাসের মধ্যে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিলে সড়ক অবরোধ প্রত্যাহার করে আন্দোলনরত ছাত্র ছাত্রীরা স্কুলে ফিরে যায়। একমাস অপেক্ষা করবেন তারা। জানিয়ে দেন, বিধায়কের প্রতি বিশ্বাস ও সম্মান দুইই রয়েছে আমাদের। প্রয়োজনে আবার হবে আন্দোলন।

প্রশাসন

● প্রথম পাতার পর

এবং ৮-টাউন বড়দোয়ালি বিধানসভা কেন্দ্রের রিটার্নিং অফিসার অসীম সাহা উপস্থিত ছিলেন। তারা নির্ভয়ে ভোটদান করার জন্য ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

এদিন জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন জানান, ৬-আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটকেন্দ্র রয়েছে ৫৫টি। ভোটার রয়েছেন ৫১ হাজার ৬৩৯জন। ৮-টাউন বড়দোয়ালি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটকেন্দ্র রয়েছে ৫৬টি। ভোটার রয়েছেন ৪৬ হাজার ৫৮৩ জন। তিনি জানান, ইতিমধ্যেই পোষ্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ৮০ বছরের বেশী, বিশেষভাবে সক্ষম এবং কোভিড আক্রান্ত ভোটারদের ভোট নেওয়া হয়েছে। এই দুটো কেন্দ্রে আইন শৃঙ্খলার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে জেলাশাসক জানান, নিয়মিত আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। বিভিন্ন জায়গায় সিএপিএফ জওয়ানগণ টহল দিচ্ছেন, যোগ করেন তিনি।

জেলাশাসক জানান, ভোটগ্রহণের সময় প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে ওয়েবকাস্টিং করা হবে। সাথে ভিডিওগ্রাফি থাকবে এবং প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের জন্য মাইক্রো অবজারভার দেওয়া হবে। তাঁর দাবি, প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে নিরাপত্তার জন্য কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী থাকবেন। তাঁর কথায়, দুটি বিধানসভা কেন্দ্রেই দুটো করে মডেল পোলিং স্টেশন করা হয়েছে। ৬-আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্রে মডেল বুথ হলো ৬/২৩ মৈত্রি ভারতী জেবি স্কুল এবং ৬/২৪ মিডেল বয়েজ সাউথ ওয়েস্ট বুথ। ৮-টাউন বড়দোয়ালি বিধানসভা কেন্দ্রে মডেল বুথ হলো ৮/১ রামনগর গার্লস হাই স্কুল পশ্চিমাংশ এবং ৮/২ রামনগর গার্লস হাই স্কুল উত্তর পশ্চিমাংশ। মহিলা ভোটকর্মী দ্বারা পরিচালিত ভোটকেন্দ্র দুটো বিধানসভা কেন্দ্রেই দুটো করে করা হয়েছে। ৬-আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্রে ৬ এর ১ এবং ২ এবং ৮-টাউন বড়দোয়ালি কেন্দ্রে ৮ এর ১ এবং ২ নম্বর বুথ।

জেলাশাসক জানান, নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য ৬-আগরতলা বিধানসভা ক্ষেত্রকে ৮টি সেক্টরে এবং ৮-টাউন বড়দোয়ালি বিধানসভা কেন্দ্রকে ৭টি সেক্টরে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে। প্রতিটি সেক্টরেই সেক্টর মেজিস্ট্রেট এবং পুলিশ সেক্টর অফিসার রয়েছেন। তাঁর ঘোষণা, ইতিমধ্যেই এই দুটো বিধানসভা এলাকায় আজ বিকাল ৫টা থেকে ২৪ জুন সকাল ৫টা পর্যন্ত ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। এছাড়া, আগরতলা পুরনিগম এলাকায় ২১ থেকে ২৩ জুন পর্যন্ত এবং ২৬ জুন ড্রাই ডে ঘোষণা করা হয়েছে। জেলাশাসক জানান, নির্বাচন উপলক্ষে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট গ্রহণের জন্য।

এদিন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার জে রেড্ডি নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন। তিনি জানান, নির্বাচনের জন্য ১২ কোম্পানী কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী ও রাজ্য আরক্ষা বাহিনী রয়েছে। তাছাড়া টিএসআর জওয়ানও আছেন। প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানগণ থাকবেন। তিনি জানান, দুটো বিধানসভা কেন্দ্রে ১১১টি ভোটকেন্দ্র রয়েছে। এর মধ্যে ১৪টি ভোটকেন্দ্র স্পর্শকাতর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।এদিকে, রিটার্নিং অফিসার শৈলেশ যাদব বলেন, উপনির্বাচনে প্রত্যেক ভোট কেন্দ্রে অতিরিক্ত পুলিং অফিসার থাকবেন। তাঁরা ওয়েব কাস্টিং এবং ভিডিওগ্রাফির প্রতি নজর রাখবেন। এছাড়া প্রত্যেক ভোট কেন্দ্রের জন্য একজন করে মাইক্রো অবজারভার থাকবেন। তাঁরা সরাসরি অবজারভারকে রিপোর্ট করবেন। এদিন তিনি সাফ জানান, বিকেল পাঁচটার পর থেকে বহিরাগত একজনও নির্বাচনী এলাকায় থাকতে পারবেন না। তাঁদের সন্ধানে বিশেষ টিম গঠন করা হয়েছে। ওই টিমের সদস্যরা প্রত্যেক হোটেল, বিয়ে বাড়ি, লজ ইত্যাদি স্থানে অভিযান চালাবেন। বহিরাগত পাওয়া গেলেই তাকে গ্রেফতার করা হবে।

যশবন্ত সিনহা

● প্রথম পাতার পর

তামিলসাই সৌন্দরাজন, আনন্দীবেন প্যাটেল এবং দ্রৌপদী মূর্মু। এই তিন মহিলার নাম নিয়েই এদিন বিজেপির সংসদীয় বোর্ডের বৈঠকে আলোচনা হয়। যাতে উপস্থিত ছিলেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, এবং দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। মঙ্গলবার বিজেপির পরিষদীয় দলের বৈঠকের পরে বিজেপি সভাপতি জেপি নড্ডা তফসিলি জনজাতি সম্প্রদায়ের নেত্রী দ্রৌপদীর নাম ঘোষণা করেন। এবারের রাষ্ট্রপতি ভোটের অঙ্ক বলছে, দেশের প্রথম আদিবাসী রাষ্ট্রপতি হতে চলেছেন আদিবাসী নেত্রী দ্রৌপদী।

দ্রৌপদী মূর্মু প্রার্থী হওয়ায় ওড়িশার শাসকদল বিজেডি যে বিজেপিকেই সমর্থন করবে তা প্রায় নিশ্চিত হয়ে গেল। শুধু তাই নয় দ্রৌপদীকে প্রার্থী করার ফলে বিরোধী শিবির থেকে আরও ভোট বিজেপির দিকে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপাল হিসাবে গত বছর পর্যন্ত কাজ করেছেন তিনি। সেখানকার শাসকদল ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা নেতা শিবু সোরেন ও সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী শিবু-পুত্র হেমন্ত সোরেনের সঙ্গে মুর্মুর সম্পর্ক রীতিমত ভাল। সেই সুবাদে তাদের ভোট বিজেপির ঝুলিতে আসতে পারে এমন সম্ভাবনাই প্রবল। মুর্মুকে রাষ্ট্রপতি প্রার্থী করা হলে একদিকে যেমন বিজেপির জয়ের পথ প্রশস্ত হবে আবার তেমনই রাজনৈতিক সুবিধা মিলবে তাদের। এতে ওড়িশায় বিজেপির শক্তি বৃদ্ধি হবে আবার আদিবাসী মুখকে রাষ্ট্রপতি করা হলে চলতি বছরের গুজরাট বিধানসভা নির্বাচন থেকে শুরু করে আগামী বছরের মধ্যপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনেও সুবিধা পাবে বিজেপি। তাছাড়া শেষে যদি বিজেপি নিজেদের প্রার্থীকে জিতিয়ে আনতে পারেন তাহলে প্রথমবার কোনও আদিবাসী মহিলাকে রাষ্ট্রপতি পদে পাবে দেশ। যা প্রধানমন্ত্রীর ভাবমূর্তিকে আরও উজ্বল করবে।

যদিও দ্রৌপদীর লড়াই কঠিন হতে চলেছে। কারণ তাঁর বিরুদ্ধে বিরোধী শিবিরের প্রার্থী যশবন্ত সিনহা। যিনি অন্তত রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এনডিএ প্রার্থীর থেকে অনেকটাই এগিয়ে। যদিও শেষ পর্যন্ত যদি সত্যিই বিজেডি দ্রৌপদীকে সমর্থন করেন এবং বিরোধী শিবিরের অন্য দলের ভোটে বিজেপি ভাগ বসাতে পারে, তাহলে অবশ্য তাঁদের প্রার্থীই লড়াইয়ে এগিয়ে থাকবেন।

উল্লেখ্য, ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ জেলার রায়রাংপুর কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক দ্রৌপদী। রায়রাংপুর পুরভোটে জিতে রাজনৈতিক যাত্রা শুরু হয়েছিল পেশায় শিক্ষিকা দ্রৌপদীর। ২০০০ ও ২০০৪ সালে বিধানসভা নির্বাচনে জিতে নবীন পট্টনায়কের নেতৃত্বাধীন বিজেডি-বিজেপি জোট সরকারের মন্ত্রী হয়েছিলেন তিনি। সামলেছিলেন, পরিবহণ, পশুপালন, মৎস্য দফতর। ২০০৭ সালে ওড়িশার সেরা বিধায়ক হয়েছিলেন তিনি। ২০১৫-র মে থেকে ২০২১ সালের জুলাই পর্যন্ত ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপালও ছিলেন দ্রৌপদী।

সুদীপের আক্রান্তের

● প্রথম পাতার পর

অলক গোস্বামীর সাথে দেখা করার জন্য কল পেলাম। যখন আমি সেখানে গিয়েছিলাম তখন আমি বিজেপির মণ্ডল সভাপতিকে দেখতে পেয়েছিলাম এবং তার কাছে জানতে চেয়েছিলাম কি হয়েছে। কিন্তু তারপর সে আমাকে গালিগালাজ শুরু করে এবং আমাকে হুমকি দেয়। তারপর আমি দেখেছি একজন মন্ত্রী আমার বিপরীত দিক থেকে আসছে। তারা আমাকে বেধরক মারধর করেছে।

তাঁর অভিযোগ, বিজেপি নির্বাচনকে প্রতিহত করার জন্য তাঁকে হত্যার চেষ্টা করেছে। আমি নৃশংসভাবে হামলা করেছি এই সব কি ভুয়া? নাকি এটি একটি বানানো নাটক ছিল। আমি কি আমার মুখে রং ব্যবহার করেছি? ডাক্তারকে আমার দাঁত অপসারণ করতে হয়েছিল। বিজেপি আমাকে হত্যা করে বা আমাকে ঘরের মধ্যে রেখে নির্বাচনে জিততে পারে না। নির্বাচনকে প্রতিহত করার জন্য তারা আমাকে হত্যার চেষ্টা করেছিল, জানিয়েছেন সুদীপ রায় বর্মন।

সুদীপ রায় বর্মন সবাইকে গণতন্ত্রের বিজয় এবং জনগণের বিজয় নিশ্চিত করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, প্রচার শেষ হওয়ার পর তারা সবাইকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করবে। তবে নির্বাচন কমিশন শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন পরিচালনার জন্য দায়ী থাকবে। পিসিসি সভাপতি বিরজিত সিনহা বলেন, তিনি আশা করেন তিনটি আসনের প্রার্থীরা বিপুল ব্যবধানে জয়ী হবেন।

এদিকে, অভয়নগরে কংগ্রেস প্রার্থী সুদীপ রায় বর্মনের উপর হামলার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ অস্বীকার করার একদিন পর, বিজেপি নেতা এবং তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী শ্রী বর্মনের আঘাতের পিছনে তাঁর জড়িত থাকার প্রমাণ দেওয়ার চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন।

বিজেপি রাজ্য সদর দফতরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রী চৌধুরী বলেন, কংগ্রেস পার্টি বিজেপি কর্মীদের আক্রমণের নামে নাটক মঞ্চস্থ করে মানুষকে বোকা বানানোর চেষ্টা করছে।

কিছু ভিডিও ফুটেজ দেখিয়ে শ্রী চৌধুরী বলেন যে সুদীপ রায় বর্মনকে তাঁর দলের কিছু কর্মীর সাথে রাত ১১ টা ১৫ মিনিটে রাস্তায় হাঁটতে দেখা গেছে। তাঁকে কিছু যুবকের সাথে কথা বলতে দেখা যায় এবং তাদের দুটি দলে ভাগ করে এবং তাদের মধ্যে কয়েকজন লাঠি ও লোহার রড নিয়ে হাঁটতে থাকে।

সুশান্ত চৌধুরী আরও বলেন, অন্য একটি ভিডিওতে সুদীপ রায় বর্মণকে অলক গোস্বামীর বাড়ি থেকে কিছু লোকের সাথে হাঁটতে এবং রাস্তার পাশ থেকে বিজেপি দলের পতাকা টানতে দেখা যায়। রাত সাড়ে এগারটায় তিনি তার দলের ছেলেদের সাথে রাস্তায় হাঁটছিলেন এবং এলাকায় আতঙ্ক সৃষ্টি করার চেষ্টা করছিলেন। যুবকদের বিধানসভা কেন্দ্রের বাইরে থেকে আনা হয়েছিল। মধ্যরাতে তাঁর ছেলেরা লাঠি হাতে নিয়ে কী করছিল, প্রশ্ন তুলেন সুশান্ত চৌধুরী।

শ্রী চৌধুরী আরও বলেন যে সুদীপ রায় বর্মনের গাড়িকে অনুসরণ করছেন তা দেখা গিয়েছে। এরপর আর কি হয়েছে সেটা দেখা যায়নি ও ভিডিওতে। এটা স্পষ্ট যে তিনি একটি নাটক মঞ্চস্থ করেছিলেন এবং আইএলএস হাসপাতালে গিয়েছিলেন। এটি একটি স্মার্ট সিটি এবং সিসিটিভি ফুটেজ তাকে ভুল প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট। মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী আরও বলেন, কংগ্রেস সহানুভূতির ভিত্তিতে ভোট লাভের জন্য নোংরা রাজনীতি করছে। উপনির্বাচনে পরাজয় বুঝতে পেরে তারা রাজ্য জুড়ে মানুষকে বোকা বানানোর জন্য নাটক মঞ্চস্থ করেছে। আমরা জানতাম যে কংগ্রেস এবং সিপিআইএম পরিপুরক। সুদীপ রায় বর্মন সিপিআইএম-এর সঙ্গে হাত মিলিয়ে অনাস্থা প্রস্তাব আনার চেষ্টা করেছিলেন। যখন আমি এটা বুঝতে পারলাম, আমি তাঁর সঙ্গে ছেড়ে চলে গেলাম। আমি একজন ব্যক্তির বিপক্ষে হতে পারি, কিন্তু আমি কখনই দলের বিরুদ্ধে হতে পারি না, জানালেন সুশান্ত চৌধুরী।

আজ তিনি তার আঘাতের পিছনে আমার জড়িত থাকার অভিযোগ করেছেন। আমি তাঁকে আমার সামনে এই কথা বলার জন্য চ্যালেঞ্জ জানাই। আমি তাঁকে সম্মান করি কিন্তু তিনি মানুষের আবেগ নিয়ে খেলার চেষ্টা করেছেন বলে মন্তব্য করেন সুশান্ত চৌধুরী। তিনি আরও বলেন, রাজ্যের মানুষ সত্য উপলব্ধি করেছে এবং উপনির্বাচনে তাদের পরাজয় নিশ্চিত।

আইপিএলের পারফরম্যান্স দেখে সুযোগ হলে আমিও ইংল্যান্ডে খেলতে পারতাম’

আইপিএলে ভাল পারফরম্যান্সের পুরস্কার হিসাবে জাতীয় দলে খেলার দরজা খুলে যায়। এই কথা মূলত তরুণ প্রজন্মের জন্য প্রযোজ্য হলেও তার ব্যতিক্রমও দেখা গিয়েছে। আরসিবির হয়ে চলতি আইপিএলে দুরন্ত খেলেছেন দীনেশ কার্তিক। তারপরেই ভারতীয় দলে কামব্যাক করেছেন তিনি। কিন্তু সব ক্রিকেটারের ক্ষেত্রে ছবিটা এক নয়। আইপিএলে বেশ ভাল খেললেও জাতীয় দলে জায়গা হয়নি বাংলার উইকেটকিপার-ব্যাটার ঋদ্ধিমান সাহার।

কিছুদিন আগেই জাতীয় দল থেকে ঋদ্ধিকে বলা হয়েছিল, তাঁকে আর ভারতের জার্সি গায়ে ভাবা হচ্ছে না। তরুণদের সুযোগ দেওয়া হবে এবার। সেই নিয়ে প্রচুর বিতর্ক হয়। সেই পরিস্থিতির মধ্যেই ঋদ্ধিকে না জানিয়েই রনজি ট্রফির নকআউট দলে তাঁর নাম ঘোষণা করে দেয় সিএবি। তাতেও চূড়ান্ত অপমানিত হন তিনি। জানিয়ে দেন, বাংলার হয়ে প্রতিনিধিত্ব করা আর সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাংলা থেকে নো অবজেকশন সার্টিফিকেট নিয়ে অন্য কোনও রাজ্যের হয়ে মাঠে নামবেন তিনি। এই সব ঘটনার সঙ্গেই সমান্তরাল ভাবে চলছিল আইপিএল। সেই সময়ে দুরন্ত ফর্মে থাকা দীনেশ কার্তিককে জাতীয় দলে ফেরানো হবে কি না, তা নিয়ে চর্চা লেগেই থাকত। কিন্তু বরাবরই তো নীরবে নিজেকে প্রমাণ করে চলেন ঋদ্ধি। গুজরাট টাইটান্সের হয়ে ওপেন করতে নেমে ১১ ম্যাচে ৩৭১ রান করেছিলেন তিনি। কিন্তু কোনও বিশেষজ্ঞেরই মনে হয়নি, ঋদ্ধির জাতীয় দলে ফেরা নিয়েও কথা বলা উচিত। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে অসমাপ্ত টেস্ট সিরিজ খেলতে যাওয়ার কথা ভারতীয় দলের। কিন্তু আইপিএলে ভাল পারফরম্যান্স করেও সেই দলে জায়গা হয়নি ঋদ্ধির।

এই প্রসঙ্গে ঋদ্ধি কী বলছেন? “আমার মনে হয় না নির্বাচকরা জাতীয় দলে আমার কথা ভাববেন। আমাকে তো আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, ভারতীয় দলে আর জায়গা হবে না। আমিও আইপিএলে ভালই খেলেছিলাম। সেই পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে যদি আমাকে জাতীয় দলে ফেরানোর হত, তাহলে ইংল্যান্ড সফরেই আমি দলে থাকতাম। এখন আমার কাছে খুব বেশি উপায় নেই, সেটা পরিষ্কার বুঝে গিয়েছি।” তাঁর ক্রিকেট কেরিয়ার কি তবে শেষের পথে? উত্তরে ঋদ্ধি জানান, “খেলার প্রতি আমি বরাবরই খুব ফোকাসড। যতদিন খেলাটাকে ভালবাসতে পারছি, ততদিন খেলে যাব।”

পিএসজি নয়, ফ্রান্স জাতীয় দলের কোচ হতে আগ্রহী জিদান

২০০৬ বিশ্বকাপ ফাইনালে ইটালির মার্কো মাতেরাজ্জিকে ঢুঁসো মারার ঘটনা এখনও ভুলতে পারেননি জিনেদিন জিদান। ফরাসি কিংবদন্তি জানিয়েছেন, সেই ঘটনা নিয়ে তিনি কোনও সময়েই গর্ব অনুভব করেন না।

বিশ্বকাপজয়ী ফ্রান্স দলের প্রাক্তন তারকা আরও জানিয়েছেন, জাতীয় দলের কোচিং করানোই তাঁর স্বপ্ন। ফরাসি লিগ ওয়ানে প্যারিস সাঁ জারমাঁর কোচিং নিয়ে তেমন মাথাব্যথা নেই।

ইউরোপের সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে ২০০৬ সালের বিশ্বকাপ ফাইনালে অতিরিক্ত সময়ে ইটালীয় মাতেরাজ্জিকে মাথা দিয়ে ঢুঁসো মারার প্রসঙ্গ নিয়ে প্রশ্ন করা হয় প্রাক্তন রিয়াল মাদ্রিদ ম্যানেজারকে। তার উত্তর দিতে গিয়ে জিদান বলেন, “সে দিন যা হয়েছিল, তার জন্য আমি কখনও গর্বিত নই। কিন্তু দীর্ঘ জীবনে চলার পথে এটি একটি ঘটনা হিসেবেই থেকে যাবে। জীবনে তো সব কিছু ঠিকঠাক হয় না। একজন ফুটবল খেলোয়াড়ের জীবনেও অনেক কঠিন মুহূর্ত আসে। বলতে পারেন, এটি তার মধ্যে একটি।”

এ দিকে, মেসি-নেমারদের ক্লাব প্যারিস সাঁ জারমাঁর ম্যানেজার হিসেবে জিদান দায়িত্ব নিতে চলেছেন বলে যা শোনা গিয়েছিল, তা কার্যত নস্যার করে দিয়েছেন জিদান। নতুন মরসুমে পিএসজি ম্যানেজার হিসেবে উঠে আসছে ক্রিস্তোফ গালতিঁয়ের নাম। আগামী সপ্তাহেই তিনি কোচিংয়ের দায়িত্ব নিতে পারেন বলে খবর। এর আগে জিদানের পিএসজির দায়িত্ব নেওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে তৈরি হয়েছিল জল্পনা। জিজু জানিয়েছেন পিএসজি নয়, কাতার বিশ্বকাপের পরে ফ্রান্সের কোচ হতেই তিনি বেশি আগ্রহী।

৫৫ বছরের গালতিঁয়ে ফরাসি লিগ ওয়ানে নিসকে পঞ্চম স্থানে তুলে মরসুম শেষ করেছেন। ২০২০-২১ মরসুমে লিল-কে লিগ ওয়ান চ্যাম্পিয়ন করেছিলেন তিনি। উল্লেখ্য, পিএসজি ইতিমধ্যেই সরিয়ে দিয়েছে তাদের গত মরসুমের ম্যানেজার মৌরিসিয়ো পোচেত্তিনোকে। ফরাসি সংবাদমাধ্যমের খবর, পিসজি কর্তাদের সঙ্গে কথা বলতে কাতারে উড়ে গিয়েছিলেন জিদান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি সম্মতি দেননি দায়িত্ব নিতে। ফলে উঠে আসছে গালতিঁয়ের নাম। জিদান বলেছেন, “বয়স পঞ্চাশ হয়ে গেলেও ফুটবলের প্রতি আবেগ আগের মতোই রয়েছে। কোচিং করানো এখনও আমাকে আনন্দ দেয়। তেমন হলে ফ্রান্স জাতীয় দলের দায়িত্বনিতে পারি।”

দুর্ঘটনা রোনাল্ডোর গাড়ির: মেয়োর্কায় রোনাল্ডোর বুগাটি ভেরন গাড়িটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ল। যদিও রোনাল্ডো সেই গাড়ির ভিতরে ছিলেন না। তিনি ছুটি কাটাচ্ছেন কোনও একটি দ্বীপে। রোনাল্ডোর সেই গাড়িটি চালাচ্ছিলেন তাঁরই সংস্থার এক কর্মী। গাড়ির মূল্য ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১২ কোটি ২৭ লক্ষ্য টাকা। রোনাল্ডোর কর্মীও অক্ষত। কিন্তু গাড়ি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। একেবারেই আগের মতো আর চলছে না।

ভালো হোক বা খারাপ, কোহলির ‘সময় বয়ে যায়’

টেস্ট ক্রিকেটে অভিষেকের ১১ বছর পূর্ণ হলো আজ। ২০১১ সালের ২০ জুন কিংস্টনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে দীর্ঘ সংস্করণে পা রেখেছিলেন পরবর্তী সময়ে ভারতের সবচেয়ে সফল টেস্ট অধিনায়ক হয়ে ওঠা বিরাট কোহলি। এমন একটা সময় নিজের টেস্ট অভিষেকের বার্ষিকী স্মরণ করছেন তিনি, যখন তাঁর সময়টা একেবারেই ভালো যাচ্ছে না। তিন বছর ধরে টেস্ট তো দূরের কথা, কোনো সংস্করণেই শতরান করতে পারেননি তিনি।

ভারতের জার্সিতেও সাম্প্রতিক সময়ও তাঁর পারফরম্যান্সের বড় প্রভাব নেই। টি-টোয়েন্টিতে অধিনায়কত্ব ছেড়েছেন, ওয়ানডেতে একরকম দায়িত্ব কেড়ে নেওয়া হয়েছে, পরে টেস্টের দায়িত্বও ছেড়েছেন। তবে কিছুতেই স্বাভাবিক ছন্দে ফিরতে পারছেন না। এবার আত্মবিশ্বাসী হতে ল্যাপটপে টেস্ট ক্যারিয়ারের স্মৃতি হাতড়ালেন কোহলি। নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সেটি সবার সঙ্গে ভাগাভাগিও করলেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভিডিওটি পোস্ট করে তিনি ক্যাপশন করেছেন, ‘সময় বয়ে যায়।’ ৩৩ বছর বয়সী কোহলি ভারতের হয়ে এখন পর্যন্ত ১০১টি টেস্ট খেলে ৮ হাজার ৪৩ রান করেছেন। ব্যাটিং গড় ৪৯.৯৫। তাঁর সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত ইনিংসটি অপরাজিত ২৫৪ রানের। ২৭টি শতকের সঙ্গে ক্রিকেটের এ সংস্করণে তাঁর আছে ২৮টি অর্ধশতক। ২০১৯ সালের নভেম্বরে কলকাতায় বাংলাদেশের বিপক্ষে দ্বিশতকের পর ক্রিকেটের কোনো সংস্করণেই আর শতরান পাননি ভারতের অন্যতম সেরা এই ব্যাটসম্যান। এ বছরের জানুয়ারি মাসে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ২—১ ব্যবধানে সিরিজ হারের পর টেস্ট অধিনায়কত্ব ছেড়ে দেন।

তবে কোহলি ভারতের সবচেয়ে সফল অধিনায়কই। ৬৮টি টেস্টে অধিনায়কত্ব করে জিতেছেন ৪০ টেস্টে। টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসেই তিনি অন্যতম সেরা অধিনায়ক। সাফল্যের দিক দিয়ে ইতিহাসে তাঁর অবস্থান ষষ্ঠ। তাঁর আগের নামগুলো হচ্ছে গ্রায়েম স্মিথ, অ্যালান বোর্ডার, স্টিফেন ফ্লেমিং, রিকি পন্টিং ও ক্লাইভ লয়েড।আইপিএলে বাজে ফর্মেই ছিলেন। একাধিক ম্যাচে ফিরেছেন শূন্য রানে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টি—টোয়েন্টি সিরিজে বিশ্রামেই ছিলেন। আগামী ১ থেকে ৫ জুলাই ইংল্যান্ডের বিপক্ষে তাদের মাটিতে একমাত্র টেস্টে মাঠে ফেরার কথা কোহলির। গত বছর সফরের এ টেস্ট না খেলেই করোনার আশঙ্কায় দেশে ফিরে গিয়েছিল ভারত।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওয়ানডে সিরিজে ভারতীয় দলে কারা? ইঙ্গিত দিল বিসিসিআই

একটি টেস্ট ছাড়াও সীমিত ওভারের সিরিজ খেলতে ইংল্যান্ডে পা রেখেছেন ভারতীয় ক্রিকেটাররা। তবে এখনও ওডিআই বা টি-টোয়েন্টি সিরিজের দল ঘোষণা করেনি বিসিসিআই। সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে যাঁরা দলে সুযোগ পেয়েছেন, তাঁদেরকেই ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধেও খেলানো হতে পারে। কারণ হিসাবে বলা হচ্ছে, টেস্ট ম্যাচ শেষ হওয়ার দু’ দিনের মধ্যেই শুরু হবে টি-টোয়েন্টি সিরিজ। টেস্টের পরে ফের অন্য ফরম্যাটে নেমে মানিয়ে নিতে অসুবিধা হবে খেলোয়াড়দের।

নাম প্রকাশ্যে অনিচ্ছুক এক বোর্ড কর্তা জানিয়েছেন, হার্দিক পাণ্ডিয়ার নেতৃত্বে যে দল আয়ারল্যান্ডে খেলতে গিয়েছে, তারাই ইংল্যান্ডেও খেলবে।তিনি বলেছেন, “বার্মিংহ্যামে ১ জুলাই থেকে টেস্ট ম্যাচ শুরু হবে। ৫ জুলাই পর্যন্ত খেলা চলবে। অন্যদিকে ৭ জুলাই থেকে শুরু হবে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্ট সিরিজ। সেই কারণেই মনে করা হচ্ছে, টেস্ট খেলার পরেই এত কম সময়ের মধ্যে টি-টোয়েন্টি সিরিজে নামতে অসুবিধা হতে পারে ক্রিকেটারদের।”

সেই কারণেই অপেক্ষাকৃত তরুণ ব্রিগেডকে টি-টোয়েন্টি সিরিজে নামানোর কথা ভাবা হচ্ছে।বিসিসিআইয়ের ওই আধিকারিক জানিয়েছেন, “দু’টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলতে আয়ারল্যান্ডে যাবে ভারতীয় দল।তাদেরকেই ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধেও খেলানো হতে পারে। টেস্ট ম্যাচ চলাকালীন স্থানীয় দলের সঙ্গে দু’টি প্রস্তুতি ম্যাচও খেলবে ভারতীয় টি-টোয়েন্টি দল।” প্রসঙ্গত, গতকালই ভারতীয় দলের হেড কোচ রাহুল দ্রাবিড় জানিয়েছিলেন, এই সিরিজ থেকেই বিশ্বকাপের দল গড়ার চেষ্টা করবেন তিনি।

আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলতে নামা ভারতীয় দলে রয়েছে বেশ কিছু চমক। প্রথমবার সুযোগ দেওয়া হয়েছে রাহুল ত্রিপাঠীকে। সেই সঙ্গে আইপিএলে লাগাতার দ্রুত গতিতে বল করে সকলের নজর কেড়ে নেওয়া উমরান মালিকও রয়েছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সদ্যসমাপ্ত টি-টোয়েন্টি সিরিজে দারুণ ফর্মে থাকা দীনেশ কার্তিকও দলে রয়েছেন। কামব্যাক করছেন সূর্যকুমার যাদব ও সঞ্জু স্যামসন। প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, আর পরীক্ষা-নিরীক্ষা নয়। ইংল্যান্ড সফর থেকেই পূর্ণশক্তির দল খেলানো হবে। কিন্তু বিসিসিআই সূত্রের খবর অন্য কথা বলছে।

উইম্বলডন খেলতে বদ্ধপরিকর, দেশ বদলে রুশ খেলোয়াড় নামবেন জর্জিয়ার হয়ে

কথায় বলে, আইন থাকলে তার ফাঁকও থাকে। সেই ফাঁক গলেই এ বারের উইম্বলডনে খেলবেন রাশিয়ার টেনিস খেলোয়াড় নাতেলা জালামিজে। উইম্বলডন খেলতে বদ্ধপরিকর জালামিজে নিজের দেশ ছাড়লেন। খেলবেন জর্জিয়ার হয়ে।এ বারের উইম্বলডনে রাশিয়া এবং বেলারুশের খেলোয়াড়রা খেলতে পারবেন না। ইউক্রেনে রাশিয়ার সামরিক অভিযানের প্রতিবাদে এমনই নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে অল ইংল্যান্ড লন টেনিস ক্লাব। তাই উইম্বলডন খেলতে পারবেন না ডানিল মেদভেদেভরা। উইম্বলডন আয়োজকদের কড়া অবস্থানের জন্য নাগরিকত্বই বদলে ফেললেন জালামিজে। রাশিয়ার এই মহিলা খেলোয়াড় নিজের দেশ ছেড়ে জর্জিয়ার নাগরিকত্ব নিয়েছেন। উইম্বলডনে তিনি খেলবেন জর্জিয়ার প্রতিনিধি হিসাবে। ২৯ বছরের জালামিজে খেলবেন মহিলাদের ডাবলস। জুটি বাধবেন সার্বিয়ার আলেকজান্দ্রা ক্রুনিকের সঙ্গে। ডব্লুটিএ-র ওয়েবসাইটেও তাঁকে জর্জিয়ার খেলোয়াড় হিসাবে দেখানো হচ্ছে।

বিশ্ব যোগা দিবস পালিত বিলোনিয়ায়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুন।। সারা দেশেই যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে বিশ্ব যোগা দিবস। দক্ষিণ জেলার বিলোনিয়া মহকুমায়ও যথাযোগ্য মর্যাদায় তা পালিত হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে। বি কে আই মাঠে। মহকুমার ৭ টি স্কুলের প্রায় দেড় শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী অংশ নেয় অনুষ্ঠানে। সুসজ্জিতভাবে র‍্যালি করে বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা অংশ নেয় মূল অনুষ্ঠানে। উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসক সাজু ভাহিদ এ, বিলোনিয়া মিউনিসিপল কাউন্সিলের চেয়ারপার্সন নিখিল চন্দ্র গোপ, ও এস ডি কমলপদ দেববর্মা, ক্রীড়া দপ্তরের সহকারি আধিকারিক দেবাশিষ ভট্টাচার্য, দক্ষিণ জেলা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের যুগ্ম সচিব বাবুল চন্দ্র দেব। অনুষ্ঠানে অংশ নেয় ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসগর মহাবিদ্যালয়, আর্য কলোনি স্কুল, বিলোনিয়া ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, বিদ্যাপীঠ স্কুল, সারাসীমা স্কুল, বি কে আই, বিলোনিয়া বালিকা বিদ্যালয় এবং দক্ষিণ মির্জাপুর স্কুল। ব্যাপক উৎসাহ এবং উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে। উপস্থিত অতিথিরা যোগা দিবসের তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করেন। এর পর হয় যোগা প্রদর্শণ। শেষে সুসজ্জিত র‍্যালি করে আসার জন্য পুরস্কৃত করা হয় সারাসীমা স্কুলকে।

স্পোর্টস স্কুলে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু ২৮শে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুন।। ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু ২৮ জুন। দুদিনব্যাপী বাঁধারঘাটস্থিত ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল প্রাঙ্গনে ২০২২-২৩ শিক্ষা বর্ষের নবম শ্রেণীর ভর্তি প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হবে। পানিসাগর এবং বাঁধারঘাটের স্পোর্টস স্কুল থেকে যারা অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ হয়েছে শুধুমাত্র তারাই এই প্রক্রিয়ায় যোগ দিতে পারবে।। ক্রীড়া দপ্তরের বিশেষজ্ঞ দল এই প্রক্রিয়া পরিচালনা করবেন। ছেলে মেয়েদের দক্ষতার (মোটর এবিলিটি টেস্ট) নিরিখে এই ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। যারা নিদৃষ্ট যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে তারাই ভর্তির সুযোগ পাবে। দপ্তরের অধিকর্তা সুবিকাশ দেব্বর্মা এক বিবৃতিতে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

হায়দরাবাদে জাতীয় পাওয়ার লিফটিং রাজ্য দলের প্রস্তুতি জোরকদমে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুন।। শুরু হলো চূড়ান্ত প্রস্তুতি। ত্রিপুরা দলের। হায়দরাবাদে অনুষ্ঠিত জাতীয় সাবজুনিয়র, জুনিয়র এবং মাস্টার্স পাওয়ার লিফটিং প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের করবে ত্রিপুরা। ৫-১০ জুলাই হবে আসর। তাতে ৩০ সদস্যের রাজ্য দল আসরে অংশ নেবে। আসরে সাফল্য পাওয়ার লক্ষ্য দুবেলা করে চলছে ত্রিপুরা দলের চূড়ান্ত প্রস্তুতি শিবির। ৭ জুন এন এস আর সি সি-র ভারোত্তোলন হলে হয় নির্বাচনী শিবির। তাতে ৩০ সদস্যের ত্রিপুরা দল ঘোষনা করা হয়। নির্বাচিত খেলোয়াড়দের নিয়ে ২০-২৯ জুন হবে বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির। এন এস আর সি সি-তে। প্রতিদিন দুবেলা করে চলছে শিবির। লক্ষ্য একটাই, জাতীয় আসরে সাফল্য পাওয়া। রাজ্য সংস্থার সচিব নারায়ন চন্দ্র দেবনাথ বলেন, ’ত্রিপুরার সেরা দল পাঠানো হচ্ছে আসরে। আশাকরি হতাশ করবে না। ভালো ফলাফল করে ফিরে আসার জন্যই চলছে বিশেষ প্রস্তুতি শিবির। বেশ কয়েকটি পদক জয় করেই খেলোয়াড়রা রাজ্যে ফিরবে আমার বিশ্বাস’। কোচ রাণা দেব এবং কাজল দাসের তত্বাবধানে চলছে ত্রিপুরা দলের খেলোয়াড়দের বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির।

ত্রিপুরা দল: সাবজুনিয়র (বালক)মহম্মদ ইসমাইল, জয়দীপ বনিক, দীপু ত্রিপুরা, ড্যানিয়েল জমাতিয়া, বরুণ শর্মা, (বালিকা)সঙ্গিতা চৌধুরি, শিখা মল্লিক, জিসা চাকমা, রঙ্গা দেবী দেববর্মা, শ্রেয়া আচার্য, সুস্মিতা দে। জুনিয়র (বালক)রজত কুমার দাস, অরিন্দম সিনহা, বিপ্রজিৎ রায়, শুভ্রদীপ সরকার, অর্পন সূত্রধর, প্রীন্স বর্মন, গোপাল সাহা। (বালিকা)অনিন্দিতা সরকার, মাস্টার্স (১) প্রণব ভৌমিক, স্বপন দাস, মাস্টার্স (২) নির্মল দাস, সমীর দে, জয়ন্ত মজুমদার, মাস্টার্স (৩)অমল কুমার ঘোষ এবং কুমুদ বনিক। কোচ: রাণা দেব (পুরুষ), কাজল দাস (মহিলা), ম্যানেজার: শম্ভু নাথ সাহা (পুরুষ), তপন কুমার আচার্য।

’মানবতার জন্য যোগা’ আন্তর্জাতীক যোগা দিবসে প্রত্যেকের আহ্বান

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুন।। ‘মানবতার জন্য যোগা’-এই থিম কে সামনে রেখে মঙ্গলবার গোটা বিশ্বে পালিত হলো অষ্টম আন্তর্জাতীক যোগা দিবস। গোটা দেশের সাথে রাজ্যেও এদিন আন্তর্জাতীক যোগা দিবস উদযাপন করা হয়। এই উপলক্ষে পশ্চিম জেলার জিরানিয়ার বীরেন্দ্রনগর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে রাজ্য সরকারের যুব কল্যাণ এবং ক্রীড়া দফতরের উদ্যোগে এক যোগা প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ কৈলাস বিজয়বর্গীয় রাজ্যের ক্রীড়া, যুব কল্যাণ, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী পশ্চিম জেলা পরিষদের সভাধিপতি অন্তরা দেব সরকার প্রমূখ। এদিন প্রদীপ জ্বালিয়ে এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেন রাজ্যের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, সাংসদ কৈলাস বিজয়বর্গীয়, পশ্চিম জেলা পরিষদের সভাধিপতি অন্তরা দেব সরকার প্রমুখ। অনুষ্ঠান সূচনার পর শুরু হয় যোগা প্রদর্শনী। এতে অংশগ্রহণ করেন জিরানিয়া মহাকুমার বীরেন্দ্রনগর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রী, রাজ্যের ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, সাংসদ কৈলাস বিজয়বর্গীয় সহ অন্যান্যরা।এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সাংসদ কৈলাস বিজয়বর্গীয়। তিনি উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিদিন নিয়ম করে যোগাভ্যাস করার জন্য উপদেশ দেন।অনুষ্ঠানে জিরানিয়া মহকুমার বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা যোগা প্রদর্শন করে। সাংসদ কৈলাস বিজয়বর্গীয় এবং মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী যোগা প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে কথা বলেন। মন্ত্রী এবং সাংসদকে কাছে পেয়ে খুশি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছাত্রছাত্রীরা।

আসামে জাতীয় জুনিয়র ফুটবলে বুধবার দাদরার মুখোমুখি ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুন।।নিজেদের তৃতীয় ম্যাচ খেলতে মাঠে নামবে আত্মবিশ্বাসী ত্রিপুরা। প্রতিপক্ষ দাদরা এন্ড নগর হাবেলী। এল এন আই টি মাঠে আজ দুপুর দেড়টায় শুরু হবে ম্যাচটি। অসমের সোনাপুরে অনুষ্ঠিত অনূর্ধ-১৭ জাতীয় জুনিয়র বালিকাদের ফুটবল প্রতিযোগিতায়। মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অসহায় আত্মসমর্পন করার পর সোমবার চন্ডিগড়ের বিরুদ্ধে পিছিয়ে থেকেও দুরন্ত জয় ছিনিয়ে নিয়ে আত্মবিশ্বাস ফিরে পায় ত্রিপুরার ফুটবলাররা। ওই আত্মবিশ্বাসকে পুজি করেই আজ দাদরা এন্ড নগর হাবেলী জয় করতে চাইছে ত্রিপুরা।

ওই ম্যাচে ভালো ফলাফল করার জন্য মঙ্গলবার দুপুরে শেষ প্রস্তুতি সেরে নেয় ত্রিপুরার ফুটবলাররা। খানাপাড়া মাঠে এদিন অনুশীলন করানো হয়। মূলত ফুটবলারদের শারীরিক সক্ষমতা বাড়ানোর উপরই জোর দেন কোচ শুভেনজিৎ সিনহা। অপরদিকে প্রথম ম্যাচে শক্তিশালী ওড়িশার বিরুদ্ধে পয়েন্ট ভাগ করে দাদরা এন্ড নগর হাবেলী দলের ফুটবলাররাও চাইছে ত্রিপুরা জয় করতে। ফলে লড়াই হবে জমজমাট। তবে যে দলের ফুটবলাররা মাঝমাঠ দখলে নিতে পারবে, সেই দলই পুরো পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়তে পারবে বলে মনে করছেন দুদলের কোচ। দুদলের কোচই জয় পাওয়া নিয়ে আত্মবিশ্বাসী।

‘ক্লাবের ইতিহাস কালিমালিপ্ত করবেন না’, ইস্টবেঙ্গলকে কড়া চিঠি প্রাক্তনদের

নতুন বিনিয়োগকারী হিসাবে ইমামি আসার পরে কেটে গিয়েছে প্রায় এক মাস। তবে আগামী মরসুমের দল গঠন প্রায় কিছুই এগোয়নি ইস্টবেঙ্গলে। ইতি-উতি কিছু ফুটবলারকে সই করানো হলেও কোনও নামকরা ফুটবলার এখনও লাল-হলুদে আসেননি। এই পরিস্থিতিতে ক্লাবের ভবিষ্যৎ কী হবে, তাঁরা আদৌ আইএসএলে খেলতে পারবে কি না, তা জানতে চেয়ে ক্লাবের সচিবকে কড়া চিঠি পাঠালেন প্রাক্তন ফুটবলাররা।

ইমামির সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর নিয়ে ক্লাবে এই মুহূর্তে কী পরিস্থিতি, সেটাও জানতে চেয়েছেন তাঁরা। পাশাপাশি এটাও স্পষ্ট বলেছেন, শক্তিশালী দল গড়ে ব্যর্থ হলে জোর করে আইএসএলে খেলে ক্লাবের ইতিহাস কালিমালিপ্ত না করতে।

শ্রী সিমেন্টের সঙ্গে বিচ্ছেদের পরেই ক্লাব তাঁবুতে সাংবাদিক বৈঠক করে কর্তা দেবব্রত সরকার জানিয়েছিলেন, আসন্ন মরসুমের জন্য ফুটবলার বাছাই করতে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে প্রাক্তন ফুটবলারদের। দেবব্রতের কথা শুনে প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণেন্দু রায়, সৈয়দ রহিম নবির মতো প্রাক্তনরা ফুটবলার বাছাই করে নামের একটা তালিকা ক্লাবের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। সেখানে আই লিগ এবং সন্তোষ ট্রফি থেকে বাছাই করা ফুটবলাররা ছিলেন। সেই ফুটবলারদের সই করানোর ব্যাপারে কী হল, তা জানতে চাওয়া হয়েছে।

ক্লাব সচিবকে পাঠানো চিঠিতে প্রশান্ত, কৃষ্ণেন্দু, নবি ছাড়াও সই রয়েছে মিহির বসু, অলোক মুখোপাধ্যায়, সুমিত মুখোপাধ্যায় এবং বিকাশ পাঁজির। প্রত্যেকেই সে দিনের সাংবাদিক বৈঠকে হাজির ছিলেন। যে চিঠি তাঁরা ক্লাবকে পাঠিয়েছেন তাতে লেখা, ‘গত ৯ জুন থেকে ট্রান্সফার উইন্ডো খুলেছে। আইএসএলের সব ক্লাব যেখানে ফুটবলারদের সই করাতে ব্যস্ত, সেখানে ইস্টবেঙ্গল চুপচাপ। এই মুহূর্তে যা পরিস্থিতি তাতে আইএসএল খেলার মতো ফুটবলার পাওয়া অসম্ভব। তা হলে এ বারেও কি গত বারের পুনরাবৃত্তি হবে?’

চিঠিতে আরও লেখা হয়েছে, ‘আইএসএলের উপযুক্ত দল তৈরি করতে পারলে তবেই সেখানে দল নামান। না হলে লোকদেখানো দল নামিয়ে ক্লাবের ইতিহাসকে আর কালিমালিপ্ত করবেন না। দরকারে কলকাতা লিগ, ডুরান্ড কাপ, আইএফএ শিল্ডে খেলুন। এ ভাবে আইএসএলে খেলবেন না। আইএসএলকে আইএসএলের মতো করেই খেলুন।’

MEMORANDUM

In reference to the Tender invited for procurement of Sweet Orange vide No.F.3(10)DDH/SPJ/MGNREGA/TENDER/2022-23/1928, Dated, 13/06/2022 is hereby cancelled due to some unavailable reason.

Sd/-(DR. BANASRI ROY CHOUDHURY)
Dy. Director of Horticulture,
Seaphijala District, Bishalgarh,

ICA-C-964-22

নিখোঁজ বিজ্ঞপ্তি

সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত ছবিতে দেওয়া ব্যক্তির নাম শ্রী অসিত দাস, বয়স ৩০ বৎসর, পিতা ঃ শ্রী হেমেন্দ্র দাস, গ্রাম ঃ ৮২ মাইল প্রপার পাড়া, থানা- মনু, জেলাঃ ধলাই, উচ্চতা ঃ ৫ ফুট,ঙ. ২ ইঞ্চি গায়ের রঙ ঃ ফর্শা, পরনে কালো রং -এর প্যান্ট এবং নীল রং এর সার্ট, উক্ত ব্যক্তি গত ২৫/০৫/২০২২ ইং তারিখে নিজ বাড়ি হইতে বেরিয়ে যায়। এখন পর্যন্ত সে বাড়িতে ও ফিরিয়া আসে নাই। পরবর্তী সময়ে অনেক খোঁজা-খুজির পরও তাহাকে খোঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। উক্ত বিষয়ে মনু থানায় গত ২৬/০৫/২০২২ ইং তারিখে একটি জেনারেল ডায়েরী নথীভুক্ত করা হইয়াছে, যাহার নং ২০। উক্ত বিষয়ে তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু হইয়াছে। উক্ত নিখোঁজ ব্যক্তি সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নোক্ত ঠিকানায় জানানোর জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ পুলিশ সুপার, ধলাই জেলা, আমবাসা
দুরভাষ নম্বর ঃ- ০৩৮২৬-২৬৭২৫৯ (পুলিশ কন্ট্রোল, ধলাই)
০৩৮২৬-২৬৭২৫৮ (অফিস), ৯৪৩৬৯৭২৬৮০ (মোবাইল)

স্বাঃ অস্পষ্ট
পুলিশ সুপার
ধলাই জেলা, আমবাসা

ICA-D-443/22

REQUEST FOR PROPOSALS (RFP)
For
Appointment of Chartered Accountants Firm for Audit of Accounts of Samagra Shiksha, Tripura for the financial year 2021-22.

Proposals are invited from the C&AG Empanelled Chartered Accountant Firms in the prescribed format for engagement with the responsibility for **Audit of Accounts of Samagra Shiksha, Tripura** implemented in the state of Tripura as per enclosed terms of reference.

The Proposal should be submitted in one big envelop super-scribed **"Engagement of Chartered Accountant Firms for Audit of Accounts of Samagra Shiksha, Tripura"** containing two separately sealed small envelops, one for "Technical Bid" and another for "Financial Bid". The proposal must be delivered by post (in a sealed envelope)/ or by hand in the office of the State Project Director, Samagra Shiksha. The RFP must be sent to "Office of the State Project Director, Samagra Shiksha, Tripura,3rd floor, Shiksha Bhavan, Office Lane, Agartala, West Tripura, 799001" and dropped into the tender box from 10.30AM to 5.30PM on all working days from 21.06.2022 to 12.07.2022. The tender document may be downloaded from the website: **www.sseducation.tripura.gov.in**

Sd/-[Chandni Chandran, IAS]
State Project Director
Samagra Shiksha, Tripura

ICA/C/958/22

বিদ্যুৎস্পৃষ্টে আহত কৃষক, নিগমের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুন।। ধান ক্ষেত থেকে ফেরার পথে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে এক কৃষক গুরুতর আহত হয়েছেন। অভিযোগ, ধান ক্ষেতে বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের খুঁটি হেলে পড়ে থাকলেও নিগমের তরফে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। অভিযোগ জানানো সত্বেও ওই খুঁটি সরানো হয়নি। ফলে, ওই কৃষক আক্রান্ত হয়েছেন। প্রসঙ্গত, বিদ্যুৎ নিগমের উদাসীনতায় ক্ষোভে ফুঁসছেন দক্ষিণ জাম্বুরার বাসিন্দা। বিদ্যুৎ নিগমের খামখেয়ালিপনা, মর্জিমাফিক আচরন, কর্তব্যে অবহেলা, অযথা কালক্ষেপন ও উদাসীনতায় এলাকাবাসীর ক্ষোভ এখন চরম আকার ধারণ করছে। কোথাও কোন এলাকায় বিদ্যুৎ পরিবাহী লাইনে ত্রুটি ধরা পড়লে, বিদ্যুৎ খুঁটি হেলে পড়ে থাকলে, কোথাও তার নীচের দিকে ঝুলে পড়লে তা বিপজ্জনক হলেও বিদ্যুৎ নিগমের গাফিলতিতে সেই ত্রুটি আর সাড়াই করা হয় না বলেই অভিযোগ। দিনের পর দিন অভিযোগ দিলেও নিগমের খোয়াই সাব ডিভিশনের কার্য্যালয়ে গিয়ে দিনের পর দিন অনুনয় বিনয় করে জানালেও বিদ্যুৎ নিগমের সময় আর হয়ে উঠেনা।

অথচ বিদ্যুৎ লাইনের ত্রুটি বা খুঁটি হেলে পড়ার কারণে যে কোন সময় কোন অসতর্ক মুহূর্তে ঘটে যেতে পারে মারাত্মক দুর্ঘটনা। এমনকি প্রাণ চলে যেতে পারে নিরপরাধ কোন মানুষের। তবুও যেন খোয়াই বিদ্যুৎ নিগমের কিছুই আসে যায় না। মানুষের জীবনের যেন কোন দামই নেই বিদ্যুৎ নিগমের কর্মকর্তাদের কাছে। খোয়াই সাব ডিভিশনের দক্ষিণ জাম্বুরায় গত কুড়ি দিন ধরে নির্মাণাধীন জাতীয় সড়কের পাশে একটি বিদ্যুৎ খুঁটি বিপজ্জনক অবস্থায় হেলে পড়ে রয়েছে। খুঁটির তার মাটি থেকে প্রায় দুই হাত ওপরে ঝুলছে। বেশ কয়েকদিন স্থানীয় মানুষজন বিদ্যুৎ নিগমের খোয়াই সাব ডিভিশনের কর্তাদের বিষয়টি জানিয়েছেন। কলের পর কল দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ধানক্ষেতে হেলে পড়া খুঁটি আর দাঁড় করানোর নাম নেই। ৩৩ কে.ভি ভোল্টেজের উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন পরিবাহী বিদ্যুৎ লাইন রয়েছে এখানে। যে কোন সময় ঘনিয়ে আসতে পারে। এরপরেও নিগমের ঘুম আর ভাঙেনা।

সোমবার সেখানেই নিজের ধানক্ষেতে গিয়ে ধান কেটে ধানের বোঝা মাথায় নিয়ে বাড়ী ফিরছিলেন ব্রজেন্দ্র মোদক (৬০) নামে স্থানীয় এক কৃষক।তখনই ধানের বোঝার সাথে হেলে পড়া খুঁটির তারের সংস্পর্শে সাথে সাথেই বিদ্যুৎপৃষ্ট হন ঐ কৃষক।প্রচন্ড শব্দে লাইনে বিস্ফোরণও হয়।খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর লোকজন গাড়ি নিয়ে ছুটে গিয়ে ঘটনাস্থল থেকে আহত কৃষক ব্রজেন্দ্র মোদককে হাসপাতালে এনে ভর্তি করান। বর্তমানে তাঁর চিকিতা চলছে হাসপাতালে।

উপনির্বাচনের প্রচারের শেষ দিনে বিজেপি প্রার্থী ডা. মানিক সাহাকে নিয়ে কর্মীরা। ছবি ঃ নিজস্ব

উপনির্বাচনে সরব প্রচারের অন্তিম দিনে কংগ্রেস প্রার্থীর আশিস সাহা এবং সুদীপ রায় বর্মনকে নিয়ে রাজপথে র‍্যালি করেন কর্মী সমর্থকরা। ছবি ঃ নিজস্ব

অঙ্গনওয়াড়ী কর্মীদের ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২১ জুন।। মঙ্গলবার দুপুরে সিডিপিও সৌমেন চক্রবর্তীর হাতে অঙ্গনওয়াড়ি শিক্ষিকারা ডেপুটেশন প্রদান করেন। সাতমাস যাবৎ সিডিএস প্রোজেক্ট এর সকল অঙ্গনওয়ারী শিক্ষিকারা টিএইচআর বন্ধ রাখবে বলে পরিষ্কার জানিয়ে এক ডেপুটেশন প্রদান করেন। জুলাই মাস থেকে ফিডিং চালাতে পারবে না।কারন দোকান মালিক সাতমাস ধরে বকেয়া ফিডিং এর বিল পাচ্ছে না। তাছাড়া বর্তমান বাজারে ফিডিং এর দাম আকাশ ছোঁয়া।তাদের পক্ষে নগত টাকা খরচ করে ফিডিং কেনা অসম্ভব হয়ে পরছে।চলতি মাস থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত ফিডিং বন্ধ রাখবে বলে সিডিপিওকে সাফ জানিয়ে দেন।এও বলেন অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্রে ফিডিং ব্যাতিত সমস্ত প্রজেক্টের কাজ সকাল ৭ টা থেকে ১১ টা পর্যন্ত চালু থাকবে।গতমাস থেকে অঙ্গনওয়ারী শিক্ষিকাদের সাম্মানিক ভাতা বৃদ্ধি করার কথা ছিলো।ভাতাও বৃদ্ধি করা হয়নি বলে জানান।সেক্টর অফিসারের নজর দিতে সিডিপিওকে অবগত করেন।সিডিপিও অঙ্গনওয়ারী শিক্ষিকাদের আশ্বস্ত করে বলেন যে সাতমাসের বকেয়া রয়েছে তারমধ্যে তিনমাসের টাকা পেয়ে যাবেন বর্তমান মাসের মধ্যে। অঙ্গনওয়ারী শিক্ষিকাদের কাজ বন্ধ না করে কাজ চালিয়ে যেতে।

অগ্নিপথ প্রত্যাহারের দাবীতে উদয়পুরে বামেদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুন।। অগ্নিপথ প্রত্যাহার করো এই স্লোগানে রাজ্যের অন্যান্য স্থানের সঙ্গে উদয়পুর মহকুমায় বামপন্থী বিভিন্ন সংগঠনের ডাকে মঙ্গলবার জামতলাতে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়।উপস্থিত ছিলেন ডিওয়াইএফআই -র রাজ্য সম্পাদক নবারুণ দেব, কৃষক নেতা নিতাই বিশ্বাস, নিখিল দাস, দেবাশীষ ধর চৌধুরী, বিধায়ক রতন ভৌমিক সহ বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ। দেশ প্রেমিক গণতান্ত্রিক জনগণকে অগ্নিপথের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান বক্তারা। যুব নেতা নবারুণ দেব বলেন দেশের নিরাপত্তার সঙ্গে ছিনিমিনি খেলা মেনে নেওয়া হবে না। বাতিল করতে হবে সর্বনাশা ভয়ংকর অগ্নিপথ প্রকল্প। সেনাবাহিনীর কাঠামো এবং পরিচয়কেই ধ্বংস করে দেবে অগ্নিপথ। সেনাকে নিয়ে ধান্দাবাজির রাজনীতির তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। মঙ্গলবার উদয়পুরের ডাকা বামপন্থী গণসংগঠনের অগ্নিপথ প্রত্যাহারের বিক্ষোভ কর্মসূচিতে।

উত্তর জেলাতেও যোগা দিবস উদ্‌যাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুন।। 'যোগা ফর হিউমিনিটি' থিম কে সামনে রেখে সারা দেশের সাথে সংগতি রেখে জেলা ভিত্তিক অষ্টম আন্তর্জাতিক যোগা দিবস ২০২২ আজ উত্তর ত্রিপুরা নেহরু যুব কেন্দ্র ও রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স ধর্মনগর শাখার যৌথ উদ্যোগে ও প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয় এর সহযোগিতায় উদযাপিত হল ধর্মনগর রেল স্টেশন প্রাঙ্গণে। সকাল সাড়ে ছয় ঘটিকায় প্রদ্বীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন ডক্টর অরুণাভ চক্রবর্তী, জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক উত্তর ত্রিপুরা। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমীর রঞ্জন নাথ, ওএসডি জেলা শিক্ষা দপ্তর উত্তর ত্রিপুরা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডক্টর বর্নিশিখা দাস, জি ডি এম ও রেলওয়ে হেলথ ইউনিট ধর্মনগর, জে পি মরিয়া, ইন্সপেক্টর আরপিএফ ধর্মনগর , গোপেশ ঘোষ , এজিএম, টি এস ই সি এল, উত্তর ত্রিপুরা , রিপন চক্রবর্তী প্রধান শিক্ষক রাজবাড়ী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় , নিরঞ্জন নাথ জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত , অঞ্জন বর্ধন জাতীয় যুব পুরস্কারপ্রাপ্ত, শর্মিষ্ঠা ভট্টাচার্যী , এ পি এস, নেহেরু যুব কেন্দ্র উত্তর ত্রিপুরা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বি কে মামনি, সেন্টার ইনচার্জ ব্রহ্মাকুমারী ধর্মনগর। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কুনাল গৌতম জেলা যুব আধিকারিক উত্তর ত্রিপুরা। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন নজরুল সঙ্গীত সম্মাননা পুরস্কার প্রাপ্ত শিল্পী সুইটি পাল। এই যোগা দিবস কার্যক্রমে ধর্মনগর শহর এলাকার স্কুল ছাত্র-ছাত্রী , যোগা প্রতিষ্ঠান সদস্য , বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা সদস্য , আরপিএফ জাওয়ান , ব্রহ্মাকুমারী সদস্যরা, নেহেরু যুব কেন্দ্র উত্তর ত্রিপুরার জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক গন অংশগ্রহণ করেন । ভারত সরকারের আয়ুস মন্ত্রকের নির্দেশ অনুসারে যোগা কর্মসূচি পালন করা হয়। যোগা কার্যক্রম পরিচালনা করেন শুভেন্দু কুমার নাথ, যোগা ভলেন্টিয়ার, আই এম ও। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন নেহেরু যুব কেন্দ্র পক্ষে রণদীপ রুদ্র পাল।এছাড়াও উওর জেলার বিভিন্ন স্কুল, সমাজসেবী সংস্থা এবং একল অভিযান এর পক্ষ থেকেও আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপন করা হয়। ধর্মনগর মহাকুমার আলগাপুর স্বরুপা নন্দ আশ্রম প্রাঙ্গণে একল অভিযান এই দিবসটি উদযাপন করে।এই যোগ-ব্যায়ামে অংশ নেন একল ত্রিপুরা ভাগের সভাপতি শ্রীমন্ত পাল এবং একল ত্রিপুরা ভাগ জাগরন মঞ্চের সভাপতি স্বপন দাস সহ অন্যান্য কর্ম কর্তারা।

চাকমাঘাটে হাতির তান্ডব অব্যাহত

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২১ জুন।। তেলিয়ামুড়া চাকমাঘাট হারাধন দাস পাড়া এলাকায় হাতির শাবকের মৃত্যুর পর পরই প্রতিরাতে দাতালের দল ওই এলাকায় তাণ্ডব চালাচ্ছে। এতে করে আতঙ্কের মধ্যে দিন গুজরান করছে ওই এলাকায় বসবাসকারী সাধারন জনগন। উল্লেখ থাকে, গত ১৮ ই জুন তেলিয়ামুড়া চাকমাঘাট স্থিত হারাধন দাস পাড়া এলাকায় হাতি শাবকের মৃতদেহ ভাসমান অবস্থায় উদ্ধার হয়েছিল একটি পুকুরের জলে। এই ঘটনার কয়েকদিন যেতে না যেতেই বন্য দাঁতাল হাতির দল প্রতি রাতে ওই এলাকায় হানাদারি চালায়। সোমবার রাতে ও এর ব্যাতিক্রম হয়নি। এতে করে আতঙ্কের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করছে ওই এলাকায় বসবাসকারী সাধারন জনগন। তবে হাতির সমস্যা তেলিয়ামুড়া বনদপ্তরের অধীন বিস্তীর্ণ এলাকায় যেন বংশ-পরম্পরা অভিশাপের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। দীর্ঘদিন যাবত তেলিয়ামুড়ার বিস্তীর্ণ এলাকায় হাতির সমস্যা থাকলেও নির্বিকার বনদপ্তর। হাতি প্রবণ এলাকাগুলিতে বসবাসকারী সাধারণ মানুষ জন চাইছে হাতির সমস্যা নিরসনে প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা গ্রহণ করুক বনদপ্তর।

উদয়পুরে দুঃসাহসিক চুরি, কুড়ি ভরি স্বর্ণালংকার ও নগদ কয়েক লক্ষ টাকা লুট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুন।। আবারো উদয়পুরে দুঃসাহসীক চুরি হয়েছে। প্রায় ২০ ভরি স্বর্ণালঙ্কারসহ নগদ কয়েক লক্ষ টাকা নিয়ে গেছে চোরের দল। জানা গেছে, পশ্চিম ছাতারিয়া এলাকার বাসিন্দা কাজল দাসের বাড়িতে গতকাল রাতে সংঘটিত হয়েছে এই চুরির কান্ড। গতকাল বাড়ির মালিক অসুস্থ থাকায় তিনি আগরতলার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। আর সেই সুযোগকেই কাজে লাগিয়েছে চোরের দল। বাড়ির সদস্যদের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে চোরের দল এই কান্ডটি সংঘটিত করেছে।ঘটনার খবর পেয়ে আর কে পুর থানার একটি বিশেষ টিম ঘটনাস্থলে এসেছেন। পরবর্তীতে ছুটে আসেন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধ্রুব নাথ, আর কে পুর থানার ওসি বাবুল দাস। আনা হয় বিশেষ ফরেনসিক টিম ও ডগ স্কোয়ার্ড। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। তবে এখনো পর্যন্ত চোরদের কোনো হদিশ পাওয়া যায়নি।

বিলোনীয়াতেও যোগা দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২১ জুন।। ৮ম বিশ্ব যোগা দিবস উপলক্ষে মঙ্গলবার দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা সদর বিলোনিয়া বি কে আই ময়দানে দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়। প্রতিবছর একুশে জুন তারিখে সারাবিশ্বে সকলে মিলে অন্তত একদিনের জন্য যোগ ব্যায়াম করে। যোগা দিবস এই বছর এর মূল ভাবনা মানবতার জন্য চাই যোগা। এই ভাবনাকে সামনে রেখে বিলোনিয়া বিকে আই মাঠে অনুষ্ঠিত হয় দক্ষিণ জেলা ভিত্তিক ৮ম বিশ্ব যোগা দিবস। দক্ষিণ জেলা যুব ও ক্রীড়া দফতরের উদ্যোগে বিলোনিয়া বিকেআই ময়দানে জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে পালিত হয় যোগা দিবস। উপস্থিত ছিলেন বিলোনিয়া পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন নিখিল চন্দ্র গোপ, জেলাশাসক সাজু ওয়াহিদ এ . সহ অন্যান্য আধিকারিক বৃন্দ। অনুষ্ঠানে প্রদর্শিত হয় যোগাসন। যোগব্যায়াম কি এবং কেন এ নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন বিলোনিয়া পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন নিখিল চন্দ্র গোপ এবং জেলাশাসক সাজু ওয়াহিদ এ। মূল অনুষ্ঠানটি ছাড়াও বিভিন্ন জায়গায় যোগা দিবস পালন করা হয়। জেলা ভিত্তিক এই অনুষ্ঠানে সারাসীমা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণ এবং যোগা প্রদর্শনে ভালো দক্ষতা প্রদর্শিত করার জন্য এই বিদ্যালয়কে পুরস্কৃত করা হয় জেলাশাসকের পক্ষ থেকে।

বিএসএফের উদ্যোগে যোগা দিবস পালিত খাসিয়ামঙ্গলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২১ জুন।। বি.এস.এফ তেলিয়ামুড়া ৮০ ও ১১৯ নং ব্যাটেলিয়ানের উদ্যোগে খাসিয়ামঙ্গল স্থিত সেক্টর হেড কোয়ার্টারে ৮ম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালিত হয় মহা-সারম্বরে মঙ্গলবার। এদিনের এই অনুষ্ঠানে খাসিয়ামঙ্গল স্থিত সেক্টর হেড কোয়ার্টারে আধিকারিক সহ জওয়ানরা এবং পরিবারের সদস্যরা স্বতঃস্ফূর্তার সহিত অংশগ্রহণ করেন। এদিনের এই যোগ দিবসের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া সেক্টর হেড কোয়ার্টারের ডি.আই.জি সুশীল কুমার, ৮০নং ব্যাটেলিয়ানের কমান্ডেন্ট দেবরত নেগী, সেক্টর কমান্ডেন্ট তেলিয়ামুড়া অজিত কুমার পি সহ ১১৯ নং ব্যাটেলিয়ানের কমান্ডেন্ট সুরজ সিং নেগী সহ অন্যান্য আধিকারিক'রা।এদিনের এই অনুষ্ঠানে আলোচনা রাখতে গিয়ে ডি.আই.জি সুশীল কুমার যোগ দিবসের তাৎপর্য তা নিয়ে আলোচনা রাখেন। অপরদিকে তেলিয়ামুড়া চিত্রাঙ্গদা কলা কেন্দ্রের পেক্ষাগৃহে যোগা ফর হিউমিনিটি এই শ্লোগান''কে সামনে রেখে খোয়াই জেলা যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক দপ্তরের উদ্যোগে পালিত হয় যথাযোগ্য মর্যাদায়।

এদিনের এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা তথা রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায়, খোয়াই জেলা সভাধিপতি জয়দেব দেববর্মা সহ পৌর পিতা রূপক সরকার সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা।এদিনের এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায় নিজ প্রতিক্রিয়া ব্যাক্ত করতে গিয়ে বলেন আজ থেকে ৮বছর পূর্বে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই যোগ দিবসের সূচনা করেছিলেন এবং বিশ্বের সব রাষ্ট্রের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। মনকে ভালো রাখতে মেডিটেশন এবং শরীর''কে ভালো রাখতে যোগার গুরুত্ব অপরিসীম। তাই সকলকে যোগাভ্যাস করার জন্য এদিনের এই অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে আহ্বান জানিয়েছেন বিধায়িকা।

৫২ মাস পর আমজাদনগরে খুলল সিপিএম পার্টি অফিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২১ জুন।। ঋষ্যমুখ বিধানসভার আমজাদনগর সিপিআইএম পার্টি অফিস বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে বন্ধ ছিল। ৫২ মাস পর অফিসটি পুনরায় পার্টি কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতিতে উদ্বোধন করেন পার্টির বিলোনীয়া মহকুমা সম্পাদক তাপস দত্ত। পার্টি অফিস উদ্বোধন শেষে প্রকাশ্য সভায় বক্তব্য রাখেন সিপিআই(এম) বিলোনীয়া মহকুমা সম্পাদক তাপস দত্ত, পার্টির বিলোনীয়া মহকুমা সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য আশিষ দত্ত। বক্তারা বলেন বর্তমান সরকারের শাসনে রাজ্যের গনতন্ত্র বিপন্ন। আক্রান্ত চিকিৎসক, সাংবাদিক ,পুলিস প্রশাসন, ঠিকাদার, ব্যাবসায়ী, শ্রমিক, শিশু ,কিশোর, যুবক পৌড়, নারী পুরুষ এমনকি সংবাদ মাধ্যম পর্যন্ত আক্রান্ত। আইনের শাসন তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। শুধু সিপিআই(এম) বামপন্থীরাই নয় স্বদলীয় লোকদের মধ্যে যারাইএই সরকারের বিরুদ্ধে মুখ খুলছে তাকেই আক্রান্ত হতে হচ্ছে। বেকারদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে বিজেপি সরকার। উন্নয়ন স্তব্দ, লুটের রাজত্ব কায়েম হয়েছে। বাড়ছে সাম্প্রদায়িক আক্রমন। মানুষের সাংবিধানিক অধিকার আক্রান্ত। বিজেপি জোট সরকারের ৫২ মাসের শাসন মানুষকে প্রতারণা আর অন্ধকার রাজত্ব ছাড়া কিছুই দিতে পারেনি। এরা নিজেদের অস্তিত্বকে জানান দিতে সন্ত্রাসকে হাতিয়ার করে নিজেদের রক্ষায় সর্বনাশা খেলায় মেতেছে বিজেপি। বিজেপির সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে গনতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রামকে তীব্র করে রাজ্যের মানুষ ও রাজ্যকে অপশাসনের হাত থেকে রক্ষা করতে ব্যাপক মানুষকে সংগঠিত করতে সকলের কাছে আহ্বান করেন নেতৃত্বরা। এদিনের সভায় সভাপতিত্ব মন্ডলীতে ছিলেন আবুকাশেম ও তারা মিয়া। এদিনের কর্মসূচীতে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পার্টির বিলোনীয়া মহকুমা সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য কৃষ্ণ চৌধুরী, রিপু সাহা, পার্টির সাড়াসীমা অঞ্চল সম্পাদক মৃদুল শীল, পার্টির বিভাগীয় সদস্য মধুসুধন দত্ত।

যোগা প্রাচীন ভারতে উদ্ভূত শারীরিক, মানসিক ব্যায়াম ও আধ্যাত্মিক অনুশীলন প্রথা : ক্রীড়ামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুন।। যোগা প্রাচীন ভারতের উদ্ভূত শারীরিক ও মানসিক ব্যায়াম এবং আধ্যাত্মিক অনুশীলন প্রথা, দ্ব্যর্থহীন ভাষায় একথা বলেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে আজ যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে জিরানীয়ার বীরেন্দ্রনগর উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে মঙ্গলদীপ প্রজ্জ্বলিত করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন ত্রিপুরা সরকারের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। এদিন শারীর শিক্ষা বিভাগের উদ্যোগে ঘণ্টা খানেক ধরে আয়োজিত হয় যোগ প্রশিক্ষণ শিবির।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, আমাদের দেশের আদরনীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রস্তাব এবং অনুপ্রেরণায় রাষ্ট্রপুঞ্জ ২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে। তিনি বলেন, যোগা হল প্রাচীন ভারতে উদ্ভূত শারীরিক ও মানসিক ব্যায়াম এবং আধ্যাত্মিক অনুশীলন প্রথা। তার মধ্যে দিয়ে শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা বজায় থাকে। ভারতে আজও এই প্রথা প্রচলিত আছে।

তাঁর মতে, সুখী আত্মা, একটি তাজা মন এবং একটি সুস্থ শরীর এই তিনটিই যোগ দ্বারা অর্জন করা যায়। ভারতের বাইরে যোগা গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। যোগাভ্যাসের ফলে দৈনন্দিন জীবনে ভারসাম্য বজায় থাকে এবং নিজের কাজের দক্ষতা বাড়ে। পাশাপাশি যে কোনও কাজে একাগ্রতাও বাড়ে। তিনি বলেন, যোগ সারা বিশ্বের কাছে ভারতের একটি অমূল্য উপহার। যোগব্যায়াম মানুষকে নমনীয় থাকতে সাহায্য করে, উদ্বেগের সমস্যা কমায়, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং শ্বাসযন্ত্রের রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করে।

তাঁর দাবি, যোগব্যায়াম করা আমাদের প্রত্যেকের পক্ষেই সম্ভব। তিনি সকলের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানিয়ে বলেন, একটি উন্নত জীবনের জন্য আসুন আমরা যোগাকে আলিঙ্গন করি। সবাই যোগব্যায়াম অনুশীলন করে দীর্ঘ এবং সুস্থ জীবনযাপন করুন। তাঁর কথায়, যোগাভ্যাসের কারণে শরীর, মন ভাল থাকার পাশাপাশি মানসিক ভারসাম্য বজায় থাকে। 'স্ট্রেস' থেকে মুক্তির জন্য যোগাভ্যাস খুব জরুরী। মন ও শরীর সুস্থ রাখতে এবং সুন্দর মানসিকতা গড়তে যোগের বিকল্প নেই।

তিনি আরও বলেন, আমাদের মনে রাখতে হবে, যোগা কেবল নিজের জন্য নয়, সকলের জন্য। যোগা স্বাস্থ্যের জন্য, সমাজের জন্য ও দেশের জন্য। এটা একটা সাধনা ও তার মাহাত্ম্য অনেক। সমাজকে পরিবর্তন করতে হলে চাই স্বাস্থ্যের পরিবর্তন। যোগাভ্যাসকে ছাত্র-ছাত্রীসহ সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার উদ্যোগ নিতে হবে।আজকের অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন ক্যাবিনেট মন্ত্রী তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী কৈলাস বিজয়বর্গীয়, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের জেলা সভাপতি অন্তরা দেব সরকার, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা সুবিকাশ দেববর্মা, আমতলীর বিবেকনগরস্থিত রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠের সম্পাদক স্বামী শুভঙ্করানন্দ মহারাজ, জিরানীয়া মহকুমার মহকুমা শাসক জীবন কৃষ্ণ আচার্য্য, জিরানীয়া নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন রতন কুমার দাস, জিরানীয়া পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস-চেয়ার পার্সন প্রীতম দেবনাথ সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা।

উপনির্বাচনে সরব প্রচারের শেষ দিনে বামফ্রন্ট প্রার্থী রঘুনাথ সরকারকে নিয়ে মিছিল কর্মীদের। ছবি ঃ নিজস্ব

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।